Approved as a Text-book by the Government of Bengal
Vide, Calcutta Gazette, August 4, 1915.

কবিতা-রত্নাবলী

প্রথম ভাগ।

[কবিগণের চিত্র, সংক্ষিপ্ত পরিচয়, প্রত্যেক কবিতার দুরূহ শব্দ ও শ্লোকের অর্থ, অনুশীলনী, গল্প-প্রসঙ্গ প্রভৃতি সহ]

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারির শিক্ষক
শ্রীসত্যকিঙ্কর বিশ্বাস-সঙ্কলিত।

চতুর্থ সংস্করণ

Calcutta:
S. C. AUDDY & CO., BOOKSELLERS & PUBLISHERS
58 & 12, WELLINGTON STREET.

1916.

All rights reserved.

Annas Eight only.

nted and published by B. K. Das for S. C. Auddy & Co
at the Wellington Printing Works
10, Haladhar Bardhan Lane, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

'কবিতা-রত্নাবলী— প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হইল। ইহা বঙ্গীয় কবি-কুল-রত্নাকর সমুদ্ধৃত কিশোর হৃদয়ের উপযুক্ত উজ্জ্বল কবিতা-রত্নচয়ে গ্রথিত। ইহাতে যাহা কিছু গুণ দৃষ্ট হইবে, তাহা মাননীয় কবিবৃন্দের, এবং যাহা কিছু দোষ থাকে তাহা গ্রথনকর্ত্তার। নিরবচ্ছিন্ন এক বিষয়ক একই ছন্দে বদ্ধ কবিতা পাঠকের হৃদয় ক্লান্ত করিয়া ফেলে বলিয়া, প্রাচীন মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ কবিগণের কাব্যনিবহ হইতে বিভিন্ন বিষয়ক বিভিন্ন ছন্দোবদ্ধ কবিতাবলী সজ্জিত হইল। যাহাদের জন্য এই সজ্জা, তাহারা তৃপ্তচিত্তে গ্রহণ করিলেই আমার নির্ব্বাচন-পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সফল হইবে।

'রসাত্মক বাক্যই কাব্য'। কাব্য, পদ্য ও গদ্যভেদে দ্বিবিধ। 'কাব্য ও কবিতা'— এই দুই পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এক হইলেও, ছন্দোবদ্ধ সুললিত পদাবলীরই 'কবিতা'-সংজ্ঞায় ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সুখ-দুঃখময় মানব-হৃদয়ের বিভিন্নাবস্থা, প্রকৃতির নির্ম্মল ছবি সংক্ষেপে সরলভাবে সুকোমলমতি শিশু-হৃদয়ে সত্বর প্রতিফলিত করিতে, গদ্য অপেক্ষা সুকবির কবিতা অধিক সমর্থ। বালকগণের কোমল হৃদয় সরস কবিতার প্রতি স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলি কবিতার মধ্য দিয়া বালকগণকে শিখাইতে চেষ্টা করিলে, অপেক্ষাকৃত সত্বর সুফল পাওয়া যায়; ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। 'কবিতা-রত্নাবলী'ও এই উদ্দেশ্যেই সংগৃহীত হইল।

ছাত্রমণ্ডলীর পরিশ্রম লাঘবার্থ প্রতি কবিতার নিম্নভাগে দুরূহ পদসমূহের অর্থ লিখিত হইয়াছে এবং ভাষায় অধিকার জন্মাইবার উদ্দেশে একটী করিয়া অনুশীলনীও প্রদত্ত হইয়াছে।

কবিতা কবির অন্তর্ভাবনের ছায়া। ইহা পাঠককে কবির হৃদয় সুস্পষ্ট দেখাইয়া দেয়। কবিতা-পাঠে পাঠকের মন যখন বিমোহিত হয়, কবির প্রতি শ্রদ্ধা-রসে আপ্লুত হয়, তখন কবির বহির্জীবনের বিষয় অবগত হইতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়, কিন্তু কবিতা-দ্বারা তাহা অবগত হওয়া বালকের পক্ষে সুকঠিন, সেইজন্য পরিশিষ্ট অংশে কবিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

সংগৃহীত কবিতাবলীর জন্য সহৃদয় কবিবৃন্দ ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারীর নিকট আমার সমগ্র হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার যে সকল বন্ধুবান্ধব সৎপরামর্শাদি দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা আমার হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন, প্রকাশের সামর্থ্য কৈ ?

পুস্তকখানির উন্নতিকল্পে কেহ কোনরূপ প্রস্তাব করিলে কৃতজ্ঞহৃদয়ে গৃহীত হইবে।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পুস্তকখানি আদ্যন্ত সংশোধিত হইল। শব্দার্থ বা অনুশীলনীতে যে ত্রুটী ছিল,তাহার সংশোধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। একটী কবিতার পরিবর্ত্তে আর একটী কবিতা সংযোজিত হইল।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি, কলিকাতা।
বঙ্গাব্দ ১৩২১, ১৯শে কার্ত্তিক।

বিনীত—
সঙ্কলয়িতা।

পুস্তকমধ্যে 'রহস্য-সন্দর্ভ' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার কবিতা-ব্যতীত, যে সকল প্রাচীন ও নবীন কবিরত্নের কবিতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহাদিগের নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা :—

১। শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।
২। আনন্দচন্দ্র মিত্র।
৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
৪। কাশীরাম দাস
৫। কৃত্তিবাস ওঝা।
৬। কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
৮। গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
৯। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়।
১০। দ্বারকানাথ রায়।
১১। দীনবন্ধু মিত্র
১২। দীনেশচরণ বসু।
১৩। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
১৪। নবীনচন্দ্র দাস।
১৫। নবীনচন্দ্র সেন।
১৬। শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।
১৭। শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।
১৮। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।
১৯। শ্রীমহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
২০। মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
২১। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
২২। রজনীকান্ত সেন।
২৩। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২৪। রাজকৃষ্ণ রায়।
২৫। রামপ্রসাদ সেন।
২৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২৭। শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।
২৮। বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।
২৯। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।
৩০। হরিশ্চন্দ্র মিত্র
৩১। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তকের পরিশিষ্ট-অংশে উল্লিখিত কবিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

IMPORTANT TEXT-BOOKS

BY

RASAMAY MITRA M. A. & SATYA KINKAR BISWAS

1. **Matriculation Bengali Composition**--With the answers of Matriculation Papers of first four years and typical Questions culled from Test Exam. Papers of the leadings schools of Bengal. **Approved by the Text-Book Committees** of Dacca and Calcutta.

2. **A Junior class book of Bengali Composition** — Most popular Text-Book for the middle classes of H. E Schools Highly spoken by the authorities.

3. **An Elementary Bengali Composition.**—Suitable for the lower classes of H. E. Schools and higher classes of M. E. and M. V. Schools. **Illustrated. Approved and authorised by the Government of Bengal.**

S. C. AUDDY & Co.

58 & 12, Wellington Street, Calcutta

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

১। জন্মভূমি ... ১
২। কাঙ্গালিনী ... ৪
৩। অমৃত-কণিকা ... ৮
৪। শুষ্ক তরু ... ১১
৫। সুখী কে ... ১৩
৬। বিদ্যাসাগর ... ১৬
৭। রামের বিলাপ ... ১৯
৮। স্পর্শমণি ... ২৪
৯। সায়ংকাল ... ২৭
১০। সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য ... ৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১। মাতৃদেবী ... ৩৩
২। খল ও নিন্দক ... ৩৫
৩। অশ্রু ... ৩৭
৪। চাতকপক্ষীর প্রতি ... ৪০
৫। ভগীরথের গৃহে প্রত্যাগমন ৪৩
৬। চিন্তা ... ৪৫
৭। চৈতন্যের সন্ন্যাস ... ৪৮
৮। বিজনে মল্লিকা ... ৫৩
৯। বায়ু ... ৫৬
১০। পরিচ্ছদের গর্ব্ব ... ৫৯

তৃতীয় অধ্যায়।

১। সর্ব্ববাদি-সম্মত স্তোত্র ... ৬১
২। চন্দ্র ... ৬৪
৩। সূর্য্যরশ্মি ... ৬৭
৪। নদী ও কাল ... ৭১
৫। মানুষ কে ... ৭২
৬। অর্জ্জুনের লক্ষ্যবেধ ... ৭৫
৭। বঙ্গভাষার প্রতি ... ৭৯
৮। নদীর মিনতি ... ৮১
৯। পাপাত্মার অনুতাপ ... ৮২
১০। জীবন-সঙ্গীত ... ৮৫

চতুর্থ অধ্যায়।

১। সৃষ্টিকর্ত্তা ... ৮৯
২। শারদ তরঙ্গিণী ... ৯১
৩। প্রকৃত সাহস ... ৯৩
৪। রসাল ও স্বর্ণলতিকা ... ৯৫
৫। সিদ্ধার্থের মহিমা ... ৯৭
৬। চিতোর ... ১০১
৭। পরিবর্ত্তনশীলতা ... ১০৪
৮। বনদর্শনে সাবিত্রী ... ১০৭
৯। আত্মপ্রতি-দৃষ্টি ... ১১০
১০। জন্মভূমির প্রতি ... ১১২

পঞ্চম অধ্যায়।

	জাহ্নবী	... ১১৪	৫।	সীতা-বিলাপ	... ১২৪
	পিতৃহীন যুবক	... ১১৭	৬।	লক্ষ্মণের শক্তিশেল	... ১২৭
	গিরি	... ১২০	৭।	দিলীপ	... ১৩০
	অশোক তরু	... ১২২	৮।	ঈশ্বর	... ১৩৫

পরিশিষ্ট।

কবি-পরিচয় ১৩৭-১৪৮

কবিতা-রত্নাবলী

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

১ জন্মভূমি।

জননি গো জন্মভূমি, তোমারি পবন
দিতেছে জীবন মোরে, নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
সুন্দর শশাঙ্কমুখ, উজ্জ্বল তপন,
হেরেছি প্রথমে আমি তোমারি আকাশে।
ত্যজিয়ে মায়ের কোল, তোমারি কোলেতে
শিখিয়াছি ধূলি-খেলা, তোমারি ধূলিতে। ১।

তোমারি শ্যামল-ক্ষেত্র অন্ন করি' দান
শৈশবের দেহ মোর করেছে বর্দ্ধিত।
তোমারি তড়াগ মোর রাখিয়াছে প্রাণ,
দিয়ে বারি, জননীর স্তন্যের সহিত।
জননীর করাঙ্গুলি করিয়ে ধারণ,
শিখেছি তোমারি বক্ষে বাড়া'তে চরণ। ২।

তোমারি তরুর তলে কুড়ায়েছি ফল,
তোমারি লতার ফুলে গাঁথিয়াছি মালা।
সঙ্গীদের সঙ্গে সুখে করি' কোলাহল,
তোমারি প্রান্তরে আমি করিয়াছি খেলা।
তোমারি মাটীতে, ধরি' জনকের কর,
শিখেছি লিখিতে আমি প্রথম অক্ষর। ৩।

ত্যজিয়া তোমার কোল, যৌবনে এখন
হেরিলাম কত দেশ কত সৌধ-মালা,
কিন্তু তৃপ্ত না হইল এ অন্ধ নয়ন!
ফিরিয়া দেখিতে চাহে তব পর্ণশালা।
তোমার প্রান্তর, নদী, পথ, সরোবর,
অন্তরে উদিয়া মোর জুড়ায় অন্তর। ৪।

তোমাতে আমার পূর্ব্ব পিতা পিতামহ,
জন্মেছিলা একদিন আমারি মতন।
তোমারি এ বায়ু-তাপে, তাঁহাদের দেহ
পুষেছিলা, পুষিতেছ আমার মতন।
জন্মভূমি জননী আমার যথা তুমি,
তাঁহাদেরও সেইরূপ তুমি মাতৃ-ভূমি। ৫

তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ
নিদ্রিত আছেন সুখে, জীবলীলাশেষে।

তাঁদের শোণিত অস্থি, সকলি এখন
তোমার দেহের সঙ্গে গিয়াছে গো মিশে।
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার,
তোমারি ধূলিতে কালে মিশাবে আবার। ৬।

(গোবিন্দ—পরিশিষ্ট দেখ।)

প্রশ্ন—Questions.

১। চতুর্থ শ্লোকটীর ভাবার্থ লিখ।

২। পবন, তপন, শ্যামল, অন্ন, বারি, জনক, অক্ষর, পিতামহ—এই পদগুলি কিরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে?

৩। একটী করিয়া বাক্য রচনা কর, প্রত্যেক বাক্যে নিম্নলিখিত এক একটী শব্দ প্রয়োগ করিবে:—

জননী ; জন্মভূমি ; অন্ন ; চরণ ; সঙ্গী ; খেলা ; অন্ধ।

৪। 'মালা' শব্দটীর কি কি অর্থ হইতে পারে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৫। 'নিজ জন্মভূমি' সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটী প্রবন্ধ রচনা কর।

Notes.

১—শশাঙ্ক—চন্দ্র।

২—শ্যামল—শ্যামবর্ণ।

তড়াগ—জলাশয়।

৩—প্রান্তর—মাঠ।

৪ সৌধমালা—অট্টালিকাশ্রেণী।

এ অন্ধ নয়ন—এখানে 'অন্ধ' অর্থে জন্মভূমির প্রতি 'পক্ষপাতপূর্ণ'।

৫—জীবলীলাশেষে - মরণান্তে।

২ কাঙালিনী।

আনন্দময়ীর আগমনে,
　　আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
　　দাঁড়াইয়া কাঙ্গালিনী মেয়ে।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি
কানে তাই পশিতেছে আসি',
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
　　দুরাশার সুখের স্বপন ;
চারিদিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
　　শরতের কনক তপন !
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশ ভূষা—
　　ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,—
কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপর পড়িতেছে
　　মরীচিকা-ছবির মতন !

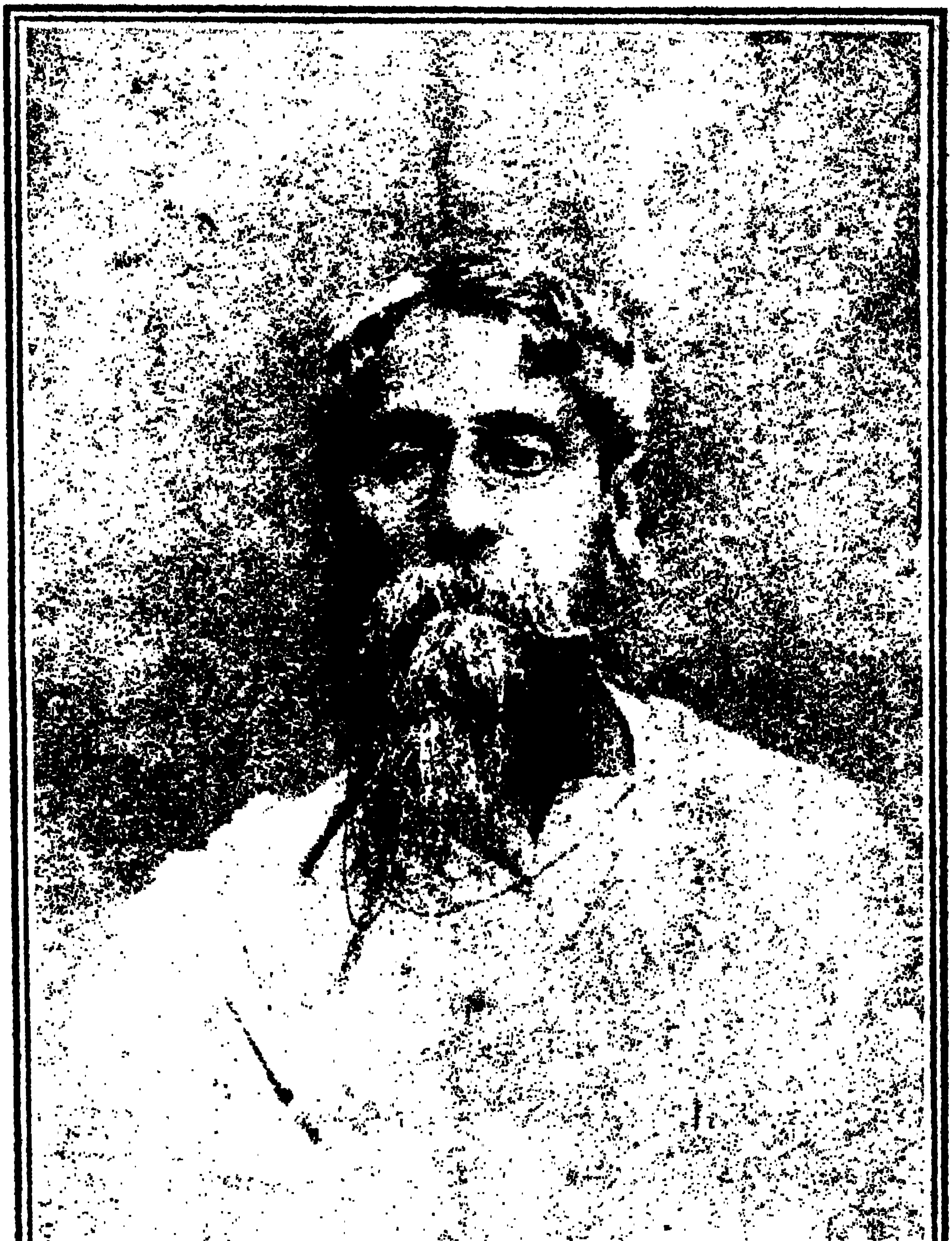

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হের তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙ্গালিনী মেয়ে।
শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মা'র মায়া পায়নি কথনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে!
তাই বুঝি আঁখি ছল ছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা।
চেয়ে যেন মার মুখপানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে, - "মা গো, এ কেমন ধারা?
এত বাঁশি, এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন-ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন!"
ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি
ভাই বোন্ করি' গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে
"আমি ত ওদের কেহ নই!

স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরা'য়ে ত দেয়নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
মুছায়ে ত দেয়নি নয়ন।"
আপনার 'ভাই নাই বলে'
ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ!
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কি রে করিবে না স্নেহ!
ওকি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙ্গালিনী মেয়ে!
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
ওরে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লান মুখ বিষাদে বিরস—
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।

(রবীন্দ্র।)

প্রশ্ন—Questions.

১। ব্যাখ্যা কর:—(১) দুরাশার সুখের স্বপন; (২) মরীচিকা-ছবির মতন; (৩) তবে মিছে সহকার-শাখা, তবে মিছে মঙ্গল-কলস।

২। বাক্যসহ সমাস বল:—দুরাশা; মরীচিকা-ছবি; কাঞ্চন-রতন; হাসিরাশি; রতন-ভূষণ; বিরস; সহকার-শাখা।

৩। 'দুর্গোৎসব'—সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।

৪। কারক কাহাকে বলে? কারক কয় প্রকার? উদাহরণ দ্বারা প্রত্যেক প্রকার বুঝাইয়া দাও।

Notes

Line 1. আনন্দময়ীর আগমনে—আনন্দদায়িনী দুর্গার আগমনে অর্থাৎ শরৎকালের দুর্গোৎসবের সময়। L. 7. ম্লান—দুঃখে নিষ্প্রভ (ম্লৈ+ক্ত)।

L. 8. দুরাশার সুখের স্বপন—নিষ্ফল আশায় ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা।

L. 12. কনক—স্বর্ণ, (এখানে) নির্ম্মল।

L. 16. কাঞ্চন-রতন—অলঙ্কার-স্থিত সোনা ও জহরৎ। L. 17. পরিজন—পরিবারবর্গ।

L. 20. মরীচিকা—মরুভূমিতে প্রখর মরীচি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণে জাত বাষ্পে জলভ্রম। মৃগগণ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উহার অনুসরণ করে বলিয়া উহার অন্য নাম মৃগতৃষ্ণিকা।

L. 38. অঙ্গন—উঠান। L. 59. বিরস—দুঃখপূর্ণ। সহকার—আম্র।

৩। অমৃত-কণিকা।

(ক) সাধুপ্রকৃতি।

যত জল শুষে' লয় প্রখর তপন,
প্রতিবিন্দু বৃষ্টিরূপে কর প্রত্যর্পণ ;
বায়ু, তেজঃ, ক্ষিতি হ'তে বৃক্ষ যাহা পায়,
ফল-পত্র-কাণ্ডরূপে ফিরে দিয়ে যায় ;
গাভী যে তৃণটি খায়, করে জল পান,
তার সার, দুগ্ধরূপে করে প্রতিদান ;
পরদ্রব্য সাধু যদি করেন গ্রহণ,
জীবের মঙ্গল হেতু করেন অর্পণ।

(খ) অসাধুর সঙ্গ।

সরল হৃদয় এক সাধু অকপট
হেরিয়া, করিল মৈত্রী, এক ধূর্ত্ত শঠ ;
সুক্তি দিয়া, সাধুরে বিদেশে ল'য়ে যায়,
অতিথি হইল এক ধনীর বাসায়।
নিশায় করিয়া চুরি সেই দুষ্ট শঠ,
বহু অর্থ ল'য়ে দিল গোপনে চম্পট ;
গৃহস্বামী প্রাতে উঠি' সাধুরে ধরিল,
চোর বলি' বাঁধি, কত প্রহার করিল।

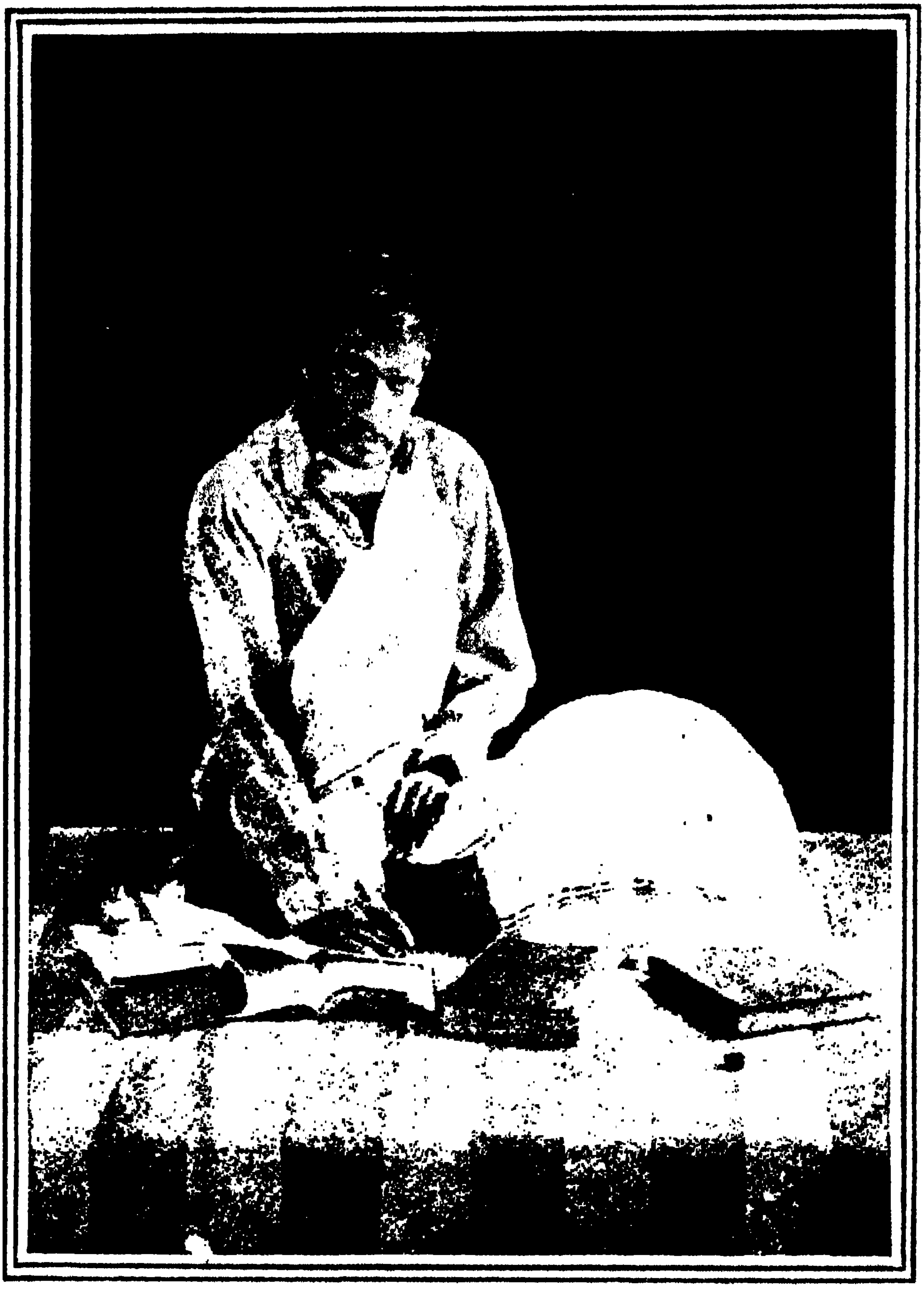

রজনীকান্ত সেন

(গ) বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।

গঙ্গা-সাগরের স্নানে পুণ্য বাঞ্ছা করি',
মহামূল্য হীরকের অলঙ্কার পরি',
নামিলেন শেঠ-পত্নী সাগরের জলে,
অকস্মাৎ অলঙ্কার প'ড়ে গেল তলে;
কাঁদি' শেঠ-পত্নী কহে, "তুমি রত্নাকর,
ভূষণ ফিরা'য়ে দেহ, করুণাসাগর।"
সিন্ধু কহে, "সিন্ধু-পোতে উঠি' তব স্বামী
দূরে যাক্, লক্ষ গুণ ফিরে দিব আমি।"

(ঘ) স্রষ্টার কৌশল।

গিরিশিরে বৃষ্টি পড়ি', জন্মায় তুষার,
নিদাঘে গলিয়া, জল হয় পুনর্ব্বার;
প্রথমে নির্ঝর, পরে বেগবতী নদী,
সিন্ধুবক্ষে জলরাশি ঢালে নিরবধি;
সিন্ধুবারি বাষ্প হ'য়ে তপনের করে,
নির্ম্মাণ করিছে শূন্যে জলধর-স্তরে;
সেই মেঘ গিরিশিরে পুনঃ ঢালে জল,
ঘুরে ফিরে তাই হয়;—বিধির কৌশল

(৬) করুণাময়।

সংসারের দুঃখ, ব্যথা, বিপদের পাশে,
কাহার আদেশে সুখশান্তি পরকাশে ?
তীরে তপ্ত বালি যেন প্রচণ্ড অনল,
পাশে বহাইল কেবা প্রবাহ শীতল ?
সিন্ধুমাঝে দিক্‌হারা নাবিকের তরে,
কে রেখেছে ধ্রুবতারা বসা'য়ে উত্তরে ?
ভূমিষ্ঠ হবার আগে স্তন্যপ সন্তান,
কে করেছে মাতৃস্তনে দুগ্ধের বিধান ?

(রজনী।)

প্রশ্ন—Questions.

১। প্রথম তিনটী কবিতা পড়িয়া কি 'উপদেশ' পাইলে বল

২। প্রত্যেক কবিতাটী নিজের কথায় লিখ।

৩। 'অসৎ সঙ্গের দোষ'- এই বিষয়ে একটী উদাহরণ দাও।

৪। 'ধ্রুবতারা'—শব্দটীর অর্থ কি ? ইহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'—এই সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটী প্রবন্ধ লিখ।

Notes.

অমৃত-কণিকা—"অমৃত" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত কিঞ্চিৎ অংশ অমৃতের ন্যায় মধুর কণিকা অর্থাৎ ক্ষুদ্র হিতোপদেশক কবিতাগুলি।

(ক) প্রত্যর্পণ করে—ফিরাইয়া দেয়। ক্ষিতি—পৃথিবী। কাণ্ড—শাখা।

(খ) মৈত্রী—বন্ধুতা। চম্পট—পলায়ন।

অকপট, সরল—অতি সরল | আধিক্য বুঝাইবার জন্য একার্থক
ধূর্ত্ত, শঠ—অতি ধূর্ত্ত | শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে

(গ) বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ—লক্ষ্মী অর্থাৎ ধন, মান ইত্যাদি ব্যবসায় হইতেই উৎপন্ন হয়। বাঞ্ছা—ইচ্ছা। শেঠ—শ্রেষ্ঠী ; ধনী বণিক।

রত্নাকর—সমুদ্র (রত্ন=মণিমুক্তাদি, তাহার আকর=খনি, ৬ষ্ঠী তৎ)।

সিন্ধু-পোত—সমুদ্রগামী জাহাজ, অর্ণবযান। (ঘ) গিরিশিরে—পর্ব্বত চূড়ায়। তুষার—বরফ। নির্ঝর—ঝরণা। করে—কিরণে। জলধরস্তর মেঘমালা। (ঙ) অনল—অগ্নি। প্রবাহ—স্রোতঃ, ধারা।

ধ্রুবতারা—উত্তরাকাশস্থিত নিশ্চল তারাবিশেষ ; দিক্-নির্ণায়ক যন্ত্রের আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে নাবিকগণ অদৃষ্টপার সমুদ্রে এই ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া পরপারে যাইত। স্তন্যপ—স্তনদুগ্ধপায়ী।

॥৪॥ শুষ্ক তরু।

হায়, তরু! কেন তব হেন কলেবর?
কে হরিয়ে নিল, বল, হরিত বরণ
চারু পত্রচয়ে? মরি, অতি মনোহর!
যাহে ভাবুকের ভাব করিত হরণ। ১।

কোথা তব মধুমাখা রসভরা ফল,
মানব-রসনা যাহে করিত বাসনা?
যে রস করিত পান বিহঙ্গমদল
শাখে বসি' যশঃ কত করিত ঘোষণা? ২।

যখন নিদাঘ কালে তেজময় ভানু
তাপিত করিত খর-করে পান্থকুলে ;
হায় রে, তখন তা'রা জুড়াইতে তনু,
লইত আশ্রয় আসি' তোমার এ মূলে। ৩।

কেহ বা ছায়ায় তব করিত শয়ন,
বিছা'য়ে বস্ত্র শ্যামল দূর্ব্বাদল'পরে ;
অনিল-সহায়ে শাখা-পাখা সঞ্চালন
করিতে তাহারে তুমি হরিষ অন্তরে। ৪।

কোথা সেই অকৃতজ্ঞ পান্থ, পাখিগণ,
তুষিত আদরে যা'রা লাভের আশায় ?
কালেতে তোমার নাই সে কাল এখন,
ভ্রমেও বারেক নাহি নিরখে তোমায়। ৫।

এখন এ দশা তব নিরখি' নয়নে,
"সময়ে সকলে বন্ধু"—জানিয়াছি সার।
অসময় হ'লে কেহ নাহি ভাবে মনে,
অপাঙ্গেও ফিরে নাহি চাহে একবার। ৬।

(রাজকৃষ্ণ।)

প্রশ্ন---Questions.

১। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—মধুমাখা ; রসভরা ; মানবরসনা ; খর-করে ; অনিল-সহায়ে ; শাখা-পাখা ; অকৃতজ্ঞ।

২। গল্পটী পড়িয়া কি উপদেশ পাইলে ?

৩। পত্র, ভাব, কুল, কর, কাল—প্রত্যেক শব্দের একাধিক অর্থ বল ও উদাহরণ দাও।

৪। 'বৃক্ষ' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখ।

Notes.

১। হরিত—সবুজ। চারু সুন্দর। পত্রচয়—পত্রসমূহ। ভাবুক—চিন্তাশীল।

২। বিহঙ্গম—পক্ষী। শাখে—শাখায়, ডালে।

৩। নিদাঘ—গ্রীষ্ম। ভানু—সূর্য্য। খর-করে—তীক্ষ্ণ কিরণে। পান্থকুল—পথিক সমূহ।

৪। শ্যামল—সবুজ। অনিল—বায়ু। শাখা-পাখা—শাখারূপ তালবৃন্ত (রূপক কল্পনা)। হরিষ অন্তরে—সানন্দ চিত্তে।

৫। বারেক—একবারও। নিরখে দেখে। ৬। অপাঙ্গ—চক্ষুর কোণ

৫ সুখী কে?

সুখী সেইজন, যে জন কখন
দাসত্বে না সেবে পরের দ্বার;
স্বাধীন অন্তরে, ধরায় বিচরে;
আপন বাসনা আপন যার। ১।

বাসনা যাহার, পর উপকার;
পর সুখে সুখী যে জন হয়;
প্রীতির আলয়, তাহার হৃদয়;
দুঃখভরা ধরা তাহার নয়। ২।

সরল অন্তরে যে দেখে সবারে,
মুখে মনে কভু দুজন নয় ;
সদা সাবধানে কুটিল বিধানে
স্বার্থসিদ্ধি তরে রত না রয় । ৩ ।

হিংসা-হুতাশন জ্বলি' জ্বালাতন
করে না কখন হৃদয় যার ;
ধন মান যার, নহে ভবে সার,
সন্তোষ-আগার হৃদয় তার । ৪ ।

পরের বচন, জীবন মরণ
ভাবিয়া যে চায় পরের পানে ;
সুখ্যাতির আশে, স্বাধীনতা নাশে,
সুখের বারতা কভু না জানে । ৫ ।

পবিত্রতাময় যাহার হৃদয়,
বিবেক-শাসনে সতত চলে ;
ন্যায়গত যাহা, সে করিবে তাহা,
নাহি ভাবি মনে লোকে কি বলে ; ৬ ।

সেই সুখী নর ; তাহার অন্তর
স্বার্থ আশে নাহি কুপথে ধায় ;
করিয়া বিক্রয়, আপন হৃদয়,
পার্থিব বিভব সে নাহি চায় । ৭ ।

উর্দ্ধে যার মন করয়ে ভ্রমণ,
পার্থিব বাসনা না করি সার ;
সংসারের দুঃখে, না রয় অসুখে,
মানসে বিকাশে সন্তোষ তার। ৮।

সদা প্রেম ভরা, তার কাছে ধরা,
সে দেখে বিভুরে সংসারময় ;
করুণা তাঁহার, ভাবিয়া অপার,
প্রীতির আলোকে সে সদা রয়। ৯।

(বিশ্বেশ্বর।)

প্রশ্ন—Questions.

১। প্রত্যেক শ্লোকের ভাব নিজের সরল বাঙ্গালায় প্রকাশ কর।

২। শেষ শ্লোকটীর বিশদ অর্থ লিখ।

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ও সূত্র বল :— তপোবন, সম্মত, কিঞ্চিৎ, নীরব, পর্য্যালোচনা, উদাসীন, সুধাংশু, দুরাচার।

৪। সন্ধি কর ও সূত্র বল :—পিতৃ + আলয় ; মনঃ + যোগ ; অহঃ + নিশ ; মহৎ + শঙ্কা + আকুল ; লোক + ইন্দ্র।

৫। "যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কর, তাহার সম্বন্ধে" একটী প্রবন্ধ লিখ।

Notes.

৪। হুতাশন—অগ্নি।
আগার—আলয়।

৬। বিবেক—ভাল মন্দ বিবেচনা (বি + বিচ্—ঘঞ্)।

৫। বারতা—বার্ত্তা, সংবাদ।

৮। মানসে—মনে।

৯। বিভু—সর্ব্বব্যাপী (ঈশ্বর) (বি + ভূ—ডু।)

॥৬॥ বিদ্যাসাগর।

১

ফুরা'ল বঙ্গের লীলা মাহাত্ম্য সকলি,—
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী।
হারা'লে মা বঙ্গভূমি, পুত্ররত্নে আজ,
বিশীর্ণ বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ।
কি মহা পরাণ লয়ে জন্মেছিল ধীর,
কিবা বিদ্যা—বুদ্ধিপ্রভা— করুণা গভীর!
বিদ্যার সাগর খ্যাতি,—আরো মনোহর।
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর'
তেমন সন্তান, মা গো, কে আর তোমার।

২

কাঁদিছে হের গো তাঁরে করিয়া স্মরণ,
দরিদ্র কাঙ্গাল দুঃখী কত শত জন;
"কে বা অন্ন দিবে আর—কে ঘুচাবে দুখ,
দরিদ্র দুখীরে হেরে কে চাহিবে মুখ।
কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য ভিতর,
কাঙ্গালে করিবে আর কে বা সে আদর?'
মানব দেহেতে সেই দয়া মূর্ত্তিমান্,
সার্থক তাঁহার জন্ম, তিনি কীর্ত্তিমান্—
প্রাতে নিত্য স্মরণীয় যাঁর গুণগান।

৩

আপনার বেশ-ভূষা সামান্য প্রকার,
পরদুঃখ হেরি' কিন্তু নেত্রে জলভার!
সমাজ-পীড়িত জনে করিতে মোচন
জীবন উৎসর্গ নিজ করিল যে জন;
সমাজ-পীড়িত জনে করিতে উদ্ধার,
আপনি সহিলা নিন্দা কত তিরস্কার
ঋণে বদ্ধ অবশেষে তবু দৃঢ় পণ,
সংকল্প সাধন কিংবা শরীর পতন—
এ হেন পুরুষ-সিংহ জন্মে মা ক'জন?

অদ্বিতীয় বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষা-গুরু—
বর্ণমালা হ'তে বঙ্গ-সাহিত্যের তরু;
পরিশ্রমবলে যাঁর,—যাঁর প্রতিভায়
উজ্জ্বল বাঙ্গালা ভাষা প্রখর প্রভায়!
বালক বৃদ্ধের মুখে নাম ঘরে ঘরে,
বিরাজে পবিত্র চিত্র দেশ দেশান্তরে।
উপাধি-উল্লেখে যাঁর নাম পরিচয়;
ধন্য বঙ্গমাতা! গর্ব্বে ধর এ তনয়!—
কর-চিহ্ন কা'র এত কাল-বক্ষোময়?

৫

স্বাধীন স্বতন্ত্র চিত্ত কাহার তেমন ?
দর্প, নির্ভীকতা, শৌর্য্য—যে কিছু লক্ষণ
তেজীয়ান্ পুরুষের, সব(ই) ছিল তাঁয়।
তৃণজ্ঞান পদ মান অবজ্ঞা যেথায়,—
রাজ-পুরুষ-প্রসাদ ঠেলিত হেলায় !
হেন পুত্র, হায় মাতঃ, হারা'লে কোথায় ?—
হারালে কোথায় পুত্র হেন পুণ্যতম,
—আত্মা যা'র সত্য আর সাধুতা-আশ্রম—
হৃদয়ে যাঁহার দয়া—সাগরের সম।

(হেমচন্দ্র।)

অনুশীলনী—Exercise.

১। (ক) বিদ্যাসাগর কোন্ সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? (খ) কবি বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে বঙ্গের লীলামাহাত্ম্য ফুরাইল বলিতেছেন কেন ?

২। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ :—

বুদ্ধিপ্রভা ; জলভার ; অদ্বিতীয় ; তৃণজ্ঞান : পুরুষসিংহ।

৩। বিশেষণে পরিবর্ত্তিত কর :—

নির্ভীকতা ; শৌর্য্য ; পরিচয় ; নিন্দা ; মোচন।

৪। মূর্ত্তিমান্, মোচন, উৎসর্গ, পবিত্র—পদগুলি কিরূপে নিষ্পন্ন হইল ?

৫। 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখ।

Notes.

(৮) সমাজ পীড়িত-জনে…তিরস্কার—হিন্দু বিধবার পুনরায় বিবাহ দিবার প্রথা সমাজে প্রচলিত করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং এই কারণে তিনি তদানীন্তন বহুসংখ্যক পণ্ডিতগণের বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন।

(৪) অদ্বিতীয় ইত্যাদি—বিদ্যাসাগর মহাশয়ই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত জন্মদাতা: তিনিই প্রথমে বহুবিধ ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের সরল গদ্যে অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষাকে অলঙ্কৃত করেন।

(৪ উপাধি-উল্লেখে—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কেবলমাত্র 'বিদ্যাসাগর' মহাশয় বলিলেই সকলে চিনিতে পারে। 'ঈশ্বরচন্দ্র' এই নাম বলিবার দরকার করে না।

❋৭❋ সীতাহরণে রামের বিলাপ

১

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে,
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে;
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে,
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে।
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর,
লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি' ঘর।
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে?
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে?

২

যেমন চিন্তেন রাম, ঘটিল তেমন,
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি,'
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি :
"কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী—
শূন্য ঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি ?
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই ?
আর বুঝি জানকীর সাক্ষাৎ না পাই।"

৩

এই মত কহিতে কহিতে দুই ভাই,—
বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই।
উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বার,
"সীতা সীতা" বলিয়া ডাকেন বার বার ;
শূন্য ঘর দেখেন, না দেখেন জানকী,—
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী।
শোকেতে মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যান শ্রীরাম
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম ;

৪

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে ;—
"ভুলিতে না পারি সীতা, মনে সদা জাগে।

কি করিব, কোথা যাব, অনুজ লক্ষ্মণ,
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়
গেলেন জানকী, না জানাইয়া আমায়।
গোদাবরী-নীরে আছে কমল-কানন,
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ?

পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া,
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া ?
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস,
চন্দ্রকলা-ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস ?
রাজ্যচ্যুত আমারে দেখিয়া চিন্তান্বিতা-
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা ?
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে,
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।

৬

আমার সে রাজলক্ষ্মী হারা'লাম বনে।
কৈকয়ীর মনোঽভীষ্ট সিদ্ধ এতদিনে।
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে,
লুকাইল তেমনি জানকী বনান্তরে।

কনক-লতার প্রায় জনক-দুহিতা,
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা ?
দিবাকর, নিশাকর, দীপ্ত তারাগণ,
দিবানিশি করিতেছে তমো নিবারণ ;

৭

তা'রা না হরিতে পারে তিমির আমার,
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার !
দশ দিক্ শূন্য দেখি সীতার অভাবে,
সীতা বিনা অন্য কিছু হৃদয় না ভাবে।
আমি জানি পঞ্চবটি, তুমি পুণ্যস্থান,
তাই সে এখানে করিলাম অবস্থান ;
তাহার উচিত ফল দিলা হে আমারে,
গুণময়ী সীতা মম দিলে তুমি কা'রে ?
শুন পশু-পক্ষি-মৃগ, শুন বৃক্ষ-লতা,
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা ?
হে অরণ্য, ওহে গিরি, বন্য বৃক্ষগণ,
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন।"

(কৃত্তিবাস।)

অনুশীলনী—Exercise.

(ক) রামচন্দ্র কি কারণে বাহিরে গিয়াছিলেন ?

(খ) কে, কি উপায়ে সীতাহরণ করিয়াছিল ?

(গ) সীতাহরণের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল ?

২। প্রত্যাগমনকালে রামচন্দ্র কিরূপ লক্ষণ দেখিয়াছিলেন? আমাদের দেশে যাত্রাকালে কিরূপ বস্তু-দর্শন শুভ ও অশুভ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, এইরূপ প্রবাদের আরও উল্লেখ কর।

৩। গ্রাম, কলা, গ্রাস, সিদ্ধি, তমঃ—এই শব্দগুলির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লিখ ও উদাহরণ দাও।

৪। "শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন" সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখ।

Notes.

(১) মারীচ—রাক্ষসবিশেষ। রাবণের আদেশে মারীচ স্বর্ণ-মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সীতার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সীতা রামচন্দ্রকে মৃগটি ধরিয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে, রামচন্দ্র ইহার পশ্চাদ্ধাবিত হন। অনন্তর সেই মায়া-মৃগ রামের শরে বিদ্ধ হইয়া তদীয় কণ্ঠস্বরের অনুকরণে "হা সীতা, হা লক্ষ্মণ" বলিয়া প্রাণত্যাগ করে। এই শব্দ সীতার কর্ণকুহরে দূর হইতে অস্পষ্টভাবে প্রবেশ করে; তিনি লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। ইত্যবসরে রাবণ সীতাকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া অন্তর্হিত হয়।

(৪) পদ্মালয়া—লক্ষ্মী (বহুব্রীহি)।

সীতা—লাঙ্গলপদ্ধতি; সি (বন্ধন করা) + ক্ত ক আপ্। জানকী; সীতা শব্দ (লাঙ্গল পদ্ধতি) + ষ্ণ ইদমার্থে—আপ্। প্রসিদ্ধি আছে যে, "মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক একদা লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে একটী কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন এবং 'সীতা' হইতে উদ্ভূতা বলিয়া কন্যার নামও 'সীতা' রাখেন।"

(৬) সৌদামিনী—বিদ্যুৎ।

(৭) পঞ্চবটী—পঞ্চ বটের সমাহার (সমাহার দ্বিগু); অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক, আমলকী—এই বৃক্ষপঞ্চক। দণ্ডকারণ্যস্থ বনবিশেষ; ঐ স্থান এখন বোম্বাই প্রদেশস্থিত 'নাসিক' জিলার অন্তর্গত।

৮ স্পর্শমণি।

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন এক মনে
জপিছেন নাম।
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।
শুধা'লেন সনাতন, "কোথা হ'তে আগমন,
কি নাম ঠাকুর ?"
বিপ্র কহে, "কিবা কব পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি' বহুদূর,
জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম,
জিলা বর্দ্ধমানে।
এত বড় ভাগ্যহত দীন হীন মোর মত
নাই কোনখানে।
জমিজমা আছে কিছু, ক'রে আছি মাথা নীচু
অল্প-স্বল্প পাই।
ক্রিয়া কর্ম্ম যজ্ঞ যাগে, বহু খ্যাতি ছিল আগে
আজ কিছু নাই।
আপন উন্নতি লাগি শিব কাছে বর মাগি
করি আরাধনা।
একদিন নিশি ভোরে স্বপ্নে দেব কহে মোরে—
"পূরিবে প্রার্থনা !

যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধর দু'টি পায়,
তাঁরে পিতা বলি মেনো, তাঁরি হাতে আছে জেনো
ধনের উপায়।"
শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন—
"কি আছে আমার ;
যাহা ছিল সে সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি',
ভিক্ষামাত্র সার।"
সহসা বিস্মৃতি ছুটে, সাধু ফুকারিয়া উঠে—
"ঠিক্ বটে ঠিক্।
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশ মাণিক।
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে
পুঁতেছি বালুতে ;
নিয়ে যাও, হে ঠাকুর দুঃখ তব হোক্ দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।"
বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি ;
লোহার মাদুলি দুটী সোনা হয়ে উঠে ফুটি'
ছুঁইল যেমনি।
ব্রাহ্মণ বালুর'পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে—
ভাবে নিজে নিজে।

যমুনা কল্লোলগানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কি যে ! ৪৪
নদীপারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে,—
তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে
কহে অশ্রুজলে,— ৪৮
"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মাননা মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে !"— এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মাণিক ! ৫২

(ভক্তমাল—রবীন্দ্র ।)

প্রশ্ন—Questions.

১। ব্রাহ্মণের হঠাৎ ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ কি যুক্তিসহ লিখ।

২। বিশেষ্যকে বিশেষণে ও বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিবর্ত্তিত কর :—
দীন, প্রণাম, নাম, কর্ম্ম, যজ্ঞ, প্রার্থনা, স্বপ্ন, ব্রাহ্মণ, আকুল, ক্লান্ত, বিস্ময়।

৩। নিম্নলিখিত প্রত্যেকটীর সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :—
(ক) সনাতন ; (খ) বর্দ্ধমান ; (গ) বৃন্দাবন ; (ঘ) যমুনা।

Notes.

(১) সনাতন—পরমভক্ত বৈষ্ণব। রূপ গোস্বামীর ভাই। ইনি স্বয়ং চৈতন্য দেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য মধ্যে গণ্য হন। ইনি প্রথমে গৌড়ের হুসেন সাহের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন,

পরে সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। আনুমানিক ১৪৮৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন।

(২) নাম—ভগবানের নাম (হরিনাম)।

(১১) ভাগ্যহত—দুর্ভাগ্য (ভাগ্য দ্বারা হত—৩য়াতৎ)।

(১৫) খ্যাতি—গৌরব, নামযশঃ। (২৮) সার—অবলম্বন।

(২৯) ফুকারিয়া (উর্দ্দূ)—চীৎকার করিয়া বলিয়া। (৪৩) কল্লোল—বড় ঢেউ। (৪৫) রক্ত ছবি—রক্ত হইয়াছে ছবি (শোভা) যার—বহুব্রীহি।

ক্লান্ত রবি—সমস্ত দিন কিরণ বিতরণে সূর্য্যদেবকে পরিশ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।

(৪৯) মণি—বহুমূল্যরত্ন। ভক্তমাল—হিন্দী ভাষায় রচিত বৈষ্ণবগ্রন্থ।

৯ সায়ংকাল।

দেখ কিবা পশ্চিম-গগন
ভানুর চরম করে রক্তিম বরণ!
নাহি সে মধ্যাহ্ন দাপ, নাহি আর খর তাপ,
হেরিলে নয়ন আর ঝলসি না যায়,
প্রশান্ত-মূরতি রবি এখন ধরায়। ১।

আহা! ওই লোহিত কিরণ,
শিখরি-শিখরে দেখ শোভিছে কেমন!
ক্রমে তরুশির ত্যজি', মাঠের শোভায় মজি',
শ্যামল নবীন তৃণ কেমন সাজায়!
নাচিয়া নদীর হৃদে কেমন খেলায়! ২।

গোষ্ঠ হ'তে দেখ গাভীগণ
হাম্বারবে গৃহ পানে করি'ছে চরণ ;
গগনে বিহগচয় নিরখিয়া সন্ধ্যা হয়,
শাবকে হেরিতে হ'য়ে বিকল অমনি,
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে নীড়ে করি কলধ্বনি। ৩।

সাগরের তরঙ্গ-নিচয়,
উত্তাল হইয়া আর বেগে নাহি বয়।
বেলা-ভূমি স্পর্শ ক'রে সুমধুর কলস্বরে,
তুষিয়া শ্রবণ মন করি'ছে গমন,
বিশাল তাহার বক্ষঃ সুস্থির এখন। ৪।

দেখ কত ফুটিতেছে ফুল,
গুন্ গুন্ ছুটিতেছে তাহে অলিকুল।
সৌরভের গুরুভারে চলিবারে নাহি পারে,
পিপাসিত হ'য়ে যেন পিয়া নদী জল
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে সুশীতল। ৫।

একে একে সুরনারীগণে
তারকা-দীপের মালা জ্বালিছে গগনে।
শাখী'পরে পাখিগণ, হ'য়ে বিষাদিত মন,
দিনকর যায় দেখি অস্তাচল-শিরে,
কাঁদিয়া কহি'ছে যেন, 'এস এস ফিরে'। ৬।

ডুবি' ওই গেল দিনমণি,
তিমির-মলিনবাস ধরিল ধরণী।
ঠিক এইরূপে হায়! মানব-জীবন যায়;
তরুণ-অরুণ-সম আ'সে হাসাইয়া,
যৌবনে রাজত্ব করি, যায় কাঁদাইয়া। ৭।

তবু আছে অনেক অন্তর,
সাধিয়া আপন কাজ যায় দিবাকর;
বুঝে না মানব তাহা, আপনার কার্য্য যাহা
না করি, আমোদে কাল কাটায় হেলায়,
অনুতাপে অবশেষে করে হায়! হায়! ৮।

আরো ভেদ করি বিলোকন,
আ'সে পরদিন রবি করিলে গমন;
অস্ত হ'লে একবার মানব কি আসে আর
জগৎ কাঁদয়ে যদি তাহার লাগিয়া?—
আসে না, আসে না কভু, আসে না ফিরিয়া। ৯।

সেই হেতু বলি বার বার,
বৃথা এ জীবন ভাই! যাপিও না আর;
তপনের নিদর্শনে, নিজ কার্য্য-সম্পাদনে
দেখাও সে গুণ, যাহে নিখিল সংসার
কাঁদিবে তপন মত মরণে তোমার। ১০।

(মহেন্দ্র—পরিঃ দেখ।)

প্রশ্ন—Questions.

১। কবি সূর্য্যের সহিত মানব-জীবনের কোথায় সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখাইতেছেন তাহা নিজের কথায় সরল ভাবে লিখ।

২। (ক) প্রাতঃকাল, (খ) সায়ংকাল ও (গ) গ্রীষ্মকাল, ইহাদের মধ্যে কোন একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখ।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলি কোন্ কোন্ শব্দের অপভ্রংশ :—পাখী, লোহা, পাথর, চাঁদ, হাতী, সাঁঝের বেলা, রাগের চোটে।

৪। 'গন্ধবহ'—কোন্ সমাস? ইহার পর্য্যায় শব্দ (Synonyms) বল।

Notes.

১। ভানু—সূর্য্য। চরম—অন্তিম। করে—কিরণে। দাপ—দর্প, তেজঃ। খর—তীক্ষ্ণ। ২। শিখরি-শিখরে—পর্ব্বতচূড়ায়। ৩। গোষ্ঠ—গোচারণ স্থান। বিকল—বিহ্বলচিত্ত। নীড়ে—বাসায়। ৪। নিচয়—সমূহ। উত্তাল—অত্যুচ্চ। বেলাভূমি—তীরভূমি। ৫। অলিকুল—ভ্রমরবৃন্দ। সৌরভ—মনোহর গন্ধ (সুরভি+ষ্ণ)। গুরুভারে—ভারী বোঝায়। পিয়া—পান করিয়া। গন্ধবহ—বায়ু। ৬। সুর-নারীগণ—দেব বধূগণ। মালা—সমূহ। শাখী—বৃক্ষ। ৭। তিমির মলিনবাস—অন্ধকাররূপ ময়লা কাপড়। তরুণ—নবীন। অরুণ—প্রভাত কালীন সূর্য্য। ৮। অন্তর—প্রভেদ। ১০। নিদর্শনে—দৃষ্টান্তে। নিখিল—সমস্ত।

---

১০ সাধু-সঙ্গ-মাহাত্ম্য।

ওহে নর, যথন তোমার থাকে ধন,
কত মতে উপাসনা করে কত জন।
নানা ছলে করে তব সম্পদ্ হরণ।
ছায়ার সমান সঙ্গে রহে অনুক্ষণ।

বিপদে পড়িলে পরে হইয়ে নির্ধন,
তোমারে অমনি তা'রা করে বরজন।
তখন তোমার আর না লয় সংবাদ,
আরো তব নানা মতে দেয় অপবাদ।
বলে—'কর্ম্ম-মত ফল ফলিল এখন,
বহু ব্যয় করেছেন আগেতে যেমন।'
তাই বলি, এমন অসৎ-সঙ্গ ত্যজি,'
কর নিত্য জ্ঞানার্জ্জন সাধু-সঙ্গে মজি'।
সাধুর প্রকৃতি কভু বিকৃত না হয়,
সুখে দুঃখে বন্ধুজনে সমভাবে রয়।
যে প্রকারে জ্ঞান জন্মে সুহৃদের মনে,
সেই চেষ্টা সাধুর অন্তরে সর্ব্বক্ষণে।
পাইয়ে শশীর সঙ্গ নিশা সুখকরী,
সুধাসম হয় বিষ বৈদ্য-সঙ্গ ধরি'।
কুসুমের সঙ্গ কীট সুরশিরে যায়,
সেইরূপ সাধু-সঙ্গ অধমে তরায়।

(দ্বারকা।)

Exercise.

১। কবি কি প্রকারে সাধুসঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, বুঝাইয়া দাও।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির গদ্যে কিরূপ প্রয়োগ হইবে :—করিলা; তেঁই; বর্ণিতে; নিরজন; মুগধ; যথা; মজি'?

৩। শেষ চারি পঙ্ক্তির ব্যাখ্যা কর।

৪। শুদ্ধ কর :—তিনি একদৃষ্টে পার্ব্বতীয় সৌন্দর্য্যতা দর্শন করিতেছিলেন। অনাথিনীর পুত্রটী আরোগ্য হইয়াছে। প্রভাতে জাগ্রত হইয়া সূর্য্যোদয় দর্শনে চমৎকার হইলাম। কেবলমাত্র যাইলেই হইবে।

৫। প্রত্যেকটী দ্বারা এক একটী বাক্য রচনা কর :—

ন্যূনাধিক ; নতুবা ; মীমাংসা ; দেদীপ্যমান্ ; হতবুদ্ধি ; চিন্তা কি।

৬। নিম্নলিখিত কোন একটী বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখ :—

(ক) সৎসঙ্গের উপকারিতা ; (খ) অসৎসঙ্গের দোষ।

Notes.

বরজন—(গদ্যে—বর্জ্জন) পরিত্যাগ। বিকৃত—অন্যভাবপ্রাপ্ত। সুর-শিরে—দেবতার মস্তকে।

১৭। পাইয়ে শশীর সঙ্গ ইত্যাদি—

নিশা স্বভাবতঃ অন্ধকারময়ী এবং তস্কর-শ্বাপদাদিভয়সঙ্কুল হইলেও চন্দ্রের সম্পর্কে যেমন আনন্দদায়িনী হয়, বিষ সাধারণতঃ প্রাণনাশী হইলেও চিকিৎসকের হাতে যেমন প্রাণদায়ী হয়, এবং কীট স্বভাবতঃ ঘৃণার পাত্র হইলেও পুষ্পের সহিত থাকিয়া যেমন দেবতার শিরে স্থান পায়, সেইরূপ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

॥১॥ মাতৃদেবী।

মা আমার স্নেহময়ি করুণারূপিণি,
এ জগতে কোথা আছে তুলনা তোমার ?
স্নেহের মূরতিরূপে আছ গো জননি,
অনুপম স্নেহ তব অনন্ত অপার ॥ ১

"মা" কথা মধুর কিবা আরামদায়িনী !
রোগশয্যা'পরে কিংবা দূর পরবাসে,
উদ্দেশে "মা" বলে আমি ডাকিগো যখনি,
শান্তি-সমীরণ বহে অন্তর-আকাশে ॥ ২

হইলে পীড়িত এই ভঙ্গুর শরীর,
অনাহারে অনিদ্রায় শুশ্রূষায় রত
রয়েছ মা, ঝরিয়াছে কত অশ্রুনীর,
শ্রাবণের ধারাসম হায়, অবিরত ॥৩

মহাবীর কিংবা মহাবিজ্ঞ যদি হই,
ঐশ্বর্য্য সাম্রাজ্য আদি ভাগ্যে যদি ঘটে,
থাকিব, থাকিব আমি জানি স্নেহময়ি,
স্নেহের পুতুলসম তোমার নিকটে ॥৪

লোকমুখে শুনি মম সুযশের বাণী,
করতলে পাও যেন পূর্ণিমার চাঁদ ;
পশিলে শ্রবণে মম নিন্দা কিংবা গ্লানি,
শেলসম বিঁধে হৃদে, ঘটে পরমাদ ॥ ৫

এমন স্নেহের শোধ কেবা দিতে পারে ?
রত্নসিংহাসনে পদ করিয়ে স্থাপন,
দিবানিশি পূজি যদি শত উপচারে,
যোগ্য প্রতিদান সেও নহে কদাচন ॥ ৬

প্রেমময়ী বিশ্বমাতা জগত-জননী,
প্রতিনিধি তাঁর তুমি জগত মাঝারে,
নিঃস্বার্থ পবিত্র স্নেহে দিবস যামিনী,
তাঁর প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিতেছ আমারে ॥ ৭

তব স্নেহে পরিব্যক্ত করুণা তাঁহার,
গোষ্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ,
—জ্ঞানহীন অন্ধ আমি কি বলিব আর ?—
তেমতি তোমাতে মাগো তাঁহার প্রকাশ ॥ ৮

(আনন্দ ।)

প্রশ্ন—Questions.

1. Explain the last *two* stanzas of the poem.

2. Explain the samasas in :—অনুপম, শান্তি-সমীরণ, অনাহার, রত্নসিংহাসন, বিশ্বমাতা, অনন্ত, জ্ঞানহীন।

3. Comment on :—দিবানিশি ; অশ্রুনীর।

4. Write an essay on মাতৃভক্তি or মাতাপিতার প্রতি কর্ত্তব্য।

Notes.

(২) পরবাসে—(গদ্যে—প্রবাসে), বিদেশে।

(৩) ধারা—বৃষ্টি (a shower)। বিভিন্ন অর্থ : (ক) প্রবাহ (current) ; (খ) শ্রেণী (series) ; (গ) প্রণালী (method) ইত্যাদি।

(৮) পরিব্যক্ত—প্রকাশিত (clearly manifested) ; গোষ্পদ—গরুর ক্ষুর দ্বারা খনিত গর্ত্ত (the print of cow's foot ; a small cavity or reservoir like it). গরুর পদ (ষষ্ঠী তৎ)।

২ খল ও নিন্দক।

মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার।
উপকার বিনা সে না জানে অপকার॥
দেখহ কুঠার করে চন্দন ছেদন।
চন্দন সুবাস তা'রে করে বিতরণ॥ ১

কাক কা'রো করে নাই সম্পদ্ হরণ।
কোকিল করেনি কা'রে ধন বিতরণ॥
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে।
কোকিল অখিল-প্রিয় সুমধুর গানে॥ ২

গুণময় হইলেই মান সবঠাঁই।
গুণহীনে সমাদর কোনখানে নাই॥

শারী আর শুক পাখী অনেকেই রাখে।
যত্ন ক'রে কে কোথায় কাক পুষে থাকে ? ৩

অধমে রতন পেলে কি হইবে ফল ?
উপদেশে কখন কি সাধু হয় খল ?
ভাল, মন্দ, দোষ, গুণ, আধারেতে ধরে।
ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে গরল উগরে ॥ ৪

লবণ জলধি জল করিয়া ভক্ষণ।
জলধর করিতেছে সুধা বরষণ ?
সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া।
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া ॥

(গুপ্ত।)

প্রশ্ন—Questions.

১। শেষ ছয় পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা কর।

২। 'বাস'—এই কথাটীর কয় প্রকার অর্থ হইতে পারে ? বিনা, বীণা—এই দুইটী শব্দের পার্থক্য কি ?

৩। লিঙ্গ পরিবর্ত্তিত কর :—

কোকিল, শারী, গুরু, সত্যবতী, বিদ্বান্, সতী, অশ্ব, দাতা, শিষ্য, রাজা।

Notes.

১। সুবাস—সুগন্ধ। ২। অখিল—সকলের।

৩। গুণময়—গুণবান্। শুক—টিয়া। শারী—ময়না বা শালিক।

৪। আধারেতে—পাত্রভেদে। ভুজঙ্গ—সর্প। উগরে—উদ্গীরণ করে।

৫। জলধি—সমুদ্র। জলধর—মেঘ। সুযশ—সুখ্যাতি। কুযশ—অখ্যাতি। কুরব—অখ্যাতি। সুরব—সুখ্যাতি।

৩ অশ্রুজল।

ধবল মুক্তার হার কত শোভা ধরে?
মণির মোহন মালা কত শোভাকর?
চাহি না দেখিতে তাহা; নয়ন উপরে
দেখি রে অশ্রুর ফোঁটা অতি মনোহর। ১

বিগলিত অশ্রুমালা কি সুন্দর হার!
প্রকৃতির কমনীয় পবিত্র ভূষণে
সেই সাজে ধরা মাঝে, হৃদয় যাহার
সতত সরস, পূর্ণ কোমলতা-গুণে। ২

দয়ার পবিত্র চক্ষে ঝরে অশ্রুজল,
কাতর হৃদয় যাঁর পরের পীড়ায়;
দুঃখের মরুতে ইহা বারি সুশীতল;
এ হেন শান্তির ধারা কি আছে ধরায়। ৩

দুর্ভাগ্য-পীড়িত অতি দীন দুঃখী জনে,
এক বিন্দু অশ্রুজল করহ অর্পণ;
নাশিবে হৃদয়-ব্যথা; সহস্র কাঞ্চনে
যেরূপ না তোষে কভু ব্যথিতের মন। ৪

মরি কি কেমন দৃশ্য অতি মনোহর!—
পরদুঃখে করে নর অশ্রু বিসর্জ্জন;
হেরি যবে হেন দৃশ্য ধরার উপর,
নীরস সংসার হয় নন্দন-কানন। ৫

শোকের আবেগে যবে, স্মরি' গত জনে,
উথলে স্নেহের ভরে মানব-হৃদয় ;
পবিত্র কেমন ভাব জাগরিত মনে ;
দর দর ধারে অশ্রু দু'নয়নে বয়। ৬

কে বলে দুঃখের চিহ্ন নয়নের ধারা ?
মানব-হৃদয় হ্রদে পূত প্রবাহিণী.
শোকে তাপে নর-চিত্ত হয় যবে ভরা,
লভিতে অপূর্ব্ব শান্তি বহেরে আপনি। ৭

নয়নের জলে হয় শোকের তর্পণ ;
এ হেন পবিত্র বারি কোথা ধরাতলে ?
না হইবে তিরপিত গত বন্ধুজন,
নয়ন সলিলে যথা, পূত গঙ্গাজলে। ৮

রাখিতে স্মরণ তব বিগত আত্মায়,
কর শত আয়োজন, ধন বিতরণ ;
কিন্তু নাহি ভরে চিত্ত শান্তির সুধায়
শোক-অশ্রুজল যদি না কর অর্পণ। ৯

স্নেহের পবিত্র ভাব নয়নের জলে ;
জননীর চক্ষে ইহা বড় মধুময় !
অতীব পাষাণ চিত্ত, তাও যায় গলে'
মাতার নয়নে যদি স্নেহ-ধারা বয়। ১০

মধুর মধুর অশ্রু, কোমলতাময়!
যে হেরে সে তিরপিত অমৃত সিঞ্চনে।
মানব-হৃদয়ে যত খেলে ভাবচয়
বিগলিত নীরধারে ঝরে রে নয়নে। ১১

কে বলে দুর্ব্বল নর যে করে ক্রন্দন;
কে বলে তাহার হিয়া কঠিনতাময়;
বহিলে ভাবের স্রোত, অশ্রুর মোচন
তাহার নয়নে হয় যে ধরে হৃদয়। ১২

প্রশ্ন—Questions.

১। কবিতাটীর প্রত্যেক শ্লোকের ভাব নিজের কথায় লিখ বা বল।

২। 'ধারা,' 'ভাব' প্রত্যেকটীর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বল ও উদাহরণ দাও।

৩। প্রত্যেকটীর পর্য্যায় শব্দ বল :—নয়ন; দয়া; কাঞ্চন; জল; গঙ্গা।

৪। পার্থক্য দেখাও :—হার, হাড়; শোভা, সভা; ধরা, ধারা; দিন দীন; মন, মণ; ভরে, ভারে।

৫। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর ও সূত্র বল :—মনোহর, চিন্ময়, অন্বেষণ, উদ্ধত, নীরব, নয়ন, ভবন, পাবক, মহর্ষি।

Notes.

১। ধবল—শ্বেত। মোহন—সুন্দর। ২। কমনীয়—মনোহর। সরস—আর্দ্র। ৩। শান্তির ধারা—শান্তিপ্রদ প্রবাহ। ৪। কাঞ্চন—স্বর্ণ। ৫। নীরস—অশান্তিপূর্ণ। নন্দনকানন—স্বর্গস্থিত চিরবসন্তবিরাজিত দেবগণের বিহারোদ্যান। ৬। গত জনে—মৃত ব্যক্তিকে। ভরে—আবেশে। ৭। পূত—পবিত্র। প্রবাহিণী—নদী (-স্বরূপা)। ৮। তর্পণ—(তৃপ + অনট্) তৃপ্তিদ্বারা নিবারক। ১১। চয়—সমূহ। নীরধারে—অশ্রুপ্রবাহরূপে।

৪ চাতক পক্ষীর প্রতি।

১

কে তুমি রে বল পাখী, সোনার বরণ মাখি',
গগনে উধাও হ'য়ে, মেঘেতে মিশা'য়ে র'য়ে,
এত সুখে মধুমাখা সঙ্গীত শুনাও ?

২

বিহঙ্গ নহ ত তুমি ; তুচ্ছ করি মর্ত্ত্যভূমি
জ্বলন্ত অনলপ্রায়, উঠিয়া মেঘের গায়,
ছুটিয়া অম্বরপথে সুস্বর ছড়াও ?

৩

অরুণ-উদয়-কালে, সন্ধ্যার কিরণজালে,
দূর গগনেতে উঠি', গাও সুখে ছুটি, ছুটি,
সুখের তরঙ্গে যেন ভাসিয়া বেড়াও।

৪

আকাশের তারাসহ মধ্যাহ্নে লুকায়ে রহ,
কিন্তু শুনি উচ্চৈঃস্বরে শূন্যেতে সঙ্গীত ঝরে
আনন্দ-প্রবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও।

৫

পাতায় নিকুঞ্জ গাঁথা, গোলাপ অদৃশ্য যথা
সৌরভ লুকায়ে রয়, যখন পবন বয়,
সুগন্ধি উথলি উঠি বায়ুরে ক্ষেপায়।

৬

সেইরূপ তুমি পাখী, অদৃশ্য গগনে থাকি,
কর সুখে বরিষণ সুধাস্বর অনুক্ষণ
ভাসাইতে ভূমণ্ডল সুধার ধারায়।

৭

যত কিছু ভূমণ্ডলে সুন্দর মধুর বলে—
নবীন মেঘের জল, মুক্তামাখা তৃণদল,—
তোমার মধুর স্বরে হয় পরাজিত।

৮

পাখী কিংবা হও পরী, বল রে প্রকাশ করি,
কি সুখ-চিন্তায় তোর আনন্দে হয়েছে ভোর?
যে মধুর স্বরে হয় চিত তিরপিত।

৯

তোর এ আনন্দময় সুখ-উৎস কোথা রয়,
বন কিংবা মাঠ গিরি, গগন, হিল্লোল হেরি—
কারে ভালবেসে এত ভুল সমুদয়?

১০

গগনবিহারী পাখী জগতে নাহি রে দেখি
গীতবাদ্য মধুস্বর হেন কিছু মনোহর
তুলনা হইতে পারে তোমার যাহায়।

১১

যে আনন্দে আছ ভোর আমারে তিলেক ওর
পাখী তুমি কর দান ; তা হ'লে উন্মত্ত প্রাণ
কবিতা-তরঙ্গে ঢালি দেখাই ধরায়।

(হেম।)

প্রশ্ন—Questions.

১। কবি চাতকপাখীর প্রতি কি বলিতেছেন ?

২। অর্থ লিখ :—(ক) দ্বিতীয় শ্লোকটীর ; (খ) কবিতা-তরঙ্গ ; সুখ-উৎস ; সুধাস্বর ; পাতায় নিকুঞ্জ গাঁথা ; আনন্দ-প্রবাহ।

৩। তারা, বেলা, তিল—প্রত্যেকটীর ভিন্ন ভিন্ন উদাহরণ দাও।

৪। শুদ্ধ করিয়া লিখ :—যিনি নিচ লোককে কোটুক্তি করেন তিনি অপমান হইবার ভয় রাখেন না। রামের বাহ্যীক সুন্দরতা নাই বটে, কিন্তু তিনি সৌজন্যতা গুণে ভূষিত। সেই স্থানে চারী জন বালক ছিল, তন্মধ্যে এক জনে অতি শৈশব।

Notes.

১। উধাও—বিভোর, ভাবনাহীন।
২। অম্বর—আকাশ।
৩। অরুণ—প্রভাতকালীন সূর্য্য।
৬। অনুক্ষণ—সর্ব্বদা।
৭। মুক্তামাখা—শিশিরসিক্ত।
৮। পরী—দেবকন্যা (fairy).

৩। জালে—সমূহে। ৯। সুখ-উৎস—সুখের প্রস্রবণ (মহীতং)।

৫। নিকুঞ্জ – লতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত নিভৃত স্থান।

হিল্লোল—সমুদ্রতরঙ্গ। ১১। তিলেক—কিঞ্চিৎমাত্র।

৪। আকাশের তারাসহ…রহ—মধ্যাহ্নে রৌদ্রের উত্তাপে যেমন তারা গুলিকে দেখা যায় না, তদ্রূপ চাতকপক্ষীকেও দেখা যায় না।

৭। মুক্তামাখা—শ্বেতবর্ণ মুক্তাফলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুযুক্ত অথবা শিশিরবিন্দুযুক্ত। ১০। বিহারী—বিচরণকারী।

৫ ভগীরথের গৃহে প্রত্যাগমন।

জলনিধি জানিয়া গঙ্গার আগমন।
সত্বর আসিয়া করে দেবী-সম্ভাষণ॥
অনেক সঞ্চিত পুণ্য ছিল যে আমার।
সেই ফলে দরশন হইল তোমার॥
দয়াময়ি, দয়া করি আইস মম বাস।
পবিত্র করহ দাসে এই অভিলাষ॥
সাগরের অনুরাগ দেখিয়া তখন।
সিন্ধুরে বাড়া'তে দেবীর হৈল মিলন॥
কাম্য-তীর্থ সাগর-সঙ্গম সেই স্থান।
স্নান-দান-মরণেতে বিষ্ণুপদে স্থান॥
গঙ্গা ক'ন, "ভগীরথ, আর কিবা চাও।
পিতৃলোক উদ্ধারিলে, রাজ্যে ফিরি' যাও॥
রাজ্যরক্ষা কর বাছা, যাহ মা'র কাছে।
তোমার জননী পথ নিরখিয়া আছে?

মাতৃ-সেবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সংসার ভিতর।
মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর গিয়া তাঁর॥
পুত্রবৎ দেখিবে বৎস, যত প্রজাগণ।
দুষ্টে করিবে দমন শিষ্টের পালন॥
জ্ঞানবান্ তুমি অতি কহিব কি আর?
অগোচর ত্রিভুবনে কি আছে তোমার?"
ভগীরথ বলে, "পাদপদ্মে দেহ স্থান।
সুধা ত্যজি' বল মা করিতে বিষপান॥"
গঙ্গা ক'ন, "শুন ইচ্ছা হয়েছে আমার।
ঐহিক সম্পদ্ ভোগ কর একবার॥
মাতৃ-আজ্ঞা অন্যথা করিতে না পারিলা।
চক্ষে পড়ে জল, রাজা প্রণাম করিলা॥
বিদায় লইয়া রাজা করিলা গমন।
সুখদা দিলেন সঙ্গে নানা রত্ন-ধন॥
আরোহেন রথে, অশ্ব বায়ুবেগে যায়।
ভগীরথ উপনীত হৈল অযোধ্যায়॥

(গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী।)

প্রশ্ন—Questions.

1. Give a *Pauranic* account about the rising of the Ganges.

2. Explain :—'সুধা ত্যজি বল মা করিতে বিষপান

3. Derive :—পুণ্য, অনুরাগ, দুষ্ট, ঐহিক, সুখদা।

4. Make the following sentences shorter in form :—

(a) এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে অনেক খরচ পড়িবে।

(b) এই ঔষধালয়ে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

(c) যাহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, তাহারা পাপপুণ্য মানে না।

(d) তাঁহার বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর তখন তিনি গৃহত্যাগ করেন।

5. Write a short essay on one of the following :—

(ক) গঙ্গা। (খ) ব্রহ্মপুত্র। (গ) সাগর-সঙ্গম।

Notes.

ভগীরথ—সূর্য্যবংশীয় নৃপ, দিলীপ রাজার পুত্র। কপিলশাপে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারার্থ ইনি গোকর্ণতীর্থে বহুবৎসর উগ্র তপস্যা করেন; এবং তপস্যায় তুষ্ট করিয়া গঙ্গাদেবীকে ভূমণ্ডলে আনয়নপূর্ব্বক সগরবংশের উদ্ধার সাধন করেন। ইহাঁর নামানুসারে গঙ্গার আর এক নাম—ভাগীরথী।

১। জলনিধি—সমুদ্র (the ocean). ৭। অনুরাগ—আসক্তি, আনন্দ (devotion, delight). ৯। কাম্যতীর্থ—অভিলাষপূরক পুণ্যক্ষেত্র। ২২। সুধা ত্যজি…বিষপান—পরমাত্মবিষয় ভুলিয়া ঐহিক বিষয়ে লিপ্ত হইতে বলিতেছেন। ২৮। সুখদা—গঙ্গা (সুখদ+আপ্)।

॥৬॥ চিন্তা।

শীতল বাতাস বয়, জলের কল্লোল,
রাঙা রবি ছবি ল'য়ে খেলায় হিল্লোল।
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে, পাখী করে গান,
লোহিত বরণ ভানু অস্তাচলে যান। ১

হেরিয়া ভবের শোভা জুড়ায় নয়ন,
শীতল শরীর সেবি' মলয় পবন।
হেন সন্ধ্যাকালে যুবা পুরুষ নবীন,
ভ্রময়ে নদীর কূলে একা একদিন। ২

ললাটের আয়তন, সুচারু বরণ,
লোচনের আভা, তার মুখের কিরণ,
দেখিলে মানুষ বলি' মনে নাহি লয়,
সুরপুরবাসী বলি মনে ভ্রম হয়। ৩

শাপেতে পড়িয়া যেন ধরায় ভিতরে,
পূর্ব্বকথা আলোচনা করি'ছে কাতরে।
একদৃষ্টে এক দিকে রহি' কতক্ষণ,
কহিতে লাগিল যুবা প্রকাশি' তখন। ৪

"দেবের অসাধ্য রোগ চিন্তার বিকার,
প্রতিকার নাহি তার বুঝিলাম সার।
নহিলে এখনো কেন অন্তর আমার,
ব্যথিত হতেছে এত দহনে তাহার। ৫

চারিদিকে এই সব জগতের শোভা,
কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা।
এই যে অলক্তরক্ত ভানুর মণ্ডল,
অই সব মেঘ যেন জ্বলন্ত অনল। ৬

এই শ্যাম দূর্ব্বাদল, এই নদী-জল,
মণ্ডিত লোহিত-রবি-কিরণে সকল।
মনের আনন্দে ওই পাখী করে গান,
জানায় জগত-জনে রবি অস্ত যান। ৭

উদ্ধপুচ্ছ গাভী ওই, পাইয়া গোধূলি,
ধাইতেছে ঘরমুখে উড়াইয়া ধূলি।
কৃষক, রাখাল, আর গৃহী যত জন,
সেবিয়া শীতল বায়ু পুলকিত মন। ৮

পৃথিবীর যত জীব প্রফুল্ল সকল,
অভাগা মানব আমি অসুখী কেবল।
ত্যজি' গৃহ-কারাগার এনু নদীতটে,
দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে। ৯

ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায়,
চিন্তার বিষের দাহ নিবারিবে তায়।
চিন্তা-বিষে মন যার জরে একবার,
নিরুপায় সেই জন, বুঝিলাম সার। ১০

(হেম।)

প্রশ্ন—Questions.

1. Give the synonyms of :—জল, পাখী, নদী, অনল, রবি।
2. Use the following words :—

কল্লোল ; হিল্লোল ; নবীন ; প্রবীণ ; নূতন।

3. Derive :—জগৎ, মানব, গৃহী।

4. Write an essay on 'সায়ংকাল' বা 'চিন্তা'।

5. Last two lines—Explain *why ?*

Notes.

১। কল্লোল—তরঙ্গ (a billow), হিল্লোল—তরঙ্গ (a wave). ২। ভবের —(এখানে) প্রকৃতির। মলয় পবন—ভারতের দক্ষিণস্থ মলয়পর্ব্বত হইতে আগত বায়ু। ভ্রমরে—পদ্যে ব্যবহৃত, গদ্যে ভ্রমণ করে বা করিতেছিল। ৩। সুরপুর—স্বর্গ (the abode of the gods, heaven). ৫। দহনে—করণ কারক। অন্য উদাহরণ—'আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে' ইত্যাদি। ৬। অলক্তরক্ত—অলক্তের ন্যায় রক্তবর্ণ। অলক্ত—আল্‌তা (lac-dye) ৮। উদ্ধপুচ্ছ—মাঠ হইতে গৃহে ফিরিবার সময় গাভীগণ আনন্দে পুচ্ছ উত্তোলিত করিয়া ধাবিত হয়। ১০। ঝরে—আচ্ছন্ন করে। ৯-১০। এনু, ভাবিনু—(প্রাদেশিক শব্দ আসিলাম, ভাবিলাম।

৭ চৈতন্যের সন্ন্যাস।

আজ শচীমাতা কেন চমকিলে,
ঘুমা'তে ঘুমা'তে উঠিয়া বসিলে?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে 'নিমু' 'নিমু' ব'লে,
দ্বার খুলি' মাতা কেন বাহিরিলে? ১

"বউমা! বউমা! ঘুমা'য়ো না আর
উঠ অভাগিনী! দেখ একবার;

প্রাণের নিমাই   বুঝি ঘরে নাই ;
বুঝি বা পালা'ল   করি' অন্ধকার !" ২

তাই বটে, হায় !   বধূ একাকিনী
রয়েছে নিদ্রিতা   সরলা কামিনী ;
"শূন্য পড়ি ঘর,   কোথা প্রাণেশ্বর !
গেছে গেছে করে"   উঠে বিনোদিনী ! ৩

"সে কি বল বউ !   ওমা সে কি কথা !
হা মোর নিমাই,   পলাইল কোথা !"
পাগলিনী-প্রায়,   দ্বারে গিয়ে হায়,
নাম ধরে কত   ডাকিলেন মাতা ! ৪

ডাকেন জননী   নিমাই ! নিমাই !
প্রতিধ্বনি বলে,   নাই, নাই, নাই ।
ডাকিছেন যত,   শোক-সিন্ধু তত
উথলিয়া উঠে ;   কোথারে নিমাই ! ৫

গভীর নিশীথে   দূর গ্রামান্তরে,
সেই প্রতিধ্বনি,   যাই যাই করে ;
ডাকেন জননী   আসে গুণমণি,
ডাকেন উৎসাহে   হরিষ অন্তরে । ৬

শচীমাতা কাঁদে,   ঘর ফেটে যায় ;
বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারে   পুতলীর প্রায়

দাঁড়ায়ে ললনা, বিষণ্ণবদনা,
বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে পায় ! ৭

বধূ নিজ মুখ মুছিছে অঞ্চলে,
আর হস্তে ঠেলে, মাগো মাগো বলে ;
শোকের সাগরে দুটি নারী মরে ;
উঠে প্রতিবাসী উঠ গো সকলে ! ৮

রজনী পোহা'ল, দিক্ প্রকাশিল ;
শচীর ক্রন্দন গগনে উঠিল ;
উঠি' প্রতিবাসী ত্বরা করি আসি
"কি হইল" বলি দ্বারেতে ডাকিল। ৯

ঘরে আসি' দেখে সে ঘর আঁধার !
সে প্রসন্ন মুখ সেথা নাহি আর
শিরে কর দিয়ে পড়িল বসিয়ে !
"হায় কি হইল !" মুখেতে সবার। ১০

এদিকেতে গোরা নিজবেগে ধায়,
কেশব ভারতী আছেন যথায় ;
হরি-গুণগান করি' পথে যান,
প্রেমের সাগর উথলিয়া যায়। ১১

'নিশিতে' ডাকিলে লোকে ধায় যথা,
নিজ মনে গোরা চলিয়াছে তথা ;

পাপীর ক্রন্দন　　　করি’ছে শ্রবণ
আর বার ভাবে　　　জননীর কথা । ১২

বলেন সঘনে,　　　“কোথা দয়াময় !
রহিল জননী,　　　ক’রো যাহা হয় ।
আমি দ্বারে দ্বারে　　　ঘুরিব তোমারে
এ দেহে জীবন　　　যত কাল রয় । ১৩

নির্ম্মল-প্রকৃতি　　　সরলা যুবতী
ঘরে আছে জায়া　　　পতিব্রতা সতী ;
তারে দয়া করি’　　　তবে দেখো হরি !
ক’রো ক’রো নাথ !　　　তাহার সদ্গতি ।

প্রিয় নবদ্বীপ !　　　প্রিয় ভাগীরথি !
ছেড়ে যাই আমি　　　দাও অনুমতি ।
হরি-সংকীর্ত্তনে　　　তোমা দুই জনে
জুড়ায়েছি আমি　　　যেমন শকতি !

প্রিয় হরি-নাম　　　ঘুষিব বিদেশে,
দ্বারে দ্বারে যাব　　　ভিখারীর বেশে,
নিজে পায়ে ধরি’　　　ভজাইব হরি,
হরি নামে পাপী　　　শান্তি পাবে শেষে !” ১৬

(শিবনাথ ।

প্রশ্ন—Questions.

১। শচীদেবী নিশীথকালে চৈতন্যদেবের সন্ধান লইয়াছিলেন কেন? কেশব ভারতী সম্বন্ধে কি জান লিখ। চৈতন্যদেব আর কি কি নামে পরিচিত?

২। 'নিশিতে' ডাকিলে লোকে ধায় যথা,—এখানে "নিশিতে" শব্দের অর্থ কি স্পষ্ট করিয়া লিখ।

৩। লিঙ্গ পরিবর্ত্তন কর:—ঈদৃশ, মাতা, ঈশ্বর, প্রিয়া, নারী, প্রতিবাসী।

৪। নিম্নলিখিত কোন একটী বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখ:—

(ক) চৈতন্যদেব। (খ) মহম্মদ। (গ) কোনও সাধুব্যক্তির বিষয় যাহা তুমি জান। (ঘ) নবদ্বীপ অথবা নিজের পরিচিত কোন স্থানের বিষয়।

Notes.

(১) নবদ্বীপবাসী জগন্নাথ মিশ্রের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বরূপ, কনিষ্ঠের নাম চৈতন্য। বিশ্বরূপ পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন। তদবধি পাছে চৈতন্যও তাঁহার জ্যেষ্ঠের পথাবলম্বী হন, এই আশঙ্কায় তাঁহার মাতা শচীদেবী সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকিতেন।

চৈতন্যের অনেকগুলি নাম ছিল। যথা:—(ক) নিমাই; (খ) বিশ্বম্ভর; (গ) গৌরাঙ্গ বা গোরা; (ঘ) চৈতন্য। জন্ম ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ. তিরোধান ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ।

(৭) বিষ্ণুপ্রিয়া—চৈতন্যের পত্নীর নাম। (প্রথমে বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীর সহিত চৈতন্যের বিবাহ হয়। কিছুদিন পরে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হইলে, বিষ্ণুপ্রিয়ানাম্নী একটি সুশীলা কন্যার সহিত বিবাহ হয়।)।

(১১) কেশব ভারতী—বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কাটোয়া মহকুমায় তাঁহার আবাস ছিল ইনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও এইস্থানে অবস্থিতি

করেন। চৈতন্যদেব কাটোয়া গমন করিয়া ইহাঁর নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

(১২) নিশিতে—স্বপ্নের অবস্থান্তর মাত্র। গভীর রাত্রিতে পরিচিত ব্যক্তি বা বন্ধু আসিয়া কার্য্যোপলক্ষে ডাকিতেছেন, নিদ্রিত ব্যক্তি এইরূপ মনে করিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া একমনে তাহার অনুসরণ করে। আগে আগে সেই পরিচিত ব্যক্তি যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। অনেকে ইহা উপদেবতা বিশেষের কার্য্য বলিয়া থাকেন।

৮। বিজনে মল্লিকা।

১

কে তুমি রে শাদা ফুল বিজন গহনে,
আপনার মনে দোল প্রফুল্ল আননে,
কুতূহলে পরিমলে, বিতরি' বনজ দলে,
কানন সৌরভপূর্ণ কর সযতনে ;
কে বা করে সমাদর, গন্ধপূর্ণ নিরন্তর,
বনে ফুটে বনফুল বনে নিপতন,
যতনের ধনে কেহ না করে যতন।

মলয় মারুত কিবা মৃদুমন্দ বহে,
মাখিয়া পরাগ অঙ্গে গন্ধভার ল'য়ে,

সুদূরে বা সন্নিকটে, শুদ্ধচিত্তে অকপটে,
তোমার গৌরব যত প্রশান্ত-হৃদয়ে,
ভক্তিভরে সমাদরে, জানাইছে চরাচরে,
আনন্দে বিভোর চিত্ত প্রফুল্ল বয়ান,
গুণী বিনা কে জানিবে গুণীর সম্মান।

৩

গুঞ্জরি' ভ্রমর পাঁতি মধুর নিক্কণে
অস্পষ্ট অমিয়মাখা সতত শিঞ্জনে,
তব গুণগান যত, করিতেছে অবিরত,
শ্রবণ-বিবরে সদা সুধা বরিষণে ;
সদা রত সাধুচিত, হয়ে কিবা আনন্দিত,
গুণিগণ গুণগ্রাম করিতে কীর্ত্তন,
তাই কি করিছে অলি সদা গুঞ্জরণ ?

৪

কুসুমে সুষমারাশি হেরিয়া নয়নে,
আঘ্রাত সৌরভে মাতি হেন লয় মনে,
কেমনে বা এ সদন, বিজন গহন বন,
সফল হইল তব প্রীতি-সম্পাদনে ;
বিজন বিপিন ত্যজি' ত্যজি' এই তরুরাজি,
কুসুম-কাননে তুমি কর হে গমন,
তুমি যে রতন তব সেই নিকেতন ;

কহিল সরল ফুল বিনয় বচনে,
বরষিল সুধা যেন শ্রবণে শ্রবণে,
"যাব না দশের মাঝ, হিংসাপূর্ণ সে সমাজ,
সরলতা উদারতা-শূন্য লয় মনে,
মহেশের কীর্ত্তিরাশি, সুধামাখা প্রীতি হাসি,
এ বিজন বিপিনেতে করিব প্রচার,
যে শক্তি পেয়েছি তার এই সদাচার!"

(প্রিয়দর্শন)।

প্রশ্ন—Questions.

১। কবি মল্লিকাকে অরণ্য ত্যাগ করিয়া উদ্যানে যাইতে বলিলেন কেন মল্লিকা তাহাতে অস্বীকৃত হইল কেন?

2. Derive :—বনজ, ভক্তি, গুণী, সম্পাদন।

3. Give the different meanings of :—গ্রাম, গুণ।

4. 'হিংসাপূর্ণ'—কোন্ সমাস? 'মহেশের কীর্ত্তিরাশি'—ইহার অর্থ কি?

5. 'পুষ্প' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ রচনা কর।

6. তৃতীয় শ্লোকটীর ব্যাখ্যা কর।

Notes.

(২) মলয়—পশ্চিমঘাট পর্ব্বত (the Western Ghats in the Malabar Coast)। পরাগ—রেণু (the pollen of a flower).

(৩) নিক্বণ—a musical note or sound. শিঞ্জন—the tingling as of anklets

(৫) মহেশ—the great god ; an epithet of Siva. মলয়মারুত—বসন্তকালীন বায়ু, দক্ষিণে বাতাস (a fragrant breeze from the south). মলয় হইতে আগত যে মারুত (মধ্যপদ কর্ম্মধা)।

৯ বায়ু ।

১

জন্ম মম সূর্য্য-তেজে, আকাশ-মণ্ডলে।
যথা ডাকে মেঘরাশি হাসিয়া বিকট হাসি,
বিজলি উজলে।
কেবা মম সম বলে,
হুহুঙ্কার করি যবে, নামি' রণস্থলে।
কানন ফেলি উপাড়ি,
গুঁড়াইয়া ফেলি বাড়ী,
হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পাড়ি
অটল অচলে,
হাহাকার শব্দ তুলি এ সুখ অবনীতলে।

২

পর্ব্বত-শিখরে নাচি, বিষম তরসে
মাতিয়া মেঘের সনে, পিঠে করি' বহি ঘনে
সে ঘন বরষে।
হাসে দামিনী সে রসে !
মহাশব্দে ক্রীড়া করি, সাগর উরসে॥

মথিয়া অনন্ত জলে,
সফেন তরঙ্গ দলে,
ভাঙ্গি' তুলে নভস্তলে,
ব্যাপি দিগ্ দেশে,
শীকরে আঁধারি জগৎ, ভাসাই দেশ অলসে।

৩

জীবকণ্ঠে যাই আসি, আমি কণ্ঠস্বর!
আমি বাক্য, ভাষা আমি, সাহিত্য-বিজ্ঞান-স্বামী,
মহীর ভিতর।
সিংহের কণ্ঠেতে আমিই হুঙ্কার,
ঋষির কণ্ঠেতে আমিই ওঙ্কার
গায়ক-কণ্ঠেতে আমিই ঝঙ্কার,
বিশ্বমনোহর।
আমি রাগিণী, আমি ছয় রাগ,
জননীর মুখে আমিই সোহাগ,
বালকের বাণী অমৃতের ভাগ,
মম রূপান্তর।
গুন্ গুন্ রবে ভ্রময়ে ভ্রমর,
কোকিল কুহরে বৃক্ষের উপর,
কলহংস নাদে সরসী ভিতর,
আমারি কিঙ্কর।
আমি হাসি আমি কান্না, স্বররূপে শাসি নর।

৪

কে বাঁচিত এ সংসারে, আমার বিহনে ?
আমি না থাকিলে ভুবনে ?
আমিই জীবের প্রাণ, দেহে করি অধিষ্ঠান,
নিশ্বাস বহনে।
উড়াই খগে গগনে।
দেশে দেশে লয়ে যাই, বহি' যত ঘনে।
আনিয়া সাগর-নীরে,
ঢালে তা'রা গিরিশিরে,
সিক্ত করি পৃথিবীরে,
বেড়ায় গগনে।
মম সম দোষে গুণে, দেখেছ কি কোন জনে ?

(বঙ্কিমচন্দ্র।)

প্রশ্ন—Questions.

১। সূর্য্য ; মেঘ ; বাড়ী ; পর্ব্বত ; পৃথিবী ; সিংহ ; জননী ; কোকিল :--ইহাদের প্রত্যেকটীর পর্য্যায় শব্দ (synonyms) বল।

২। সূর্য্য, জগৎ, বিজ্ঞান, স্বামী, গায়ক, খগ, সিক্ত, দোষ—প্রত্যেকটি কিরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে বল।

৩। ব্যাখ্যা কর :—(ক) শীকরে আঁধারি জগৎ...অলসে। (খ) সাহিত্যবিজ্ঞান...ভিতর। (গ) কলহংসনাদে...আমারি কিঙ্কর।

৪। বায়ু বা জল--সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখ।

Notes.

(১) বিকট—ভয়াবহ। বিজলী—বিদ্যুৎ। উপাড়ি—উৎপাটন করিয়া। অটল—নিষ্কম্প। অচল—পর্ব্বত। (২) শিখরে—চূড়ায়। ঘন—মেঘ। দামিনী—বিদ্যুৎ। উরসে—বক্ষে। নভস্তলে—আকাশে। শীকর—জলবিন্দু। (৩) মহী—পৃথিবী। হুঙ্কার—গর্জ্জন। ওঙ্কার—বেদপাঠের আদিতে পাঠ্য মন্ত্রবিশেষ। ঝঙ্কার—ধ্বনি। কলহংস—জলচর হংসবিশেষ (বালিহাঁস)। নাদে—শব্দ করে। সরসী—সরোবর। (৪) খগ—পক্ষী।

---

১০ পরিচ্ছদের গর্ব্ব।

হে ধনিন্! বৃথা তুমি হ'তেছ গর্ব্বিত,
বহুমূল্য পরিচ্ছদে হইয়া সজ্জিত!
বসন-ভূষণে হ'য়ে শোভিত সুন্দর,
অভিমান কর যদি, ওহে ধনেশ্বর,
তা হ'লে ওই যে শিখী (২) করিছে নর্ত্তন
প্রসারিয়া পুচ্ছ,—কর কর বিলোকন—
কেমন বিচিত্র উহা! তব পরিচ্ছদ
ওর কাছে নহে কিছু শোভার আস্পদ।
প্রজাপতি আদি কত শত পতঙ্গম,
তোমা হ'তে পরিচ্ছদ পরে মনোরম,
বিশ্বশিল্পি-বিরচিত,—হেন সাধ্য কার,
অবনীতে পরিচ্ছদ গড়ে এ প্রকার?

(১) বসন—বস্ত্র। (২) শিখী—ময়ূর।

সজ্জিত হইয়া তুমি সামান্য সজ্জায়,
অহঙ্কার কর বৃথা, শোভা নাহি পায়।
মহামূল্য পরিচ্ছদ, রতন-ভূষণ,
নরের মহত্ত্ব নারে করিতে বৰ্দ্ধন।
জ্ঞান-পরিচ্ছদ আর ধৰ্ম্ম-অলঙ্কার,
করে মাত্র মানুষের মহত্ত্ব বিস্তার।

(হরিশ্চন্দ্র।)

প্রশ্ন—Questions.

১। শেষ চারি পঙ্‌ক্তি অবলম্বন করিয়া দুইটী অনুচ্ছেদ (paragraph) রচনা কর।

২। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—ধনেশ্বর, বিশ্বশিল্পি-বিরচিত, মহামূল্য, রতন-ভূষণ, ধৰ্ম্ম-অলঙ্কার।

৩। যদি কোন পদ অশুদ্ধ থাকে, শুদ্ধ করিয়া লিখ :—দশণ, ত্রিণেত্র, অশ্বাথ, অভিসেক, পিতৃশ্বসা, অন্বেষন, অভিলাস, নেমন্তন্নো, শুরু, বগড়ি, সৃষ্টি

৪। 'অহঙ্কারের অপকারিতা'—এই বিষয়ে সংক্ষেপে একটী প্রবন্ধ লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়।

১ সর্ব্ববাদি-সম্মত স্তোত্র।

১

সকলের পিতা তুমি, তুমি সর্ব্বময়,
সর্ব্বদেশে পূজ্য তুমি সকল সময় ;
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কিংবা সাধু সদাশয়,
কেহ বা জিহোবা, জোভ, কেহ প্রভু কয়।

২

অনাদি কারণ তুমি, জ্ঞানের অতীত,
রেখেছ আমার বোধ ক'রে আচ্ছাদিত ;
এইমাত্র জানি আমি, তুমি শিবময়,
স্বভাবতঃ অন্ধ আমি, নাহি জ্ঞানোদয়।

৩

ধর্ম্মেতে যে করে সাধু কর্ম্মের বিধান,
যে কর্ম্ম করিতে সদা করে সাবধান,
সেই সাধু কর্ম্ম প্রতি মন যেন যায়,
কুকর্ম্মেতে ঘৃণা হৌক নরকের প্রায়।

৪

অপার কৃপার গুণে যা' দিয়াছ প্রভু,
অসন্তোষ তা'তে যেন নাহি হয় কভু ;
তখন মানব রাখে বিধাতার মান,
যখন সুখেতে ভুঞ্জে বিভুদত্ত দান।

৫

হেন নাহি ভাবি যেন তোমার কৌশল
ক্ষুদ্র এই ধরাধামে রয়েছে কেবল ;
মানুষের শুধু তুমি না করি বিচার,
যে হেতু সহস্র বিশ্ব চৌদিকে তোমার ।

৬

যেন এই অবিবেকী অজ্ঞানের হাত
পাপী বোধে কা'রে নাহি করে দণ্ডাঘাত ;
মনেও না কভু যেন মন্দ করি কা'র,
পর-উপকার-দীক্ষা হউক আমার।

৭

কর শুভাশীষ নাথ যেন অনুক্ষণ,
ন্যায়-পথে, পুণ্যপথে, করি বিচরণ ;
ভ্রান্ত হয়ে, ভ্রমে যদি ভ্রমি ভ্রমপথ ;
সুপথ দেখায়ে কর' পূর্ণ মনোরথ।

৮

তাহে যেন নাহি করি মিছা অহঙ্কার,
যতেক কৃপায় তব কল্যাণ আমার ;
আর অসন্তোষ যেন তাহে নাহি হয়,
না দিয়াছ মোরে যাহা, ওহে দয়াময়।

৯

পর-দুঃখে দুখী হ'তে কর উপদেশ,
ঢাকিতে পরের দোষ করহ আদেশ ;
সদা যেন সেই দয়া পরেরে দেখাই
দয়াময় সেই দয়া চাই তব ঠাঁই।

১০

নীচ যদি আমি ফলে নহি নীচ জীব ;
যে হেতু কৃপায় তব রয়েছি সজীব।
আমারে চালাও নাথ আপন অধীনে,
বাঁচি কিংবা মরি আমি অন্ধকার দিনে।

১১

সমুদয় স্থল হয় তোমার ভবন,
ধরা-সিন্ধু-শূন্য তব পবিত্র আসন ;
করুক একত্রে এরা তব গুণগান,
রাখুক্ সকলে মিলে তোমার সম্মান।

প্রশ্ন—Questions.

১। Derive :—পিতা, সর্ব্বময়, পূজ্য প্রভু, মানব, ভবন, পবিত্র।

২। শুদ্ধ করিয়া লিখ :—তাঁহার গ্যানের বিক্রিতি ঘটিল। পার্শ্বস্থ সুশ্রূশাকারীগণ নীরাশা হইলেন। ক্রমে চক্ষুদ্বয় নিমিলিত হইল। তিনি সর্গে গমন করিলেন।

৩। 'গ্রীষ্মকাল' বা 'ঈশ্বরভক্তি' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখ।

৪। প্রথম ও দশম—এই দুইটী শ্লোকের ব্যাখ্যা কর।

Notes.

(১) জিহোবা—ইহুদীয়গণের ভাষায় পরমেশ্বর (হিব্রু)। জোভ্—রোমানদিগের প্রধান দেবতা, জুপিটর্। (২) শিবময়—মঙ্গলময়। (৪) বিভুদত্ত—ঈশ্বরদত্ত। (৭) শুভাশীষ—মঙ্গলাশীর্ব্বাদ।

(১০) নীচ যদি...সজীব—আমি জাতি বা বংশাদির দ্বারা হীন বলিয়া কথিত হইলেও বস্তুতঃ হীন নহি, কারণ যে তোমার করুণালাভে বঞ্চিত নহে সে কি করিয়া নীচ হইবে, সে ত ভাগ্যবান্।

২ চন্দ্র।

দিবা অবসানে, শশধর শ্বেতকায়
আলো দিতে অবনীতে অনাদি-আজ্ঞায়
উদয় হইল ওই গগন উপর ;
কৌমুদী শীতল শ্বেত ধরা-কলেবর
আচ্ছাদিল মনোহর, জুড়াল নয়ন ;
মনঃসুখে করি চাঁদ তোমায় বরণ। ১

দূর হেতু তব অঙ্গ ক্ষুদ্র দেখা যায়,
রজতের থাল যেন আকাশের গায়,
বস্তুতঃ অনেক বড় তুমি নিশাকর,
বিরাজে তোমাতে কত অটবী ভূধর,
সাগর, তটিনী, জীব-জন্তু অগণন,
বলিতে পারি না কিন্তু স্বভাব কেমন। ২

পর-উপকার হেতু ওহে হিমকর,
রবির নিকটে লও আলোক সুন্দর,
তারপর কর দান চন্দ্রিকা ভুবনে,
সতের স্বভাব দয়া জানে সর্ব্বজনে,
দিবাকর-কর পড়ি' তব কলেবরে,
প্রতিজ্যোতিঃ হ'য়ে আসে পৃথিবী উপরে ;
মুকুরে মিহির-কর পড়িয়ে যেমন
ঘরের ভিতরে হয় ভানুর কিরণ। ৩

কি শোভা তোমার শশী আকাশ উপরে,
শ্বেতপদ্ম ভাসে যেন নীল সরোবরে ;
ধরিতে তোমায় ইন্দু, সিন্ধু ভয়ঙ্কর
উথলিয়া উচ্চ করে স্বীয় কলেবর :
তাহাতে জোয়ার বান নদীমধ্যে হয়,
তীরবেগে চলে' যায় তরণীনিচয়। ৪

(দীনবন্ধু)

প্রশ্ন—Questions.

১। ব্যাখ্যা কর :—(১) মুকুরে মিহির-কর·ভানুর কিরণ ; (২) ধরিতে তোমায় ইন্দু...স্বীয় কলেবর।

২। 'পূর্ণিমা নিশি' বা 'চন্দ্র'—সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখ।

৩। সপ্তর্ষি, নীরব, দিগ্বিজয়, নভোমণ্ডল—ইহাদের সন্ধি-বিশ্লেষ কর।

Notes.

১। অনাদি—আদি শূন্য অর্থাৎ ঈশ্বর। কৌমুদী—জ্যোৎস্না।

২। রজত—রূপা। অটবী—বন। ভূধর—পর্ব্বত (a mountain) তটিনী—নদী।

৩। পর-উপকার হেতু ইত্যাদি—অনেক তরুলতা কেবলমাত্র চন্দ্রকিরণ প্রাপ্ত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। এতদ্ভিন্ন জীবজন্তুগণও চন্দ্রকিরণ লাভ করিয়া যথেষ্ট শান্তি লাভ করে।

রবির নিকটে লও etc.—চন্দ্রের নিজের কোন কিরণ নাই। সূর্য্যের কিরণ উহাতে পতিত হইয়া প্রতিফলিত হয়। ঐ প্রতিফলিত কিরণকেই আমরা চন্দ্রকিরণ বলি।

মুকুর—দর্পণ (a looking glass). মিহির—সূর্য্য (the sun)

৪। উথলিয়া উচ্চ করে—পণ্ডিতগণ চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণকেই জোয়ার ভাটার কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

৩ সূর্য্যরশ্মি।

উষার উদয়াচলে উদিত হইয়া,
সমুদায় দিবাভাগ গগনে ভ্রমিয়া
প্রদোষে দিনেশ অস্ত পশ্চিম পর্ব্বতে ;
সুদূর অম্বরপথে করি' পর্য্যটন,
পরিতৃপ্ত নাহি হয় তাঁহার কিরণ,
যদি নাহি কা'রো হিত করে কোনমতে। ১

সাজায় প্রভাতে তাই সুনীল গগনে,
শ্বেত পীত লোহিতাদি বিবিধ বরণে,
যেখানে যেরূপ দিলে সুন্দর দেখায়,
শিখরের শ্যাম অঙ্গ শ্যামতরুবর,
শ্যাম তৃণ, শ্যাম লতা, শ্যামল সাগর,
অরুণ সুরাগ দিয়া যতনে সাজায়। ২

নিশায় কুসুম ছিল বিষাদে মুদ্রিত,
উষায় তাহারে গিয়া করে প্রমুদিত,
অবিলম্বে আপনার স্নিগ্ধ পরশনে ;
কুসুম সহসা হ'য়ে আনন্দে মগন,
চারিদিকে ক'রে নিজ গন্ধ বিকীরণ,
সমীরণ বহি' তাহা দেয় সর্ব্বজনে। ৩

বিহগ কুলায়ে পশি' তাহারে জাগায়,
সুললিত গা'বে বলি', বসিয়া শাখায়
পরম পিতার নাম পঞ্চমে ধরিয়া ;
প্রবেশি' গবাক্ষ-পথে গৃহের ভিতরে,
নিদ্রিত মানবকুলে প্রবোধিত করে,
সুখী হ'তে প্রকৃতির সুষমা হেরিয়া। ৪

শয্যায় সুষুপ্ত শিশু-বদন-কমলে
বিকাশিয়া নানা খেলা করে কুতূহলে,
কভু হৃদে থাকি তা'র, কখন নয়নে ;
সুকোমল কর তুলি' হাসিতে হাসিতে,
যখন সে শিশু চায় তাহারে ধরিতে,—
অমনি পলায় পদে, ত্বরিত গমনে। ৫

সাগরে তরঙ্গ তা'রে আসিতে হেরিয়া,
পুলকিত চিতে চলে নাচিয়া নাচিয়া,
লইতে তাহাকে যেন বিশাল উরসে ;
বুঝি অন্তরের ভাব সেও সেই ক্ষণে,
প্রকাশি' প্রীতির চিহ্ন সুবর্ণ বসনে,
স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে তা'র হৃদয় পরশে। ৬

বারিদানে পৃথিবীকে শীতল করিতে,
বহুবিধ ফলশস্যে জীবে বাঁচাইতে,

মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড তেজ করিয়া ধারণ,
সৃজন করিতে মেঘ সুদূর অম্বরে,
গিয়া নদী সরোবর তড়াগ সাগরে,
বাষ্পাকারে জলরাশি করে উত্তোলন। ৭

সন্ধ্যা-সমাগমে পুনঃ সৌম্যভাব ধরি,
নানা রাগে দিক্‌চয় সুরঞ্জিত করি,
হাসায়, প্রভাতে যথা, প্রকৃতি-বদন,
জগতের জীবকুলে করি' পুলকিত,
আপনি তাহাতে হ'য়ে হরষিত চিত,
সূর্য্যের সহিত শেষে হয় অদর্শন। ৮

নীরবে সে যায় বটে, কিন্তু কহি' যায়,
"যত দিন রহ নর এই বসুধায়,
যতনে সে কাজ কর, যাহে জগজন,
বিষাদ অন্তরে রহে তব অদর্শনে,
দর্শনে প্রসন্ন হয়, মুক্ত বিলোকনে,
অপার আনন্দনীরে ভাসে অনুক্ষণ।" ৯

আরো উপদেশ দিয়া যায় সে কিরণ,
"সুবিমল সুখ-ভোগে যা'র আকিঞ্চন,
করুক্ সে প্রাণপণে পর-উপকার,
পরকে করিতে সুখী, আপনিই হয়

যে সুখ আপন মনে, অতুল অক্ষয়,
অন্য কিছুতেই নাহি লেশ মাত্র তার।" ১০

(মহেন্দ্র)

প্রশ্ন—Questions.

1. What is the moral of the poem ?

2. Explain :—অরুণ সুরাগ ; প্রকৃতিবদন ; বারিদানে পৃথিবীকে শীতল করিতে...জলরাশি করে উত্তোলন।

3. Turn nouns into adjectives and adjectives into nouns :—পশ্চিম, পর্ব্বত, প্রভাত, সুপ্ত, প্রীতি, পৃথিবী, প্রসন্ন, সৌম্য, বিকীর্ণ, বাষ্প।

4. (*a*) Give the synonyms of :—গগন ; নিশা। (*b*) Use in different ways—পঞ্চম, রাগ।

5. Compose a short paragraph on the last stanza or last but one stanza.

Notes.

১। প্রদোষ—রজনীমুখ, সায়ংকাল (the evening-twilight). দোষার (রাত্রির) প্র অর্থাৎ আরম্ভ (নিত্য)। দিনেশ—সূর্য্য। ২। শেখর—চূড়া (a mountain peak). শ্যাম—গাঢ় নীল (dark blue). অরুণ—রক্তবর্ণ (red, tawny). রাগ—বর্ণ (colour). ৪। পঞ্চম—অত্যুচ্চ স্বরবিশেষ (the fifth of the seven musical notes). স্বর সাতটি ; যথা—ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ ; এই কয়েকটির মধ্যে কোকিলের স্বর পঞ্চম। সুষমা—পরম শোভা (exquisite beauty). ৬। উরসে—বক্ষঃস্থলে। ৭। তড়াগ—দীর্ঘী (a large pool or tank). ৮। সৌম্যভাব—শান্তভাব।

৪ নদী ও কাল।

নদী আর কালগতি একই সমান ;
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ।
ধীরে ধীরে নীরব-গমনে গত হয়,
কিবা ধনে, কি স্তবনে, ক্ষণেক না রয়। ১

উভয়েই গত হ'লে আর নাহি ফেরে,
দুস্তর সাগর শেষে গ্রাসে উভয়েরে।
সর্ব্ব অংশে একরূপ যদিও উভয়,
চিন্তারত চিত্তে এক ভেদজ্ঞান হয়। ২

বিফলে বহে না নদী ; যথা নদী-ভরা,
নানা-শস্য-শিরোরত্নে হাস্যময়ী ধরা ;
কিন্তু কাল, সদাত্মক্ষেত্রের শোভাকর,
উপেক্ষায়, রেখে যায় মরু ঘোরতর। ৩

(রহস্য-সন্দর্ভ)

প্রশ্ন—Questions.

1. নদী ও কাল—এই দুইটীর পরস্পর সাদৃশ্য ও পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।

2. Explain (*a*) the second line of the second stanza, and (*b*) the last *four* lines of the poem.

3. Use the following words in sentences of your own :— নদী, জলদ্, বজ্র, সাগর, কুসুম and কাচ।

Notes.

১। স্তবনে—স্তুতিবাক্যে। ২। দুস্তর সাগর—সময়ও গত হইয়া অনাদি অনন্ত কাল মধ্যে নিমগ্ন হয়। দুস্তর=দুর্+তৃ—খল্। উভয়েরে—প্রাচীন বাঙ্গালায় 'কর্ম্ম' বা 'সম্প্রদান' কারকের প্রতিরূপক বিভক্তি, বর্ত্তমান ভাষায় ঐরূপ স্থলে 'কে'।

৩। বিফলে…ঘোরতর—নদীকে যত্ন কর আর নাই কর, উহা যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হয়, সেই স্থানকে উর্ব্বর করিয়া যাইবেই, কিন্তু কালস্রোতকে যে উপেক্ষা করিবে (অর্থাৎ যে কালোচিত কর্ত্তব্য অবহেলা করিবে) তাহার ক্ষতি অনিবার্য্য (নদী ও কালের প্রভেদ)।

৫ মানুষ কে ?

১

নিয়ত মানস মাঝে একরূপ ভাব,
জগতের সুখ দুখে সুখ দুঃখ লাভ,
পরপীড়া পরিহরি, সদাই সন্তোষ,
ব্যগ্র নহে অন্বেষিতে অপরের দোষ,
নাহি চায় আপনার পরিবার-সুখ,
রাজ্যের কুশল কার্য্যে সদা হাস্যমুখ,
কেবল পর-হিতে আনন্দ হয় যার,
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর ?

২

নাহি চায় রাজ্যপদ, নাহি চায় ধন,
স্বর্গের সমান দেখে বন উপবন,
পৃথিবীর সমুদয় নিজ পরিজন,
সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন,
আত্মার সহিত সব সমতুল গণে',
এ আপন, ও যে পর—ভেদ নাহি মনে,
সকলি সমান, শত্রুমিত্র নাহি যার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর?

৩

অহঙ্কার-মদে কভু নহে অভিমানী,
সর্ব্বদা রসনা-রাজ্যে বাস করে বাণী,
ভুবন ভূষিত সদা বক্তৃতার বশে,
পর্ব্বত সলিল হয় রসনার রসে,
মিথ্যার কাননে কভু ভ্রমে নাহি ভ্রমে,
অঙ্গীকার-অস্বীকার নাহি কোনক্রমে,
অমৃত নিঃসৃত হয় প্রতি বাক্যে যা'র,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর?

মঙ্গলের প্রতি শুধু প্রেম অতিশয়,
কদাচ না করে তাহে জীবনের ভয়,

অলীক বাসনা সব ত্যজে ক্রমে ক্রমে,
জীবের কল্যাণ-হেতু নানাস্থানে ভ্রমে,
দুর্গম সুগম স্থল বিবেচনা নাই,
চিন্তার সহিত নিদ্রা থাকে এক ঠাঁই,
সতত গলায় পরে করুণার হার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর ?

৫

চেষ্টা-যত্ন অনুরাগ মনের বান্ধব,
আলস্য তা'দের কাছে হয় পরাভব,
ইঙ্গিতে কুশলগণে আয় আয় ডাকে,
পরিশ্রম প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে থাকে,
চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে সমুদয় আশা,
যতনে হৃদয়ে রহে বাসনার বাসা,
স্মরণ স্মরণমাত্র আজ্ঞাকারী যা'র,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর ?

(গুপ্ত)

প্রশ্ন—Questions.

1. Explain :—আত্মার সহিত সব সমতুল গণে। জগতের সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ লাভ। অহঙ্কারমদে কভু নহে অভিমানী। পর্ব্বত সলিল হয়...রসে। সতত...হার। ইঙ্গিতে...ডাকে। স্মরণ স্মরণমাত্র আজ্ঞাকারী যার।

2. Derive :—পরিবার ; অহঙ্কার ; ভূষিত ; নিঃস্ব ; সিংহাসন ; সুগম ; অনুরাগ ; পরাভব।

৩। 'পরোপকারিতা' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখ।

Notes.

Stanza I. মানস...ভাব—মনের মধ্যে ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। দুঃখ কষ্টে সমান অবস্থা। Line 5. পরিবার—পরি+বৃ—ঘঞ্। রূপান্তর 'পরীবার'। ক্বিপ্ বা ঘঞ্ প্রত্যয় পরে বহুস্থলে পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়; যথা—পরিহার, পরীহার ইত্যাদি।

S. II. সমুদয়—সমুদয় লোক। সন্তোষের সিংহাসন—সন্তোষই সিংহাসন তুল্য।

S. III. রসনা রাজ্যে...বাণী—(not reserved) অল্প ভাষী ('মুখচোরা') নহে। বক্তৃতা—বচ্+তৃণ্=বক্তৃ, তাহার ভাব এই অর্থে 'তা'। L. 4. মধুর কথায় পাষাণের ন্যায় অতি কঠিন চিত্তও আর্দ্র হয়।

S. IV. অলীক বাসনা—মিথ্যা অর্থাৎ যে বাসনা কখনও সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, যথা আকাশকুসুম।

চিন্তার...ঠাঁই—যেমন কার্য্যের সময় ঘুমাইয়া বৃথা নষ্ট করে না, সেইরূপ কার্য্যের সময় সেই কার্য্যসম্বন্ধিনী চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা মনোমধ্যে আসিতে পারে না।

৬ অর্জ্জুনের লক্ষ্য-বেধ।

দ্বিজসভা-মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি' বসিয়াছে চারি বীর।
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল॥

নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃ পুনঃ ডাকে।
"লক্ষ্য আসি' বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে ॥
যে লক্ষ্য বিঁন্ধবে কন্যা লভে সেই বীর।"
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হইল অস্থির ॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে ॥

২

অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি' কহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে ॥
অর্জ্জুন চ'লিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া লাগিল দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিতে ;
"কোথাকারে যাহ দ্বিজ ! কিসের কারণ ?
সভা হ'তে উঠি' যাহ কোন্ প্রয়োজন ॥"
অর্জ্জুন বলেন—"যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে ॥"
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
"লোভেতে পড়িয়া দ্বিজ হইল পাগল ॥

৩

যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ, শল্য, শাল্ব, কর্ণ, দুর্য্যোধন ॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন্ লাজে ?
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয়সমাজে ॥

বলিবেক ক্ষত্রগণ 'লোভী দ্বিজগণ।'
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ॥
বহুদূর হ'তে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহুধন॥
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে?"

৪

এত বলি' ধরাধরি করি' বসাইল।
তা' দেখিয়া ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণে কৈল :—
"কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ?
যা'র যত পরাক্রম সে জানে আপন॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন?
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ?"
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি' ছাড়ি' দিল সবে,
ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে॥

৫

হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
"অসম্ভব কার্য্যে দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥
সুরাসুরজয়ী যেই বিপুল ধনুক,
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥

কেহ বলে "ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন॥
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্ম-পত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥

৬

সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম-ভুরু, ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজ-যুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর-যুগবর জানু সুবলিত॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত॥
বিন্ধিবেক লক্ষ্য এই লয় মোর মনে।
ইথে কি সংশয় আর কাশীদাস ভণে॥

প্রশ্ন—Questions.

১। পদ্যটীতে অর্জ্জুনের রূপ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিজের সরল বাঙ্গালায় বর্ণন কর।

২। অর্থ লিখ—আখণ্ডল; ধৃষ্টদ্যুম্ন; ধনঞ্জয়; সিংহগ্রীব...অতুল; ভুজযুগে...আচ্ছাদিত।

৩। Give the different meanings of each :—

দ্বিজ; কর্ণ; শ্রুতি; ধর্ম্ম; বেলা; মণ্ডল।

Notes.

লক্ষ্য—যে নির্দ্দিষ্ট স্থান বা বস্তু উদ্দেশ করিয়া তীর, বন্দুক প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হয়। বেধ—ভেদন।

১। আখণ্ডল—ইন্দ্র; ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদের পুত্র। ৩। জরাসন্ধ, শল্য, শাল্ব—বিভিন্ন দেশের রাজগণ। ৫। মনসিজ—কামদেব। জিনিয়া—অপেক্ষা। শ্রুতি—কর্ণ। মুখরুচি—মুখকান্তি। ৬। বন্ধুজীব—(ঘোর রক্তবর্ণ বাঁধুলি ফুল। খগরাজ—গরুড়। প্রসর—প্রশস্ত। করিকর-যুগবর—হস্তীর শুণ্ডদ্বয়ের ন্যায় সুগঠিত। সুবলিত—সুগঠিত। অগ্নি-অংশু—অগ্নির কিরণ; পাংশুজালে—ভস্মসমূহে। কাশীদাস—ভাষা মহাভারতের রচয়িতা। ভণে—বলে।

৭ বঙ্গভাষার প্রতি।

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা' সবে,—অবোধ আমি,—অবহেলা করি'
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'!

কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মন,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি' ;—
খেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে ;—
"ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি' অজ্ঞান তুই ! যারে ফিরে ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ-খনি, পূর্ণ মণিজালে।

(মাইকেল)

প্রশ্ন—Questions.

1. Give the purport of the poem in clear and concise language.

2. Give the prose synonyms of the following terms :—পরিহরি, সঁপি, মজিনু, বরি, খেলিনু, আচরি।

3. Frame sentences, each containing one of the following expressions—অপরিতৃপ্ত ধনতৃষ্ণা, অনন্যসাধারণ, বিনয়নম্রবচনে।

4. Fill up the blanks in the following :—(*a*) স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে —সতর্ক হওয়া—; (*b*)—কেহ—বয়সে নানা—অত্যাচার করিয়া—ব্যাধিগ্রস্ত —থাকে ; (*c*) মহৎ ব্যক্তি সংসারে—।

Notes.

মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম যৌবনে বঙ্গভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া ইংরাজীভাষার আলোচনা ও তদ্‌ভাষায় কবিতাদিরচনার দিকে সমধিক মনোযোগী ছিলেন। পরে উহাতে তাদৃশ সম্মানলাভের আশা নাই বুঝিতে পারিয়া মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত হন এবং অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ' প্রভৃতি রচনা করেন।

মাতৃভাষার প্রতি পূর্ব্বকৃত অবহেলা মনে করিয়া এই কবিতা দ্বারা অনুতাপ প্রকাশ করিতেছেন। স্বপ্ন কবির কল্পিত।

L. 3. পরধনলোভে - ইংরাজী প্রভৃতি সাহিত্যের আলোচনায়।

L. 4. পরদেশ - বিদেশ ; ইংরাজের ও ফরাসীর দেশ।

L. 7. অবরেণ্য—মাতৃভাষার তুলনায় সম্মানের অযোগ্য।

L. 14. মাতৃভাষারূপ খনি—এখানে বঙ্গভাষাকে মণিরত্নাদিপূর্ণ আকরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। জাল—সমূহ।

৮ নদীর মিনতি।

কেন আহা, বসে আছ রৌদ্র-দগ্ধ তীরে,
হর তৃষা, অবগাহ আমার এ নীরে
নিঃসঙ্গ পথিক ! নিঃসঙ্কোচে এস চলি'
চঞ্চল চরণ-ক্ষেপে স্বচ্ছ বক্ষঃ দলি' ;
আরো এস নামি,'—তব সর্ব্বতাপ-গ্লানি
দূর করি' দিব, ভ্রাতঃ ! স্নেহসিক্ত পাণি
বুলাইব তপ্ত গাত্রে। বড় শ্রান্ত তুমি ;
কত বা বিঁধেছে পদে ও বন্ধুর ভূমি !

সান্ত্বনা শুশ্রূষা সনে দিব ধৌত করি’
সকল কলঙ্করেখা ; শুভ্রবাস পরি’
যেও তুমি স্নাত, শুদ্ধ, যথা ইচ্ছা সুখে ;
গ্লানি শুধু ফেলে যেও, পাতি’ ল’ব বুকে।

(প্রমথ।)

প্রশ্ন—Questions.

১। ‘নদী’ কি শিক্ষা দিতেছে ?

২। সমাস ও ব্যাসবাক্য বল :— নিঃসঙ্গ ; নৃত্য-গীত ; সর্ব্বতাপ-গ্লানি ; স্নেহসিক্ত ; কলঙ্করেখা ; শুভ্রবাস।

৩। স্ত্রীলিঙ্গগুলি পুংলিঙ্গে এবং পুংলিঙ্গগুলি স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত কর : মানুষ, ক্ষত্রিয়, যুবা, সুকেশ, শ্রেয়সী, মহতী, মাতুল, মৃদু, পাচিকা।

Notes.

(১) রৌদ্রদগ্ধ—রৌদ্রতপ্ত। (২) হর—দূর কর। তৃষা—তৃষ্ণা। অবগাহ—নিমগ্ন হও। (৩) নিঃসঙ্গ—অসহায়। (৪) স্বচ্ছ—নির্ম্মল। বক্ষঃ—প্রবাহ। (৫) তাপ—দুঃখ। গ্লানি—ক্লান্তি। (৬) স্নেহসিক্ত—স্নেহমাখা (৩য় তৎ) ; (৮) বন্ধুর—উচ্চ নীচ, অ-সম।

---

৯ পাপাত্মার অনুতাপ।

কি হইল, হায়, হায়, বৃথা দিন গেল,
সাঙ্গ হ’লো মর্ত্ত্য-লীলা, মৃত্যুকাল এল।
পূর্ব্বকৃত কার্য্য যত, যত পড়ে মনে,
তত দহে মূঢ় মন গ্লানিহুতাশনে।
নৈরাশ্য বিকট আস্য করিয়া প্রকাশ,
খল খল হাস্য করে দেখে হয় ত্রাস।

কি আশ্চর্য্য! এককালে যে পাপের কায়,
(নানাসাজে সাজি' যাহ৷ মানবে মজায়)
প্রলোভনে হরেছিল লুব্ধ লঘু মন
বংশীস্বরে ধরে ব্যাধ হরিণ যেমন :
এবে সেই কান্তকায় মায়াময় পাপ,
ভীষণ মূরতি ধরি' দেয় মনস্তাপ।
অন্ধতায় বন্ধ্যা হ'ল জনম আমার
হেরি চারিদিকে সদা অকুল পাথার।
সুধা বলে' বিষপান করিলাম হায়,
এখন জুড়াই কিসে বিষের জ্বালায়।
এলাম এ ভবহাটে হাটক কিনিতে,
কাচ পেয়ে ভুলিলাম নারিনু চিনিতে!
ছিন্নবাসে তালি দিতে, দুঃখ কত কব,
খণ্ড খণ্ড করিলাম কাশ্মীর রাঙ্কব!
পরিণাম না ভাবিয়া মরিলাম হায়,
কুরস কলুষরসে ম'জে প্রাণ যায়।
শৈশবে মানস মম নিরমল ছিল,
যৌবনে কলুষপঙ্কে পঙ্কিল হইল।
হায়, যদি সেই কালে হইত মরণ,
তবে কি যাতনানলে দহিত জীবন।
দশদিক্ অন্ধকার হেরিশূন্যময়,
এখনো দেখরে পথ বিমূঢ় হৃদয়।

মিছে কেন 'হায় হায়' ক'রে মর আর,
প্রথমে উচিত ছিল বিচার ইহার
যদি এ যাতনা হ'তে চাহ পরিত্রাণ,
ডাক সেই বিশ্বনাথে করুণানিধান।
অকপটে চাহ পাপ তাপ-শান্তি হবে,
কলুষ-বিষের জ্বালা নাহি আর রবে।

(কৃষ্ণকিশোর।)

প্রশ্ন—Questions.

১। পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কবি কিরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন?

২। ভাবার্থ লিখ:—(১) নৈরাশ্য বিকট আস্য......দেখে হয় ত্রাস। (২) প্রলোভনে হরেছিল......হরিণ যেমন; (৩) এলাম এ ভবহাটে...... নারিনু চিনিতে। (৪) ছিন্নবাসে তালি দিতে......কাশ্মীর রাঙ্কব।

৩। পদ পরিবর্ত্তন কর:—মূঢ়, নৈরাশ্য, ত্রাস, কায়, প্রলোভন, লুব্ধ, লঘু, কান্ত, মায়া, কাশ্মীর, কলুষ, করুণা।

৪। 'পাপাত্মার জীবন কখন সুখী নহে'—এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখ।

Notes.

(Line 2.) সাঙ্গ—শেষ। মর্ত্ত্যলীলা—ভবের খেলা। (L. 4) গ্লানি-হুতাশন—দুঃখানল (রূপক কর্ম্মধা)। (L. 5) নৈরাশ্য—নিরাশা। আস্য—মুখ। (L. 7) কায়—শরীর (চি-ঘঞ্)। (L. 9) লুব্ধ—লোভী (লুভ—ক্ত)। লঘু—ক্ষুদ্র। (L. 11) কান্তকায়—সুন্দর মূর্ত্তি। (L. 13) বন্ধ্য—নিষ্ফল। (L. 14) অকূল—অপার। পাথার—সমুদ্র। (L. 17) হাটক—স্বর্ণ। (L. 19) ছিন্নবাসে—ছেঁড়া কাপড়ে। (L. 20) রাঙ্কব—

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম—১২৪৫ বঙ্গাব্দ বঙ্গাব্দ

রঙ্কুনামক মৃগের লোম নির্ম্মিত বনাৎ, মূল্যবান্ কম্বল (রঙ্কু+ক)। (L. 22) কুরস—পরিণামে দুঃখপ্রদ। কলুষ-রসে—পাপের প্রলোভনে (ষষ্ঠী-তৎ)। (L. 24) কলুষপঙ্কে—পাপরূপ কর্দ্দমে (রূপক কর্ম্মধা)। পঙ্কিল—কর্দ্দমাক্ত (পঙ্ক+ইল)। (L. 28) বিমূঢ়—মোহাচ্ছন্ন (বি+মুহ—ক্ত)। (L. 32) করুণানিধান—দয়াধার। (L. 33) অকপটে—সরলান্তঃকরণে।

১০ জীবন-সঙ্গীত।

১

ব'লো না কাতরস্বরে,— "বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন;
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার, কে তোমার
ব'লে জীব করো না ক্রন্দন।"

২

মানব জনম সার, এমন পাবে না আর,
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন;
কর যত্ন, হবে জয় জীবাত্মা অনিত্য নয়,
ওহে জীব কর আকিঞ্চন।

৩

ক'রো না সুখের আশ, প'রো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা' নয়;
সংসারে সংসারী সাজ, কর নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যা'তে হয়।

৪

দিন যায়, ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায়, নাহি রহে স্থির ;
সহায় সম্পদ্ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ুঃ যেন পদ্মপত্রে নীর।

৫

সংসার সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হ'ও না মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান্, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্ল্লভ।

৬

মনোহর মূর্ত্তি হেরে, ওহে জীব অন্ধকারে,
ভবিষ্যতে ক'রো না নির্ভর ;
অতীত সুখের দিনে, পুনঃ আর ডেকে এনে,
চিন্তা ক'রে হ'ও না কাতর।

৭

সাধিতে আপন ব্রত, স্বীয় কার্য্যে হও রত,
এক মনে ডাক ভগবান্ ;
সঙ্কল্প সাধন হবে ধরাতলে কীর্ত্তি রবে,
সময়ের সার বর্ত্তমান।

৮

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধরে,
আমরাও হ'ব বরণীয়।

৯

সময়-সাগর-তীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব যে অমর ;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে, অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।

১০

ক'রো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সমরাঙ্গন-মাঝে,
সংকল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

(হেম)

প্রশ্ন—Questions.

১। কবি কিরূপ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে বলিতেছেন, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দাও।

২। অর্থ লিখ :—নিশার স্বপন ; বাহ্যদৃশ্য ; আয়ুঃ যেন পদ্মপত্রে নীর ; যশোদ্বার : প্রাতঃস্মরণীয় ; সময়ের সার ; জীবাত্মা।

৩। উপমাগুলি ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়া অর্থ লিখ :—

সংসার-সমরাঙ্গনে ; কীর্ত্তিধ্বজা ; সময় সাগর-তীরে।

৪। মহাজন, অঙ্ক, সংসার, ব্রত—শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ কর।

৫। "বৃথা জন্ম এ সংসারে"—বাক্যটী যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, এই সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া একটী অনুচ্ছেদ (paragraph) রচনা কর।

Notes.

১। নিশার স্বপন—অবাস্তব, অপ্রকৃত। স্বপ্ন যেমন প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তদ্রূপ।

২। বাহ্যদৃশ্যে—(কাহারও) বাহিরের সৌন্দর্য্য উপরি উপরি দেখিয়া, ভিতরে অর্থাৎ বিশেষ অনুধাবন করিয়া না দেখিয়া। আকিঞ্চন—চেষ্টা (exertion).

৪। পদ্মপত্রে নীর—পদ্মপত্রের উপর জল পড়িলে যেমন তাহা স্থায়ী হয় না, মানবজীবনও তদ্রূপ ; অনন্তকালের তুলনায় তাহা ক্ষণস্থায়ী।

৫। যুদ্ধ—উন্নতিলাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা। মহিমা—গৌরব (glory).

চতুর্থ অধ্যায়

স্বষ্টিকর্ত্তা।

গৃহচূড়ে নর যথা সোপান বাহিয়া
উঠে ধীরে ধীরে,
এ জগতে নিরন্তর বাহি' শোক-দুঃখ-স্তর
উঠে কি মানব-আত্মা তোমার মন্দিরে ? ১

পদে পদে পরাজয়—অতি অসহায়,
অদৃষ্ট নির্ম্মম ;
এই অশ্রু, এই শ্বাস করে কি জড়তা-নাশ ?
দেয় কি নবীন আশ, নবীন উদ্যম ? ২

এই যে পশুর সম সতত অস্থির
প্রকৃতি-তাড়নে ;
এ মোহ-কলঙ্ক-লিখা তোমারি কি হেমশিখা,
দাহিয়া নীচতা দৈন্য উঠি'ছে গগনে ? ৩

এই দর্প অহঙ্কার, কু-চক্র, কু-আশা—
এ কি আরাধনা ?
এই কাম, এই ক্রোধ, দিতেছে কি আত্মবোধ ?
লোভে ক্ষোভে হ'তেছে কি তোমার ধারণা ? ৪

জগৎ ভিতর দিয়া জগতের জীব
বুঝে কি তোমায়?
এই পড়ে, এই উঠে, এই হাহাকারে ছুটে—
পাপে অনুতাপে লভে দেব-মহিমায়? ৫

প্রবীণ জনক যথা শিশু-ক্রীড়া হেরি'
হাসিয়া আকুল—
অমনি কি দেহ-শেষে আমিও উঠিব হেসে
স্মরি' নর-জনমের সুখ-দুঃখ-ভুল? ৬

জগতের পাপ তাপ জগতেই শেষ—
কহ, দয়াময়!
উঠিয়া পর্ব্বত-চূড়ে ধরাতলে হেরি' দূরে—
পথের ত দুঃখক্লেশ—ভ্রম মনে হয়। ৭

(অক্ষয়)

অনুশীলনী—Exercise.

১। পঞ্চম শ্লোকটীর অর্থ লিখ।

২। ষষ্ঠ শ্লোকটীর ভাব লইয়া একটী অনুচ্ছেদ (paragraph) রচনা কর।

৩। বাক্যসহ সমাস লিখ :—শোক-দুঃখ-স্তুর, নির্ম্মম, মোহ-কলঙ্ক-লিখা, কু-আশা, আত্মবোধ, দেব-মহিমা, সুখ-দুঃখ-ভুল।

৪। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে যে যে কারক আছে, নির্ণয় কর :—

(ক) গুরুদেবকে দেখিয়া তিনি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। (খ) বালকটী ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে। (গ) ঈশ্বর সর্ব্বভূতের স্রষ্টা। (ঘ) তিলে তৈল আছে। (ঙ) কোন কর্ম্মে মূর্খকে পাঠান উচিত নয়।

Notes.

(১) গৃহ-চূড়ে—ছাদে। সোপান—সিঁড়ি। নিরন্তর—সর্ব্বদা। (২) নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর (বহুব্রীহি)। জড়তা—মোহ। (৩) প্রকৃতি-তাড়নে—স্বভাবের পীড়নে। (৪) আত্মবোধ—আত্মজ্ঞান। ক্ষোভে—চিত্তচাঞ্চল্যের সময়। (৫) দেব মহিমায়—দেবত্বগৌরবে। (৬) প্রবীণ—বৃদ্ধ। দেহশেষে—মরণান্তে।

২ শারদ তরঙ্গিণী।

একদিন এ সময় তরঙ্গিণী তীরে,
চলিলাম চিন্তাকুল চিতে ধীরে ধীরে।
তটিনীর তটোপরি সিকতা আসনে,
বসিলাম ভাবময়ী কল্পনার সনে।
তরঙ্গিণী-তনু তনু শরদাগমনে,
নিরখি' নয়নে আমি, নিরখি' নয়নে;

সুধালেম, "অয়ি কলস্বনা স্রোতস্বতি!
আজ কেন তোমা হেরি দীনা ক্ষীণা অতি?
বরষার সময়জ প্রভাবনিচয়,
কেন আজ তাহা আর দৃষ্ট নাহি হয়?
তরঙ্গিণি! কোথা তব তরঙ্গের রঙ্গ,
হেরি' যাহা পোতারোহী পাইত আতঙ্ক? ১২

"যে সকল লহরী, করিয়া ঘোর স্বন,
তরণীর হৃদয় করিত বিদারণ,

কোথা তাহা ? কোথা সেই দ্রুতগামী নীর,
ছুটিত যা' তীরবেগে অতিক্রমি' তীর ?
কূলস্থ বিহঙ্গাশ্রয় মহীরুহগণ,
করিত কোপে তাদের মূল উন্মূলন।

"অয়ি নদি ! কোথা তব সেই মহাধ্বনি ?—
ভয় জন্মাইত মনে, যা'র প্রতিধ্বনি ?"
শুনিয়া আমার ভাষ অতি কলস্বরে,
তরঙ্গিণী উত্তর করিলা তদন্তরে,
"শুন হে ভাবুক ! এই জানিবে নিশ্চয়,
চিরদিন এক দশা কাহারো না রয়।"

(কৃষ্ণচন্দ্র)

অনুশীলনী—Exercise.

১। প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লিখ :—

তনু : হরি ; জীবন ; পয়ঃ ; দশা ; গণ ; তীর।

২। পার্থক্য দেখাও :— চির, চীর : বুল, কুল ; দিন, দীন : ধ্বনি, ধনী।

৩। Explain the Samasas of :— চিন্তাকুলচিত্ত ; শরদাগমন : পোতারোহী ; দ্রুতগামীনীর ; বিহঙ্গাশ্রয়।

৪। Derive :—সময়জ, কূলস্থ, ভাবময়ী।

৫। গল্পটীর ভাব সরলভাবে নিজের কথায় লিখ ও গল্পটী পড়িয়া কি উপদেশ পাইলে ?

6. Explain the 4th line, Stanza I.—"বসিলাম·· সনে।"

Notes.

Line 3. সিকতা—বালুকা (Sand.) L. 4. বসিলাম ভাবময়ী ইত্যাদি—আমি চিন্তা করিতে বসিলাম। ঐ চিন্তাদ্বারা আমার মনে বহুভাবের উদয় হইতে লাগিল। L. 5. তনু—(বিণ) কৃশ (thin); (বি) দেহ (the body).

(৮) ক্ষীণা—কৃশাঙ্গী, শরৎকালে নদী প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়, সেই জন্য ক্ষীণা' বলা হইয়াছে। দীনা—কাতরা।

L. 12.—প্রকৃত কথা 'আতঙ্ক'; মিলের অনুরোধে 'আতঙ্গ' করা হইয়াছে।

প্রকৃত সাহস।

দীপ কি উজ্জ্বলরূপ শোভা ধরে,
গভীর রজনী না ঘেরিলে তা'রে?
নব জলধরে বিজলী বিহরে,
শারদ আকাশে কেন না প্রকাশে? ১

সেইরূপ কিরে মানব-জীবন
কভু শোভা পায়, যদি নাহি তায়,
ঘোর অমানিশি একবারে আসি
গভীর অন্ধকার করে মগন? ২

তবে ত পৌরুষ জাগে রে অন্তরে।
সুনীল নিকষ বিনা স্বর্ণ মরে!
সুখের শয্যাতে মোহ-নিদ্রাগত,
কে চায়, কে চায় থাকিতে নিয়ত? ৩

সংসার-তর্জ্জনে হ'ব অভিভূত ?
ধিক্ সে জড়তা ধিক্ সে বাসনা।
কি সে দুঃখ, যার হেন গুরুভার,
ঈশ্বরের নামে যাহা সহিব না ? ৪

জীবন-আকাশ বিপদ্-দুর্দ্দিনে
ঘেরিয়ে আমার হ'ক অন্ধকার ;
সব কষ্ট স'য়ে, রব স্থির হ'য়ে,
কে পায় পৌরুষ, দুঃখকষ্ট বিনে ? ৫

(শিবনাথ।)

অনুশীলনী—Exercise.

1. Explain the *third* stanza of the poem.
2. সমাস ও ব্যাসবাক্য বল :—মোহনিদ্রাগত ; জীবন-আকাশ।
3. অর্থ লিখ :—জলধর, বিজুলী, নিকষ, অমানিশি, পৌরুষ, দীক্ষা।
4. Write an essay on any one of the following :—

(ক) সাহসিকতা ; (খ) উৎসাহ ও উদ্যোগ ; (গ) অধ্যবসায়।

Notes.

(১) বিজুলী—তড়িৎ (lightning). (২) অমানিশি—কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি ; যে রাত্রিতে পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত সমসূত্রে অবস্থান করে। অমা = সহ (with, near). প্রকৃত কথা 'নিশা' ; কিন্তু বাঙ্গালায় 'নিশি' প্রায় চ'লিত, যেমন 'নিশিকান্ত,' 'নিশির শিশির' ইত্যাদি। (৩) নিকষ—কষ্টিপাথর (a touch-stone). (৫) পৌরুষ—পরাক্রম, সাহস, (manliness, power, vigour).

৪ রসাল ও স্বর্ণলতিকা।

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে,—
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে!
নিদারুণ তিনি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি,
তেঁই ক্ষুদ্রকায়া করি' সৃজিলা তোমারে।
মলয় বহিলে হায়, নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো হেলিয়া!
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী, হিমাদ্রি-সদৃশ আমি,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া।

কালাগ্নির মত তপ্ত তপন-তাপন,
আমি কি লো ডরাই কখন?
দূরে রাখি' গাভীদলে, রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ;

শুন ধনি, রাজ-কার্য্য দরিদ্র-পালন!
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথগামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়, কেহ পড়ি' নিদ্রা যায়,
এ রাজ-চরণে।

শীতলিয়া মোর ডরে, সদা আসি' সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন।
মধুমাখা ফল মম বিখ্যাত ভুবনে,
তুমি কি তা' জান না ললনে?

দেখ মোর শাখা-রাশি, কত পাখী বাঁধে আসি'
বাসা এ আগারে।
ধন্য মোর জনম সংসারে।

কিন্তু তব দুঃখ দেখি' নিত্য আমি দুখী ;
নিন্দ বিধাতায়, তুমি, নিন্দ বিধুমুখি !"
নীরবিলা তরুরাজ ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে ;
আইলেন প্রভঞ্জন, সিংহনাদ করি' ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে !

মহাঘাতে মড়মড়ি,' রসাল ভূতলে পড়ি,'
হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ুঃসহ দর্প বনস্থলে !

উচ্চশির যদি তুমি কুল-মান-ধনে,
করিও না ঘৃণা তবু নীচ-শির জনে ;
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে।

(মধু)

অনুশীলনী—Exercise.

১। গল্পটি সরলভাবে নিজের কথায় লিখ। গল্পটি পড়িয়া কি উপদেশ পাইলে ?

২। ব্যাসবাক্য ও সমাস বল :— বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী ; অনুক্ষণ ; পথগামী ; রাজলোক ; বিধুমুখী ; তরুরাজ ; যমদূতাকৃতি।

৩। 'নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ'—এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখ।

Notes.

(Line 1.) বনস্পতি—বৃক্ষ। (L. 2.) ধনী, ধনিকা—রমণী ; সম্বোধনে—ধনি। (L. 7.) 'স্বামী' অর্থে এখানে 'শ্রেষ্ঠ'। (L. 9.) কালাগ্নি—প্রলয়াগ্নি, সর্ব্বসংহারক অনল (রূপক কর্ম্মধারয়)। (L. 28.) প্রভঞ্জন—ঝটিকা।

৫ সিদ্ধার্থের মহিমা।

ত্যজি' রাজভোগ, রত্নসিংহাসন
ভিখারীর বেশ করিলে ধারণ,
ধন্য শাক্যসিংহ পুরুষ-প্রধান ;
ঘুচাইতে ভবে জীবের যাতনা,
করেছ যে কত কঠোর সাধনা,
প্রেম-অবতার তুমি পুণ্যবান্। ১

দেখেছিলে তুমি রোগ, শোক, জরা
নিয়ত শাসিছে এই বসুন্ধরা,
বিলাপ, ক্রন্দন আর হাহাকারে
বিড়ম্বিত সদা মানব-জীবন ;
তথাপি ছেদিয়া মোহের বন্ধন,
শান্তি পথাশ্রয় কেহ নাহি করে ! ২

তাতেই কাঁদিল তব মহাপ্রাণ,
আপনারে তুমি করেছিলে দান
জীবের মঙ্গল করিতে সাধন ;
ত্যজিলে সম্পদ্, ত্যজিলে বাসনা
আহার বিহার বিষয় ভাবনা,
দারাপুত্র আর রাজ্যসিংহাসন। ৩

জনকজননী আর বন্ধুগণ
কত যে কাকুতি, কত আয়োজন
করেছিলা তোমায় রাখিতে ঘরে ;
জগতের দুঃখে প্রাণ কাঁদে যার,
কখনো কি পারে বন্ধুপরিবার
বাঁধিতে তাহারে সামান্য সংসারে ? ৪

কি যে মহাবাক্য বলেছিলে তুমি,
কাঁদি' অশ্রুজলে তিতাইয়া ভূমি
শিশু পুত্রকোলে, ভার্য্যা গুণবতী
বলেছিলা যবে হে দেব তোমার,
"জগতের হিতে ত্যজিলে সংসার,
আমা দোঁহাকার কি হইবে গতি ?"

"অয়ি যশোধরে, যে ধনের তরে,
হ'লাম সন্ন্যাসী, পাই যদি তারে,

(ধৈর্য্য ধর সতি, কেঁদো নাকো আর)
আমিও তরিব, তোমরা তরিবে,
জগতের দুঃখ সকলি ঘুচিবে,
খুলিবে ধরাতে স্বর্গের দুয়ার।” ৬

ঘোর ঘনঘটা হইলে বিগত,
মধ্যাহ্ন-মিহির যেমতি উদিত,
তেমনি ভারতে তব অভ্যুদয় ;
ছাইয়াছে আহা কিরণ তোমার
তিব্বত, সিংহল, চীন, ব্রহ্ম, আর
দিগ্‌দিগন্তর করিয়াছে জয়। ৭

কত বীরচূড়া, কত নরপতি
লয়ে অগণিত সৈন্য-সেনাপতি
করেছিলা কত সাম্রাজ্য-স্থাপন ;
কালের তরঙ্গে বিলুপ্ত সে সব,
কালজয়ী কিন্তু তোমার বৈভব,
চিরস্থায়ী ভবে তব সিংহাসন। ৮

রাজপুত্র হ'য়ে হইলে ভিখারী,
পৃথিবীর ক্ষুদ্র রাজ্য পরিহরি'
হৃদয়ের বলে করি' দিগ্বিজয়,
কোটি কোটি কোটি মানবের প্রাণে

সমাসীন তুমি ভক্তি-সিংহাসনে,
এ রাজত্ব তব অতুল অক্ষয়। ৯

কি মহান্ ব্রতে নিয়েছিলে দীক্ষা,
দিয়েছ জগতে কি আশ্চর্য্য শিক্ষা,
(মহিমা তোমার পারি না ভাবিতে ;)
"প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, পর-উপকার,
দয়া, ক্ষমা আর অহিংসাই সার,
সাধুতার দুর্গ অজেয় জগতে।" ১০

কত মহাজ্ঞানী, আর সাধু কত
তোমার চরণে সতত প্রণত,
তোমার উদয়ে, ভারত ধন্য ;
নহে শুধু পূর্ব্বে, পাশ্চাত্য গগনে
হেরি, তব জ্যোতিঃ মুগ্ধ বুধগণে
গায় তব জয়, তুমি বরেণ্য ! ১১

(আনন্দ চন্দ্র)

অনুশীলনী—Exercise.

১। বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

২। বুদ্ধদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখ।

৩। নিম্নলিখিত পদগুলি কিরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে :—ভোগ, বারণ, পুণ্যবান, শোক, বসুন্ধরা, মানব, শান্তি, ভার্য্যা, গুণবতী, গতি, জয়, বিলুপ্ত, ভক্তি, পাশ্চাত্য, মুগ্ধ, বরেণ্য।

৪। অষ্টম ও একাদশ শ্লোকের ভাবার্থ লিখ।

৫। মহাপ্রাণ, মহাবাক্য—এখানে 'মহা' শব্দের অর্থ কি?

Notes

সিদ্ধার্থ—বুদ্ধদেব।

(৫) ভিজাইয়া—ভিজাইয়া। (৬) যশোধরা, সিদ্ধার্থের পত্নী গোপা। (৯) মিহির—সূর্য্য। (১০) প্রগাঢ় [illegible]—অন্ধকার বাধা। (১১) পাশ্চাত্য দেশে—ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে।

❋৬❋ চিতোর।

নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ-কারণ,
ভারতের নানা দেশ করি' পর্য্যটন,
অবশেষে উপনীত রাজপুতানায়;
বসুধা বেষ্টিত যা'র কীর্ত্তি-মেখলায়। ১

দেখিলেন, অজামীল-পুরী আজমীর,
যশল্মীর, যোধপুর আর বিকানীর,
জয়সিংহ-পুরী জয়পুর চারুদেশ,
যা'র শোভা মনোলোভা বৈকুণ্ঠবিশেষ। ২

ভ্রমি' বহু রাজপুরী সানন্দ অন্তরে,
প্রবেশেন একদিন চিতোর নগরে।
দেখেন অচল এক অতি উচ্চতর,
তা'র নিম্নে শোভাকর সুন্দর নগর। ৩

গিরি'পরে শোভে গড়, প্রাচীরে বেষ্টিত,
রাজ-চক্রবর্ত্তী হিন্দুসূর্য্য প্রতিষ্ঠিত।
ধরাধর-অঙ্গে শোভে নানা তরুবর,
নয়নের প্রীতিকর ওষধি বিস্তর। ৪

কোন স্থলে মৃদু স্বর করি' নিরন্তর,
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা-নিকর।
তরুণ-অরুণ-ভাতি জ্বলে কোন স্থলে,
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে। ৫

কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে,
শেখরের শ্যাম অঙ্গে চারু-শোভা ধরে ;
যেন রঘুপতি-হৃদে হীরকের হার,
ঝল্‌মল্ ভানু-করে করে অনিবার। ৬

বিবিধ বিহঙ্গে নানা স্বরে করে গান,
সন্তাপীর তাপ দূর, হরে মনঃপ্রাণ।
আহা, এইরূপ, শোভা অতি অপরূপ !
উথলয় যথা ভাবুকের ভাবকূপ। ৭

সরসী, সরিৎ, সিন্ধু, শেখর সুন্দর,
গহন, গহ্বর, বন, নির্ঝর-নিকর,
দিনকর, নিশাকর, নক্ষত্রমণ্ডল,
মেঘমালে তড়িতের চমক উজ্জ্বল,—

স্বভাবের এই সব শোভা নিরখিয়া,
আনন্দে পূরিত হয় ভাবুকের হিয়া।
আয়, মন! চল যাই সেই সব দেশে,
যথায় প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে। ৯

দেখিব বিচিত্র শোভা, শৈল আর জলে,
শ্রবণ জুড়াবে, তটিনীর কলকলে;
কন্দরে কন্দরে হেরি' কুসুম অশেষ,
নয়ন জুড়া'বে, যাবে সমুদয় ক্লেশ। ১০

(রঙ্গলাল)

অনুশীলনী—Exercise.

1. Explain. আজমীর; জয়সিংহপুরী; জয়পুর; বৈকুণ্ঠ; চিতোর; রাজচক্রবর্ত্তী; হিন্দুশয্যা; তরুণ অরুণ-ভাতি...স্থলে; উথলয় যথা...ভাবকূপ; দেখিব বিচিত্র শোভা...জলে।

2. Give the sum and substance of the above in simple language of your own.

3. বাক্যসহ সমাস লিখ:—

কীর্ত্তি-মেখলা, চারুদেশ, হিন্দুশয্যা, রঘুপতি-হৃদয়ে, ভাবকূপ।

4. Write a short essay on *any one* of the following:
(ক) দেশভ্রমণের উপকারিতা; (খ) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য; (গ) মাতৃভাব।

Notes.

(১) কীর্ত্তি-মেখলায়—যশোরূপ কটিভূষণ দ্বারা। (২) অজামীল—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি, আজমীর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। যশল্মীর ও বিকানীর—রাজপুতানার

অন্তঃপাতী রাজ্যদ্বয়। বৈকুণ্ঠ—বিষ্ণুর বাসস্থান, গোলোক। (৩) অচল—পর্ব্বত। (৪) গড়—দুর্গ। রাজচক্রবর্ত্তী—সার্ব্বভৌম, সম্রাট্। হিন্দুসূর্য্য—চিতোরের মহারাণাদিগের উপাধি। ধরাধর—পর্ব্বত। ওষধি—ফল পরিপক্ক হইলে যে সকল তৃণ মরিয়া যায়, যেমন ধান্যাদি। (৫) উগরে—উদ্গীরণ করে, জন্মায়। নিকর—সমূহ। তরুণ-অরুণ-ভাতি—নবোদিত সূর্য্যের কিরণ। (৭) উথলয়—উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ভাবকূপ—মনোভাবসমূহরূপ কূপ। (৮) সরসী—সরোবর। সরিৎ—নদী। (১০) কন্দর—গিরি-গহ্বর।

৭ পরিবর্ত্তনশীলতা।

১

ওহে রবি, কোথা তব নিদাঘ-সময়,
যে কালে ধরিতে মূর্ত্তি অতি ভয়ময় ?
তাপিত করিতে জীব প্রখর কিরণে ;
জীবন খুঁজিত সবে আকুল জীবনে।
ভূতের সমান রূপ ধরিয়ে তখন,
মরুভূমিগামী জনে করিতে দাহন।
কিন্তু, হায়, এবে নাহি সেকাল তোমার
নিরখি কেবল ভীম শীতের প্রহার।
তব করে তুচ্ছ করি' যত জীবগণ,
নিয়ত হরিষ চিত্তে করিছে ভ্রমণ।
এখন তোমায় হেরে এই মনে হয় ;—
"চিরদিন এক দশা কাহারো না রয় ;"

রাজকৃষ্ণ রায়

জন্ম—১২৬২ বঙ্গাব্দ। মৃত্যু—১৩০০ বঙ্গাব্দ।

হে জলদ! বল বল, বরিষার কালে,
গরবে প্লাবিতে ধরা বিপুল সলিলে।
গর্জ্জিতে কেশরিসম সুগভীর রবে;
অশনি-নিঃস্বন শুনি' চমকিত সবে।
কোথা উহা, এবে তাহা বল না আমায়,
কি ছিলে, কি হ'লে হেরি' শরৎ-রাজায়?
কোথায় তোমার সেই গভীর স্বনন?
কোথায় মূষলধারে বারি বরিষণ?
এখন মৃদুল নাদে গরজি' বিফল,
কি ভয় দেখাও ফেলে ফোঁটা কত জল?
এখন তোমায় দেখে এই মনে হয়;—
"চিরদিন এক দশা কাহারো না রয়।"

৩

ওহে ফুল! কেন আজি শুষ্ক কলেবর?
বিবর্ণ হয়েছে কেন বর্ণ মনোহর?
কা'ল যে তোমার সেই রূপ সুশোভন,
বিমোহিত করেছিল মানব-নয়ন।
সৌরভে আমোদময় করেছিলে বন;
আসব-আশায় অলি করিত গুঞ্জন।
বল দেখি, তখন হেরি সে রূপ তোমার,
ভাব-সিন্ধুনীরে মন না ডুবিত কা'র?

কিন্তু আজি, ওরে ফুল, নিরখি' তোমারে,
ভাসিল হৃদয় মোর নেত্র-বারিধারে!
এখন তোমারে হেরি' এই মনে হয় ;—
"চিরদিন এক দশা কাহারো না রয়।"

8

কে তুমি কুটীরে কাল করি'ছ হরণ
পরিধান শতগ্রন্থি মলিন বসন ?
ক্ষুধায় বিবশ দেহ, বিরস বয়ান,
কেন আজি আছ তৃণ-শয়নে শয়ান ?
সে দিন তোমায় হায়, হেরেছি নয়নে,
অট্টালিকা মাঝে ছিলে আনন্দিত মনে ;
বিপুল বিভব-রাশি ছিল যে তোমার,
হেরিয়ে বিস্মিত হ'ত নয়ন আমার।
কেন হায়, বল, আজি দেখিয়ে তোমায়,
তোমার আত্মীয়জন ফিরিয়া না চায় ?
এখন তোমারে হেরি' এই মনে হয় ;—
" চিরদিন এক দশা কাহারো না রয়।"

(রায়

প্রশ্ন—Questions.

1. গল্পটা পড়িয়া কি উপদেশ পাইলে দৃষ্টান্তসহ লিখ।
2. Derive :—পরিধান : হরণ ; বিমোহিত ; দাহন ; তাপিত ; জ্ব

3. Make nouns from :—

তাপিত ; বিমোহিত ; প্লাবিত ; গভীর ; উৎকণ্ঠিত ; প্রণত ; পূজা ;

4. Write an essay on any one of the following :

(ক) অধ্যবসায়ের উপকারিতা ; (খ) স্বাবলম্বন ; (গ) দীর্ঘসূত্রতা।

5. Write a reflective paragraph on :—

"চিরদিন এক দশা কাহারো না রয়।"

Notes.

(১) জীবন—প্রাণ (life); জল (water). মৃতের সমান—যমের ন্যায়। যম—সূর্য্যের পুত্র। (২) জলদ—মেঘ: জল দান করে যে (উপপদ)। জল শব্দ—দা (দেওয়া)+ড।

অশনি—বজ্র (a thunderbolt). নিঃস্বন—শব্দ (sound).

(৩) আসব—মধু। (৪) বিরস—শুষ্ক। বয়ান—বদন, মুখ। শতখান—অত্যন্ত ছিন্ন। বিভব—সম্পত্তি।

৮ বনদর্শনে সাবিত্রীর মনের ভাব

আহা! কি সুন্দর, সই এ বিজন স্থান,
বিধাতা করেছে কত সুখের নিধান।
নাহি পৌর-কোলাহল শ্রবণ-বিরস,
সতত সঞ্চরে হেথা শান্তি-সুধা-রস। ১

না বহে অনিল মন্দ পূতগন্ধভার—
বিষম অনিষ্টকারী গরল-আকার।
অধর্ম্মের স্রোত হেথা নহে প্রবাহিত,
মর্ম্মতাপী দ্বেষানল না হয় জ্বলিত। ২

নাহিক শোণিত-স্রাবী তুমুল সংগ্রাম,
নাহি জয়, পরাজয়, সকলি বিরাম।
বাহিরে শোভন, তীব্র গরল অন্তর,
আর নাহি সাধ মোর যাইতে নগর। ৩

অভিলাষ—এ বিজনে থাকি একাকিনী,
বনের হরিণী মম হইবে সঙ্গিনী।
নাহি চাই অট্টালিকা সুধা-ধবলিত,
সে কি পারে মোর মন করিতে মোহিত! ৪

সুশীতল তরুতল, আর কুঞ্জবন,
বিধাতা-নির্ম্মিত মম সুখের সদন।
চাহি না কনক-রত্ন-গঠিত ভূষণে,
নাহি সাধ নীলোজ্জ্বল মহার্ঘ বসনে। ৫

বনজ মুকুল, ফুল, করিব চয়ন,
স্ব-করে গাঁথিব মালা, হবে আভরণ।
আহরি' বল্কল বনে পিধানের তরে,
নিরমিব চীর-বাস, পরিব সাদরে। ৬

নাহি চাই উপাদেয় সরস ভোজন,
বন্য ফলমূল মম সুখদ অশন।
চিত্র রাজ-ছত্র মণি-কাঞ্চন-খচিত,
বৈতালিক, বন্দিগণ নেপথ্য-ভূষিত। ৭

রতন-মণ্ডিত স্বর্ণ রাজ-সিংহাসন,
এ সব লোভনে মোর নাহি যায় মন।
কুসুম-শোভিত লতা, তরু ঘন পত্র
দিবে স্নিগ্ধ-ছায়া মোরে, হবে আতপত্র। ৮

কলকণ্ঠ পক্ষিকুল হবে বৈতালিক,
নিত্য জাগাইবে মোরে, গায়ি' প্রাভাতিক।
তৃণাবৃত তরুমূল, কুঞ্জ আয়তন
হইবে অপূর্ব্ব মম নৃপতি-আসন। ৯

এ বিজনে হেন ভাবে হ'য়ে একমন,
দেব আরাধিয়ে সুখে কাটাব জীবন।
হেন নিরমল সুখ ভুঞ্জিবার তরে,
কে না সই, রাজ্যসুখ ছাড়ে অকাতরে! ১০

সত্য সই! শুন মোর আন্তরিক কথা—
যাইতে আমার মন নাহি চায় তথা।
এ কান্তারে প্রকৃতির শোভা দরশনে,
যাপিব জীবিত কাল, আনন্দিত মনে। ১১

(সাবিত্রী-চরিত)

প্রশ্ন—Questions.

১। সাবিত্রী কোন্ সময়ে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন?

২। অর্থ লিখ:—মর্ম্মতাপী দেবানল; তীব্রগরল-অস্তর; চীরবাস; নেপথ্য-ভূষিত; কলকণ্ঠ...বৈতালিক; প্রাভাতিক; প্রকৃতির শোভা দরশনে।

3. Form sentences with:—ভূষণ; মুকুল; উপাদেয়; অকাতরে; নিধান; অঞ্জলি।

৪। শুদ্ধ কর:—শিশু মাতার বক্ষোপরি নিদ্রা যাইতেছে। বাহ্যিক দুঃখে ভুলিও না। ভগবান্ আপনাকে নীরোগী করুন। সকলে একত্রিত হইলে যাত্রা করিবে।

5. Write an essay on *any one* of the following:—

সীতা; সাবিত্রী; দ্রৌপদী; বিদ্যাসাগর।

Notes.

১। সই—সখি। নিধান—আধার। পৌর-কোলাহল—নাগরিক কলরব। শ্রবণ-বিরস—শ্রুতিকটু। ২। মন্দ—ধীর গতি: পূতিগন্ধ—দুর্গন্ধ। ৩। শোণিত-স্রাবী—রক্তপাতবহুল। সুধা-ধবলিত—চূর্ণশুভ্র। ৫। মহার্ঘ—মূল্যবান্। ৬। পিধান—পরিধান। চীরবাস—বল্কল নির্ম্মিত বস্ত্র (বা ছিন্নবস্ত্র)। ৭। বৈতালিক—কীর্ত্তিকলাপসঙ্গীতের দ্বারা রাজগণের নিদ্রাভঙ্গকারিগণ। বন্দিগণ—স্তুতিপাঠকগণ। নেপথ্য-ভূষিত—অলঙ্কারশোভিত। ৮। আতপত্র—ছত্র। ৯। প্রাভাতিক—প্রভাতকালীন (ঘুমভাঙ্গানো) গান। কান্তারে—বনভূমিতে। জীবিত-কাল—মরণ পর্য্যন্ত।

৯ আত্ম-প্রতি দৃষ্টি।

এক দিন ভ্রমণের ছলে ধীরে ধীরে,
উপনীত হইলাম নির্ঝরের তীরে।
মনোহর সে নির্ঝর নিরমল জল,
নিরন্তর ঝরিতেছে করি কল কল।
ভেসে যায় স্রোতে কত তৃণ অনিবার,
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
অনুক্ষণ কুল কুল ধ্বনি শুনা যায়,
যেন সেই তৃণদল কহিল আমায়—
"আমাদের গতি তুমি কি কর ঈক্ষণ ?
ক্ষণেক স্বকীয় গতি ভাবনা সুজন !
ভাসি এ নির্ঝর-নীরে আমরা যেমন,
সময়ের স্রোতে তুমি ভাসিছ তেমন।
কোথা ছিলে, কোথা এলে, দেখহ ভাবিয়া
এখনো সুস্থির নও, যেতেছ ভাসিয়া।
প্রথমে বালক ছিলে সুকুমারমতি,
এখন তরুণ বেশ মোহন মূরতি ;
কালে হবে কাল কেশ তুষার বরণ,
গলিত হইবে চর্ম্ম, স্খলিত দশন।
পরে কোথা ভেসে যাবে কে বলিতে পারে ?
আত্মপ্রতি দৃষ্টি নাই কি বলি তোমারে।" ২

(মজুমদার)

প্রশ্ন—Questions.

1. State why the name is given to the poem.
2. অর্থ লিখ :—নির্ঝর ; অনিবার ; অনুক্ষণ ; ঈক্ষণ ; তরুণ ; স্খলিত
3. Parse :—ধীরে ধীরে ; অনুক্ষণ ; সুজন ; আত্মপ্রতি ।

৪। বিশেষ্যকে বিশেষণে ও বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত কর :—
উপনীত ; তরুণ ; স্খলিত ; স্থির ; কার্য্য ; শৌর্য্য ; বীর্য্য ; গমন ; গ্রহণ ; ভোজন ।

5. Elaborate the central idea contained in the lines :
"ভাসি এ নির্ঝর-নীরে ...ভাসিছ তেমন।"

Notes.

L. 2. নির্ঝর—ঝরণা। L. 9. ঈক্ষণ—দর্শন। L. 10. স্বকীয়—নিজের। L. 1[illegible] দেখহ—'হ' পাদপূরণার্থ। L. 16. মূরতি=মূর্ত্তি—মূর্চ্ছ্‌+ক্তি। L. 18. গলিত—পতিত। দশন—(দন্‌শ+অনট্‌)—দাঁত।

---

১ জন্মভূমির প্রতি।

রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,—
মধুহীন ক'রো না গো, তব মনঃ-কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে ?—
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি মা ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

জন্ম—১৮২৪ খৃষ্টাব্দ। মৃত্যু—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ

সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন ;
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে মা, যথা ফলে,
মধুময় তামরস, কি বসন্ত, কি শরদে।

(মধুসূদন)

প্রশ্ন—Questions.

১। কবি কোন্ সময়ে এরূপ বলিয়াছিলেন বর্ণনা কর। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর:—জীবতারা যদি খসে ; জীবননদে ; মনের মন্দিরে। শ্যামা জন্মদে ; সুবরদে ; মধুময় তামরস।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ধাতু নির্দ্দেশ কর:—

প্রবাসে ; স্থির ; জন্মদ ; অভিমান ; উক্তি।

Notes.

মিনতি—প্রার্থনা, ভিক্ষা। পরমাদ—(প্রমাদ) মৃত্যুরূপ বিপত্তি। মধুহীন—(ক) পুষ্পরসশূন্য, (খ) মধুসূদনের (লেখকের) স্মৃতিবিরহিত। কোকনদ—(রক্ত) পদ্ম (the red lotus). নীর—জল। ডরি—ভয় করি। শ্যামা—হরিৎবর্ণ শস্য-পত্রাদি পরিশোভিত (dressed green with various fresh crops). জন্মদে—জন্মভূমি (a brithplace), এখানে বঙ্গদেশ। তামরস—পদ্ম। মানসে—মানস সরোবরে। ফলে—ফোটে।

ব্যারিষ্টারী শিক্ষার জন্য বিলাত গমনকালে মধুসূদন এই কবিতাটী লিখিয়া জন্মভূমির নিকট বিদায় লইতেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

১ জাহ্নবী।

এস ভাগীরথি! এস মা নিকটে,
অঙ্কিত রয়েছে সুবর্ণ বরণে,
তব স্বচ্ছ নীর-মনোহর-পটে,
ভারতের গত সহাস্য বদন,
চিত্রপটে ছবি বিচিত্র যেমন। ১

ভারত-বিখ্যাত কত ঋষিগণ,
তব পূত নীরে প্রক্ষালিয়া দেহ,
করেছেন সুখে বেদ অধ্যয়ন;
মুনিকন্যা কত ফুল্ল ফুলদলে,
পূজিয়া দেবতা ভাসাইত জলে! ২

কত বীরাঙ্গনা পতিপ্রাণা সতী,
(জগতের কোন্ জাতীয় উদ্যানে
শোভে রে এ হেন সুবর্ণ ব্রততী!)
পাইতে পতিরে জ্বালি' হুতাশন,
দিয়াছে তাহাতে দেহ বিসর্জ্জন। ৩

ভারতের তুমি সমাধি-মন্দির,
সচঞ্চল এই ভারত মাঝারে,
তুমি গো কেবল রয়েছ সুস্থির;
দরিদ্র একটি এই ভিক্ষা চায়,
আর্য্য-নাম যেন লোপ নাহি পায়। ৪

এখন(ও) ত আশা লভেনি নির্ব্বাণ,
—জ্বলে অগ্নি যথা যখন জঞ্জাল,
পড়ে তার'পরে পর্ব্বতপ্রমাণ।
তব তীরে নীরে সঞ্চিত যে ধন,
দাও, সতি, দাও ফিরায়ে এখন। ৫

বীর, সতী, কবি, ঋষি, মুনিগণ;
সমুজ্জ্বল করি' তব রঙ্গভূমি,
কালহস্তে যাঁ'রা হয়েছে পতন,
সে সব দেহের দেহ-ভস্ম শেষ!
এখন(ও) ত আশা হয়নি নিঃশেষ। ৬

যেমন অনেক প্রধান নগরে,
এক ক্ষুদ্র দীপ পরশে নিমেষে
জ্বলি' গ্যাসমালা আলোক বিতরে,
সে ভস্ম পরশে দেখি যদি হায়,
আর্য্যের গৌরব ফিরে পুনরায়; ৭

আর কি কবিতা নিকুঞ্জ কাননে,
সেরূপ সুধার বাদিত্র বাজিবে?
সেরূপ সঙ্গীত উঠিবে গগনে!
কনক-কমল সংসারের নীরে,
সে সব ললনা আসিবে কি ফিরে! ৮

হায়, কেন খেদ করি অকারণ!
আর্য্যবংশ আর নাহি এ ভারতে,
নাহি রে ভারত পূর্ব্বের মতন!
সভ্যতার শোভা বিস্তৃত বাহিরে,
(বলবীর্য্যহীন হায় রে অন্তরে।) ৯

(দীনেশচন্দ্র)

প্রশ্ন—Questions.

১। প্রথম শ্লোকটির ভাবার্থ লিখ।

২। গঙ্গা অথবা স্থানীয় কোন নদীর বিষয় অবলম্বন করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখ।

৩। 'ভারতের তুমি সমাধিমন্দির'—এই বিষয়ে একটী paragraph লিখ।

৪। অষ্টম শ্লোকটীর ব্যাখ্যা কর।

৫। যদি পার্থক্য থাকে লিখ:—

জাহ্নবী, ভাগীরথী, গঙ্গা, পদ্মা। নীর, নীড়। কবি, কপি। দীপ, দ্বীপ।

Notes.

১। নীর-মনোহর-পটে—জলরূপ সুন্দর পটে (রূপক)। গত—অর্থাৎ যখন ভারতে ধর্ম্মবিদ্যাদি বিরাজিত ছিল।

২। পূত—পবিত্র। প্রক্ষালিয়া—ধৌত করিয়া। ফুল্ল—প্রস্ফুটিত। ৩। বীরাঙ্গনা—বীররমণী (কর্ম্মধা বা ষষ্ঠীতৎ)। ব্রততী—লতা। ৪। সচঞ্চল—অস্থির ('স' অতিরিক্ত)। আর্য্য—ব্রাহ্মণাদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিপালক বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী জাতি (ঋ+ণ্যৎ)। ৫। নির্ব্বাণ—নাশ। ৬। বাদিত্র—বাজনা। সুধার—সুমধুর। কনক.........নীরে—সংসাররূপ নদীর জলে সুবর্ণপদ্মস্বরূপ।

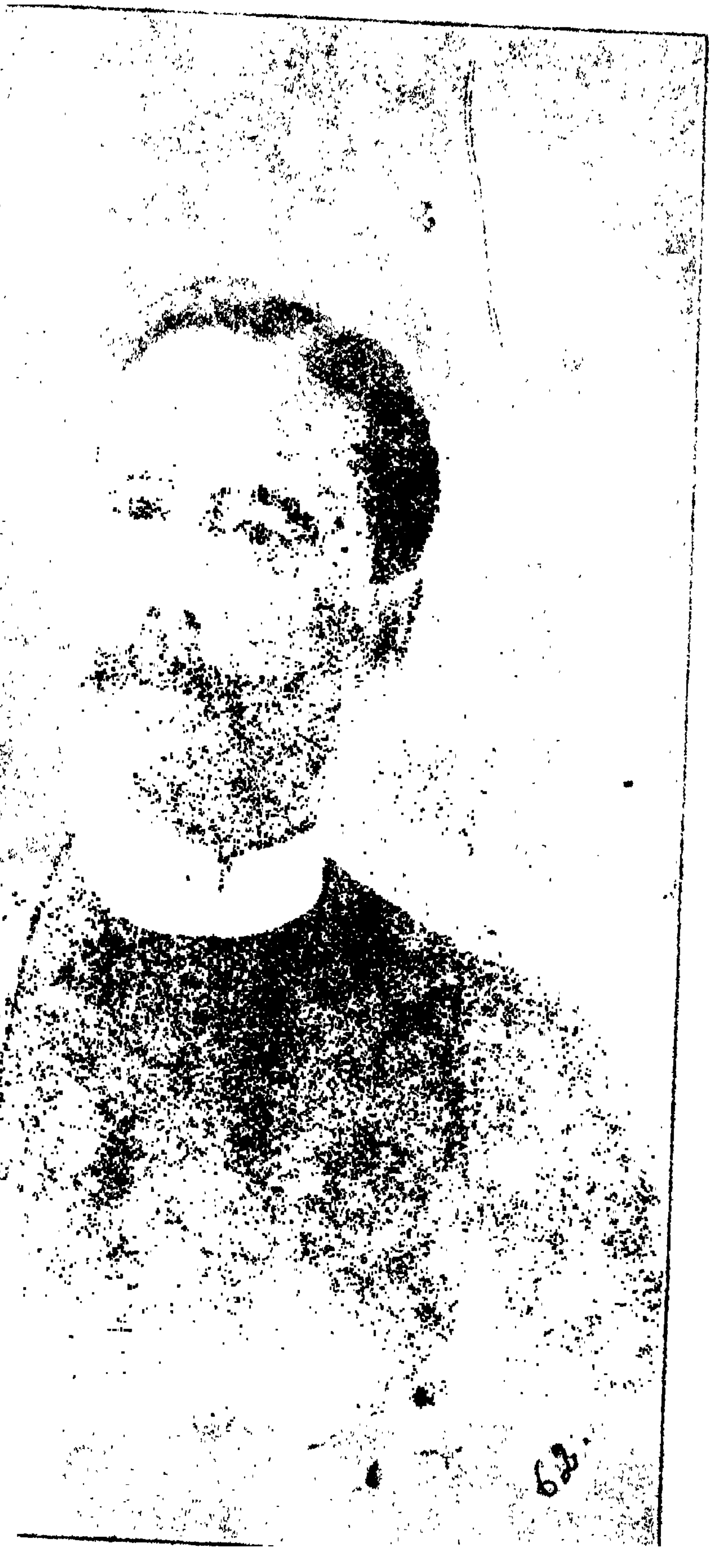

নবীনচন্দ্র সেন

২ পিতৃহীন যুবক।

কে আমার কাণে কাণে বলিল এখন—
"যুবক! নিরাশ এত বল কি কারণ?
জান না কি সুখ-দুঃখ নিশার স্বপন?
সুখ চিরস্থায়ী কবে? দুঃখ বা কখন?
এই দেখ এই ছিল তিমিরা রজনী,
আবার এখন দেখ হাসিছে ধরণী।" ১

হাসিছে ধরণী? আহা! আমি কেন তবে,
মজিয়া মনের দুঃখে, বসি' নদীতীরে,
ভাবিতেছি এই দুঃখ চিরদিন রবে,
কাঁদিতেছি অনিবার ভাসি' নেত্রনীরে?
আমার অধিক দুঃখী কত শত জন,
পর্ণ কুটীরেতে সুখে করেছে শয়ন। ২

মানুষের ধর্ম্ম এই। আশালতা তা'র
আজি পল্লবিত হয়, কালি মুকুলিত;
সলজ্জ কলিকা করে সৌরভ বিস্তার,
অভাগারে একেবারে করিয়া মোহিত।
মনে করে বিকাশিবে বাসনা-কমল,
সৌভাগ্যের পূর্ণজ্যোতিঃ হয়েছে উজ্জ্বল। ৩

তৃতীয় দিবসে হিম—নিধন কারণ—
তাহার অজ্ঞাতে হায় ! এসে আচম্বিত,
না জানি কি বিষবারি করি' বরিষণ,
বিনাশে কুসুমকলি লতার সহিত।
তখন অভাগা হায় ! হ'য়ে অচেতন,
ভূতলে পতিত হয় আমার মতন। ৪

কেবল আমি তো নহি ; সকল সংসারে
সুখ দুঃখ ক্রমাগত চক্রের মতন
ঘুরিতেছে অনিবার, কে রাখিতে পারে ?
কমলা অচলা হ'য়ে রয়েছে কখন ?
কি সুখ বিষয়ে ? কত নৃপতি বিরলে
এ ঘোর নিশীথে ভাসে নয়নের জলে। ৫

বিবেক ! নিশ্চয় আমি জেনেছি তোমায়,
কহিয়াছ উপদেশ মম কাণে কাণে ;
তোমার গম্ভীর বাক্য করিয়া সহায়,
ফিরিব সংসারে পুনঃ, পশিব সংগ্রামে।
কাপুরুষ প্রায় যেন ত্যজিয়া জীবন,
দয়াধর্ম্ম একেবারে দিব বিসর্জ্জন। ৬

কি ছার বিষয়-চিন্তা, কি ছার সংসার,
কি ছার সম্ভোগ-সুখ, অর্থই কি ছার !

মরিব কি তারি তরে, করি হাহাকার ?
নিশ্চয় লঙ্ঘিব এই দুঃখ-পারাবার ;
কি ভাবনা,—গেছে সুখ, ফিরিবে আবার ;
কিবা চিন্তা,—আছে দুঃখ, রহিবে না আর। ৭

নাহি কি ধৈর্য্যের অস্ত্র হৃদয়-ভাণ্ডারে ?
যুঝিব একাকী আমি, ত্যজিব না রণ।
দেখিব নিষ্ঠুর ভাগ্য কি করিতে পারে,
পাষাণে হৃদয় এই করিনু বন্ধন।
এই চলিলাম গৃহে করিলাম পণ,—
"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন।" ৮

অনুশীলনী—Exercise.

১। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) জান না কি সুখ দুঃখ নিশার স্বপন ?

(খ) কি সুখ বিষয়ে ? কত নৃপতি বিরলে
এ ঘোর নিশীথে ভাসে নয়নের জলে !

২। ভাবার্থ লিখ :—

কাপুরুষ-প্রায় কেন ত্যজিয়া জীবন,
দয়াধর্ম্ম একেবারে দিব বিসর্জ্জন।

৩। ব্যাসবাক্য সহ সমাস লিখ :—

নদীতীরে ; পর্ণ-কুটির ; আশা-লতা ; বাসনা-কমল ; পূর্ণজ্যোতিঃ বিষবারি ; কাপুরুষ ; দয়াধর্ম্ম ; বিষয়চিন্তা ; সম্ভোগ-সুখ

"পরিশ্রম ও অধ্যবসায়" সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখ।

৩ গিরি।

১

দিবানিশি জাগরণে ভূষা তরুদল,
এ প্রান্তরে একেশ্বর, ঊর্দ্ধশিরে নিরন্তর,
কা'র তরে শৃঙ্গধর হ'য়েছ অচল,
সম সহ তাপ, হিম, বজ্র, বাত্যা, জল।

২

কি অসুখে মনোদুখে হ'য়েছ পাথর ?
সুধি তোমা হে পাষাণ পাষাণ কি তব প্রাণ,
কিশোরে ছিল না কি হে কোমল অন্তর,
উন্মত্ত কি তবে যাও ভেদিয়া অম্বর ?

৩

একার্ণবে পূর্ণ যবে এ বিপুল স্থান,
তখন ছিল না ভূমি, কোথায় আছিলে তুমি,
ঢল ঢল জল কিসে হইল পাষাণ ?
তরল তরঙ্গ-মালা শিলার সোপান।

৪

ক্ষিপ্তপ্রায় জ্বাল' শিরে দীপ্ত হুতাশন,
জ্বলন্ত নিদাঘ-রবি, তব সদানন্দ ছবি,
রজনীতে ভয় বাসি ভীষণ দর্শন,
বিশালশ্মশানভূমি-ভৈরব যেমন !

অটল অশনি-পাতে নিদাঘ গহন,

তোমায় সুধাই গিরি, কি কারণে ধীরি ধীরি,

অবিরল আঁখিজল—নির্ঝর পতন,—

তোমারো কি ভাঙ্গিয়াছে সুখের স্বপন ?

(৺ গিরিশচন্দ্র)

প্রশ্ন—Questions.

১। প্রত্যেকটী পৃথক্ পৃথক্ অর্থে প্রয়োগ কর :—

শৃঙ্গ ; অন্তর ; তত্ত্ব ; অম্বর ; ভৈরব।

২। 'তোমারো কি ভাঙ্গিয়াছে সুখের স্বপন'—এ বাক্যটীর তাৎপর্য্য কি ?

৩। 'একার্ণবে পূর্ণ যবে এ বিপুল স্থান'—এ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। (ক) পর্ব্বত, (খ) মহাসাগর, (গ) মরুভূমি—ইহাদের মধ্যে কোন একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখ।

Notes.

১। একেশ্বর—একাকী, অসহায়। শৃঙ্গধর—পর্ব্বত। বাত্যা—প্রবল ঝটিকা। ২। পাষাণ—প্রস্তরবৎ নির্ম্মম। কিশোর—বাল্যকাল। তত্ত্বে—গূঢ় রহস্যে। অম্বর—আকাশ। ৩। একার্ণবে—কেবল জলে। এ বিপুল স্থান—পৃথিবী। শিলার—পাথরের। ৪। ক্ষিপ্তপ্রায়—উন্মত্তের ন্যায়। নিদাঘ—গ্রীষ্ম। বাসি—মনে করি। ভৈরব—ভীষণ দেবতা বিশেষ। ৫। অটল—নিশ্চল। অশনি—বজ্র। গহন—গভীর অরণ্য। তোমারো কি ইত্যাদি—তোমার কি সুখভোগ শেষ হইয়া দুঃখভোগ আরম্ভ হইয়াছে ?

৪ অশোক তরু।

১

কে তোমারে তরুবর, ক'রে এত মনোহর,
রাখিল এ ধরাতলে, ধরা ধন্য ক'রে ?
এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী ভিতরে ?
দেখ দেখ কি সুন্দর, পুষ্পগুচ্ছ থরে থর,
বিরাজে শাখার'পর সদা হাস্যভরে—
সিন্দূরের ঝারা যেন বিটপী উপরে !
মরি কিবা মনোলোভা, ছড়ায়ে রয়েছে শোভা,
আভা যেন উথলিয়া পড়িছে অম্বরে।
কে আনিল হেন তরু পৃথিবী ভিতরে ?

২

বল বল তরুবর, তুমি যে এত সুন্দর,
অন্তরও তোমার কি হে ইহারি মতন ?
কিংবা শুধু নেত্র-শোভা মানব যেমন ?
আমি দুঃখী তরুবর, তথাপি মম অন্তর,
না জানে মনের সুখ, সন্তোষ কেমন ;
তরুবর, তুমি বুঝি না হবে তেমন ?
ওহে তরু খুলে বল, শুনে হই সুশীতল,
ধরণীতে সদানন্দ আছে একজন—
না হয় সন্তাপে যারে করিতে ক্রন্দন।

৩

জানিতাম তরুবর যদি হে তব অন্তর
দেখাতাম একবার পৃথিবী তোমায়—
মানবের মনশ্চিত্রে কি আছে কোথায়।
কত মরু, বালুস্তূপ, কত কাঁটা, শুষ্ক কূপ,
ধূ ধূ করে নিরবধি অন্ধ ঝটিকায়—
সরসী, নির্ঝর, নদী কিছু নাহি তায়।
তা হ'লে বুঝিতে তুমি, কেন ত্যজি বাসভূমি,
নিত্য আসি,' কাঁদি বসি' তোমার তলায়;
ত্যজি নর, ধরি কেন তোমার শাখায়।

৪

বড় দুঃখী তরু আমি, জানেন অন্তরযামী,
তোমার তলায় আসি' ভাসি অশ্রুনীরে,
দেখিয়া জীবের সুখ ভবের মন্দিরে।
এই ভিন্ন সুখ নাই, তরু তাই ভিক্ষা চাই,
পাই যেন এইরূপে কাঁদিতে গম্ভীরে,
যত দিন নাহি যাই বৈতরণী-তীরে।
এক ভিক্ষা আছে আর, অন্য যদি কেহ আর,
আমার মতন দুঃখী আসে এই স্থানে,
তরু, তারে দয়া ক'রে তুষিও পরাণে।

(হেমচন্দ্র)

অনুশীলনী—Exercise.

1. কবি অশোকতরুর নিকট দুঃখ জানাইতেছেন কেন ?

2. (ক) অন্তর ; (খ) নিত্য ; (গ) গ্রহণ ; (ঘ) তারা ; (ঙ) মালা—ইহাদের প্রত্যেকটীর অন্ততঃ দুইটী করিয়া অর্থ বল ও উদাহরণ দাও।

3. Explain fully stanza *third* clearing the metaphor contained in it.

4. Give the synonyms (পর্য্যায়-শব্দ) of :—পৃথিবী, বৃক্ষ, নদী।

5. Write an essay on *any one* of the following :—

(ক) আম্রবৃক্ষ ; (খ) কদলীবৃক্ষ ; (গ) নারিকেলবৃক্ষ।

Notes.

(১) হাস্তভরে—পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়ার জন্য যেন হাস্য করিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে। সিন্দূরের ধারা—লালবর্ণের বলিয়া।

(২) মানব যেমন বাহ্যতঃ দেখিতে যাইলে মানুষকে বড় সুখী বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়।

(৩) সরসী—সরোবর। (৪) অন্তর্যামী—প্রাণের মধ্যেও যাহার যাতায়াত আছে (ঈশ্বর)। বৈতরণী—যমদ্বারস্থ নদী বিশেষ।

৫ সীতা-বিলাপ।

জনক দুহিতে কাঁদিতে কাঁদিতে,
লব-কুশ দোঁহে লইয়া সহিতে,
আইলেন আর্য্যপুত্রেরে দেখিতে,
শিরে কর হানি' পড়িয়া মহীতে,
হাহাকার রব করিয়ে হে। ১

লোচনে সলিল পড়িছে ঝরিয়া,
রামের দুখানি চরণ ধরিয়া,
কাঁদেন জানকী করুণা করিয়া,
কোথাকারে প্রভু গেলে হে চলিয়া,
কোন্ অপরাধ পাইয়ে হে। ২

ধূলায় ধূসর এ হেন শরীর,
দুকুল আকুল হয়েছে কটির,
ললাট-ফলকে পড়্‌ছে রুধির,
দিবসে সকলি দেখি যে তিমির,
আলো কর প্রভু জাগিয়ে হে। ৩

ললাট-লিখন ঘুচাইতে নারে,
আপনি উদরে ধরিয়াছি যা'রে,
তনয় হইয়া বধিল পিতারে,
ওহে আর্য্যপুত্র, কি হলো আমার এ,
উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে। ৪

ধিক্ ধিক্ তোরে বলি রে তনয়,
বুঝিলাম তোরা আমার তো নয়,
এমন্ক'রতে উচিত কি হয়,
প্রভুরে পাঠালি যমের আলয়
ইহা দেখি আমি বসিয়ে হে। ৫

এ ছার জীবন কেমনে রাখিব,
প্রভুর নিকটে এখনি মরিব,
জ্বালি' চিতা আমি তাহাতে পশিব,
নহে হলাহল ভক্ষণ করিব,
কি কাজ এ দেহ রাখিয়ে হে। ৬

প্রসাদ কহিছে, শুন মা জানকি,
রামের মহিমা তুমি না জান কি!
প্রবোধ মান, মা, কমল-কানকী,
ত্বরা উঠিবেন রাঘব ধানকী,
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো। ৭

(রামপ্রসাদ)

প্রশ্ন—Questions.

১। কবিতাটী কোন্ সময়ে, কি উপলক্ষে লিখিত তাহা বিশদরূপে লিখ।

২। লেখক কে? তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। তৃতীয় ও সপ্তম (শেষ)—এই দুইটী শ্লোকের ব্যাখ্যা কর।

৪। 'রামের বনগমন'—এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখ।

Notes.

Context. শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোটক কুশ ও লব কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে, উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়; প্রকৃত সম্বন্ধের জ্ঞান না থাকাতে শ্রীরামচন্দ্রাদি লবকুশ কর্ত্তৃক নিহত হন। সেই সময়ে সীতার বিলাপ।

২। আর্য্যপুত্র—পুরাতন কালে পত্নী কর্ত্তৃক স্বামীর সম্বোধন। ৩। দুকুল—পট্টবস্ত্র। আকুল—শিথিল। কটির—কোমরের। ৬। হলাহল—তীব্র বিষ। ৭। কমলকানকী—স্বর্ণ পদ্মবর্ণা। ধানকী—ধনুর্দ্ধর।

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের খেদ।

চেতন পাইয়া রাম কহিলা কাতরে,
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ্-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু লভিছ ভূতলে
আরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ আমারে ?
উঠ বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক্ : কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি' রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি। কেমনে ভুলিলে
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !
উঠ ত্বরা ভীমবাহু, অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে।
তোমার পতনে হনূ বলহীন, বলি,

গুণ-হীন ধনু যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি ;
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী ;
ব্যাকুল এ বলি-দল ! উঠ ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি' !
কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুর্ব্বার রণে
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে,
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি',—
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি' রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা-জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ ! আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর। কি কহিব, সুধা'বেন যবে
মাতা, "কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর ?" কি ব'লে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসি-জনে ?
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে
ত্যজি রাজভোগ তুমি পশিলা কাননে ?
মম দুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; তিতি' অশ্রুজলে
এবে আমি, তবু নাহি চাহ মোর পানে,

প্রাণাধিক? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি;
শিশির-আসারে নিত্য সরস' কুসুমে
নিদাঘার্ত্ত; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে।
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু! বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়! ভিখারী রাঘবে।"

(মধুসূদন)

প্রশ্ন—Questions.

1. Give at least two meanings of each :—
বিধি; গজ; নিত্য; গুণ; জীবন।

2. Form sentences with :—যাইতে না যাইতেই; যত—তত; যেমন করিয়াই হউক।

3. 'ভ্রাতৃভক্তি' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।

4. লক্ষ্মণের শক্তিশেলের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনা বর্ণনা কর।

Notes.

(Line 3) যামিনী—রাত্রি। (L. 4) সুধন্বিন্—বিশিষ্ট ধনুর্দ্ধর (সু এমন ধন্বিন্—ধনুর্দ্ধর, কর্ম্মধা)। (L. 8) মহাবাহু—দীর্ঘভুজ। (L. 20) রথী—রথারোহী। শূন্যচক্র—চক্রবিহীন। (L. 21) হনূ—হনুমান। গুণহীন—ছিলাশূন্য। (L. 24) কর্ব্বূরোত্তম—রাক্ষসশ্রেষ্ঠ। (L. 25) বলিদল—শূরসমূহ। (L. 26) উন্মীলি—মেলিয়া। (L. 27) দুর্ব্বার—দুরন্ত। (L. 31) তনয়বৎসলা—সন্তানস্নেহময়ী। (L. 34) সুধাবেন—জিজ্ঞাসা করিবেন। (L. 37) উর্ম্মিলা—লক্ষ্মণের পত্নী। (L. 42) তিতি—ভিজিতেছি। (L. 45) শিশির-আসারে—হিম বৃষ্টিধারা। সরস—(ক্রিয়া), রসান্বিত কর। (L. 47) সুধানিধি—অমৃতভাণ্ড।

৭ দিলীপ।

বৈবস্বত নামে মনু সূর্য্যের তনয়
মনীষি-কুলের মণি সর্ব্বগুণময়,
নৃপতিকুলের যিনি আদি নরপতি
বৈদিক মন্ত্রের আদি ওঙ্কার যেমতি। ১

উজলি' তাঁহার বংশ জন্মিলা সুমতি
দিলীপ ক্ষিতিপ-ইন্দু বীরকুল-পতি,
উজলি' ক্ষীরোদ-জল উদিলা যেমন
সমুদ্র-মন্থনে শশী ভুবনমোহন। ২

সুলম্বিত বাহু তাঁর, উরস বিশাল,
বৃষস্কন্ধ, কলেবর যেন দীর্ঘ শাল;—
নিজ কর্ম্ম-ক্ষম দেহ করিয়া ধারণ
ক্ষাত্রধর্ম্ম অবতীর্ণ ধরায় যেমন। ৩

ভূতলে অতুল বল ধরেন নৃপতি,
নিজ তেজে সর্ব্বজনে জিনিলা রাজন্,
নিজ বশে বসুধারে আনিয়া সুমতি
শোভিলেন, সর্ব্বোন্নত সুমেরু যেমন। ৪

সুচারু আকার তাঁর, অন্তরে তেমতি
তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সেই মত শাস্ত্রেতে যতন;
যেমন আগম শিক্ষা, কার্য্যও তেমন,
কার্য্য অনুরূপ ফল লভেন সুমতি। ৫

তেজঃশৌর্য্য গুণে তিনি ভয়ের কারণ,
দয়াশীলতায় পুনঃ শ্রদ্ধার আধার ;
মকর-সঙ্কুল সিন্ধু যদিও ভীষণ
রতন-আকর বলি আদর তাহার। ৬

মনুপ্রদর্শিত পথে দিলীপ নৃপতি
চালাইলা সুনিয়মে নিজ প্রজাগণ ;
চালায় স্যন্দন যবে নিপুণ সারথি
রথচক্র ক্ষুণ্ণ পথে চলে অনুক্ষণ। ৭

সাধিবারে প্রজাদের অশেষ মঙ্গল
ষষ্ঠ-ভাগ-কর রাজা করেন গ্রহণ—
সংগ্রহি' সহস্র-রশ্মি ধরা হ'তে জল
করেন সহস্রগুণ পুন বরষণ। ৮

শোভাহেতু সঙ্গে তাঁর ছিল সেনাগণ,
সুগভীর শাস্ত্র-জ্ঞান আর শরাসন—
এ দুই সহায়ে রাজা করেন সাধন
নিজ কার্য্য ; অন্যোপায়ে কিবা প্রয়োজন? ৯

করিতেন আত্মরক্ষা, স্বভাব-নির্ভয় ;
সাধিতেন ধর্ম্ম, রোগ-হীন অকাতর,
অলুব্ধ হইয়া অর্থ করেন সঞ্চয়,
অনাসক্ত হ'য়ে সুখ ভুঞ্জে নৃপবর ১০

জ্ঞানে মৌনী, দানে রাজা শ্লাঘা-বিরহিত,
বৈর-নির্য্যাতনক্ষম হ'য়ে ক্ষমাপর ;—
এ রূপে বিরোধভাব ত্যজি' পরস্পর
গুণচয়, তাঁর দেহে ছিল সম্মিলিত। ১১

বিষয়-তৃষায় মুগ্ধ নহে তাঁর মন,
সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ অতুল ভুবনে ;
ধর্ম্মপথে রাখিতেন মতি অনুক্ষণ
জ্ঞানেতে প্রবীণ তিনি বার্দ্ধক্য বিহনে। ১২

গ্রহিতেন কর রাজা পৃথিবী দোহনে
দেবপ্রীতি হেতু যজ্ঞ সাধিবার তরে,
দুহি' স্বর্গ দেবরাজ, বারি বরষণে
বিতরেন শস্য-রাশি মানবনিকরে—১৩

এই রূপে বিনিময়ি' বিভব আপন
পালিলা ভুবনদ্বয় উভয় রাজন্।
অনুপম যশোরাশি লভিলা ভূপতি
সমূলে তস্করকুলে করিয়া দমন—
চৌর্য্যবৃত্তি তাঁর রাজ্যে ত্যজি' পরধন
কথারূপে শ্রুতিপথে করিত বসতি। ১৪

শিষ্ট হ'লে শত্রুকেও পালেন নৃপতি,
তিক্ত বলি ঔষধেরে কে করে বর্জ্জন ?
প্রিয় জন দুষ্ট হ'লে দণ্ডেন সুমতি,
কে না ত্যজে সর্প-ক্ষত অঙ্গুলি আপন ? ১৫

আপন প্রতাপে রাজা করিলা শাসন
এক ছত্রে বসুমতী একপুরীপ্রায়,
বেষ্টিতা বারিধি-তীর-প্রাচীরমালায়
চৌদিকে পরিখা যার সাগর ভীষণ। ১৬

প্রশ্ন—Questions.

১। নিজের কথায় দিলীপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর :—(ক) বৈদিক মন্ত্রের আদি ওঙ্কার যেমতি (১)। (খ) উজলি ক্ষীরোদ-জল......ভুবন মোহন (২)। (গ) নিজ কর্ম্ম-ক্ষম..... ধরায় যেমন (৩)। (ঘ) জ্ঞানেতে প্রবীণ তিনি বার্দ্ধক্য বিহনে (১২)। (ঙ) বেষ্টিতা বারিধি-তীর......সাগর ভীষণ (১৬)।

৩। প্রত্যেকটী একটী শব্দ দ্বারা প্রকাশ কর :—(ক) যে আপনাকে হনন করে। (খ) যাহা পূর্ব্বে কখনও শোনা যায় নাই। (গ) যতদিন জীবিত থাকিব। (ঘ) যাহাতে অতি কষ্টে আরোহণ করা যায়।

৪। গুণময়, বৈদিক, শশী, নৃপতি, আগম, শৌর্য্য, শ্রদ্ধা, ধর্ম্ম, সঙ্কল্প, মৌনী, যজ্ঞ, চৌর্য্য, দুষ্ট, সর্প, বসুধা—কিরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে ?

৫। মণি, গুণ, ধর্ম্ম, রোগ, বিষয়, শ্রুতি—প্রত্যেকটীর অন্ততঃ দুইটী করিয়া অর্থ বল ও উদাহরণ দাও।

Notes.

১। বৈবস্বত—(বিবস্বৎ+ষ্ণ)। ক্ষিতিপ-ইন্দু—রাজ-শ্রেষ্ঠ (উপমিত)। মনীষিকুলের—মহাত্মগণের। উজলি ইত্যাদি—সমুদ্রমন্থনে চন্দ্রের জন্ম হয়। ২। ক্ষীরোদ—ক্ষীর সমুদ্র।

(৩) উরস্—বক্ষোদেশ। নিজকর্ম্ম ইত্যাদি—সাধারণের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য ক্ষত্রিয়ধর্ম্মই যেন দিলীপরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে।

(৪) সুমেরু—পৃথিবীর উত্তরসীমার পর্ব্বত। (৫) আগম-শাস্ত্র। (৬) মকর-সঙ্কুল—জলজন্তুতে পূর্ণ। (৭) স্যন্দন—রথ। ক্ষুণ্ণ—চিহ্নিত। (৮) সহস্ররশ্মি—সূর্য্য। (৯) শরাসন—ধনুঃ। (১১) মৌনী—অবহুভাষী।, শ্লাঘাবিরহিত—নিরহঙ্কার। বৈরনির্য্যাতনক্ষম—শত্রুতাপ্রতীকারসমর্থ। ক্ষমাপর—ক্ষমাশীল।

(১২) জ্ঞানেতে প্রবীণ ইত্যাদি—যদিও তাঁহার পককেশ, লোল চর্ম্ম ইত্যাদি বৃদ্ধের চিহ্ন ছিল না তথাপি তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ ছিলেন।

(১৩) নিকর—সমূহ। (১৪) বিনিময়ি'—পরিবর্ত্তন করিয়া। ভুবনদ্বয়—স্বর্গ ও পৃথিবী। চৌর্য্যবৃত্তি ইত্যাদি—তাঁহার রাজ্যে কার্য্যতঃ 'চুরি' ছিল না, কেবল 'চুরি' কথাটী শুনা মাত্র যাইত।

(১৬) বেষ্টিতা ইত্যাদি—তাঁহার রাজ্য চতুঃসমুদ্রতীররূপ প্রাচীর ও সমুদ্ররূপ পরিখাদ্বারা বেষ্টিত ছিল অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীই তাঁহার রাজ্য।

ঈশ্বর।

এই বিশ্ব-মাঝে, যেখানে যা' সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজা'য়ে রেখেছ।
বিবিধ বরণে বিভূষিত ক'রে,
তা'র উপরে তোমার নামটি দিয়েছ ॥ ১

পত্র-পুষ্প-ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় যে তোমার "দয়াল" নামটী লেখা,
"সুন্দর" নাম তোমার বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা,
"প্রেমানন্দ" নামটী নয়নে লিখেছ ॥ ২

চন্দ্রাতপতুল্য গগন-মণ্ডল,
দীপালোকে যেন করে ঝলমল,
তার মাঝে ইন্দু, ক্ষরে সুধাসিন্ধু,
"সুধাসিন্ধু" নাম তায় অঙ্কিত করেছ ॥ ৩

জলেতে লিখেছ "জগৎ-জীবন"
পবন-হিল্লোলে হয় দরশন,
জ্বলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
"জ্যোতির্ম্ময়" নামে জগৎ দেখা'তেছ ॥ ৪

ভূস্তরে প্রস্তরে তাবৎ চরাচরে,
"সর্ব্বব্যাপী" নাম লিখেছ স্বাক্ষরে,
লেখা দেখে তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে,
লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ ॥ ৫

হৃদয়ে লিখেছ "হৃদয়-বল্লভ"
প্রেম-সূর্য্যোদয়ে হয় অনুভব,
তন্নামে অঙ্কিত তোমারি ত সব,
হাতে কলমেতে ধরা যে পড়েছ ॥ ৬

(বিষ্ণুরাম)

অনুশীলনী—Exercise.

১। ভাবার্থ লিখ :—(ক) দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ দুই পংক্তি ("সুন্দর" নাম...লিখেছ)। (খ) শেষ শ্লোক (হৃদয়ে......পড়েছ)।

২। 'ঈশ্বর-ভক্তি' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখ।

৩। বাক্যসহ সমাস লিখ :—প্রেমানন্দ; চন্দ্রাতপ; দীপালোক; সুধাসিন্ধু; সর্ব্বব্যাপী; প্রেম-সূর্য্যোদয়; তন্নাম।

৪। জগৎ, পবন, জলদ, জ্যোতির্ম্ময়, প্রেম, হৃদয়—প্রত্যেকটী কিরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে?

Notes.

৩। চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া। ইন্দু—চন্দ্র।
সুধাসিন্ধু—অমৃত-সমুদ্র। ৪। পবন-হিল্লোলে—বায়ুতরঙ্গে।

৫। ভূস্তরে—পৃথিবীর স্তরে স্তরে। জলদ—মেঘ।
স্বাক্ষরে—নিজকৃত অক্ষরে। প্রস্তরে—পাষাণে।

৬। হৃদয়ে লিখেছ ইত্যাদি—যখন হৃদয়ে ভক্তিরূপ সূর্য্যোদয় হয়, তখন তোমাকে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারি, জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। তোমাকে যখন একবার বুঝিয়াছি আর তুমি কোথায় যাইবে?

পরিশিষ্ট।

কবি-পরিচয়।

(যাঁহাদিগের কবিতা এই পুস্তক-মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—বর্ণানুক্রমে)।

১। শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল ঃ—

বাসস্থান কলিকাতা। জন্ম—১২৭৩ বঙ্গাব্দ। বঙ্গের আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে ইনি অন্যতম। 'প্রদীপ,' 'ভুল,' 'শঙ্খ,' 'কনকাঞ্জলি,' 'এষা' প্রভৃতি ইঁহার কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কবিতাপুস্তক আছে। (পৃষ্ঠা—৮৯)।

২। ৺আনন্দচন্দ্র মিত্র ঃ—

জন্মস্থান ঢাকা জেলায়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও কবি ছিলেন। 'ভারতমঙ্গল মহাকাব্য,' 'হেলেনাকাব্য,' 'মিত্রকাব্য' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ ও 'প্রবন্ধসার' প্রভৃতি অনেকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। (পৃষ্ঠা—৩৩, ৯৭)।

৩। ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঃ—

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ-পরগণার অধীন কাঁচড়াপাড়া গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃতিলব্ধ অসামান্য কবিত্ব-শক্তি ছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে 'সংবাদ-প্রভাকর' নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোক গমন করেন। (পৃষ্ঠা—৩৫, ৬১, ৭২)।

৪। ৺কাশীরাম দাস ঃ—

বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার অধীন সিঙ্গিগ্রামে কায়স্থবংশে, অনুমান বাঙ্গালা ৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় তিনশত বৎসর হইতে চলিল, তিনি সংস্কৃত মহাভারতের ঘটনাবলী সরল ও মনোহর বাঙ্গালা পদ্যে রচনা করেন। (পৃষ্ঠা—১৫)।

৫। ৺কৃত্তিবাস ওঝা ঃ—

কৃত্তিবাস বাঙ্গালার অতি প্রাচীন কবি। ইঁহার রামায়ণ বঙ্গ-সাহিত্যে অবিনশ্বর। অনুমান খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে, নদীয়া জেলায় রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাসের স্মৃতি-রক্ষাকল্পে দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নামে বিদ্যালয়স্থাপন, ইঁদারা খনন, রাস্তাপ্রস্তুত ও স্তম্ভনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। (পৃষ্ঠা—১৯)।

৬। ৺কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ—

ইনি একজন সুলেখক ছিলেন। 'কবিতা-কুসুমাঞ্জলি,' 'সরল ব্যাকরণ' প্রভৃতি প্রণয়ন দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। (পৃষ্ঠা—৮২)।

৭। ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ঃ—

খুলনা জেলায় সেনহাটী গ্রামে ১২৪২ সালে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অধিক গ্রন্থ লিখিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার এক 'সদ্ভাবশতকেই' দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি রহিয়াছে। অকালে সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় স্বাস্থ্যশূন্য না হইলে তিনি বঙ্গভাষাকে অনেকগুলি সুন্দর অলঙ্কার প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি অনেক দিন 'কবিতা-কুসুমাবলী,' নামক

মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ২৯শে পৌষ স্বীয় জন্মভূমিতেই প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। (পৃষ্ঠা—৯১, ১১১)।

৮। ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ :—

১২৫০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা বাগবাজারে জন্ম। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি অন্যূন ৭০ খানি নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন প্রণয়ন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও বঙ্গালয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন। (পৃষ্ঠা—১২০)।

৯। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় :—

ইনি জনৈক সুকবি। ইঁহার অনেকগুলি সঙ্গীত ও উৎকৃষ্ট খণ্ড কবিতা আছে। (পৃষ্ঠা—১)।

১০। ৺দ্বারকানাথ রায় কবিকুঞ্জর :—

ইনি সুকবি ও সুলেখক বলিয়া সুপরিচিত। 'ছাত্রবোধ,' 'কবিতাপাঠ' প্রভৃতি অনেকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। হিন্দুস্কুলের অন্যতম পণ্ডিত ছিলেন (পৃষ্ঠা—৩০)।

১১। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর :—

জন্ম—১৮২৯ খৃষ্টাব্দে, নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী চৌবেড়িয়া গ্রামে। 'নীলদর্পণ,' 'নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতি নাটক ও 'দ্বাদশ কবিতা,' 'সুরধুনী কাব্য' প্রভৃতি পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মৃত্যু—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, ১লা নভেম্বর। (পৃষ্ঠা—৬৪)।

১২। ৺দীনেশ চরণ বসু :—

নিবাস ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন শ্রীবাড়ী গ্রামে।

১২৫৭ সালে পূর্ণিয়াতে জন্ম। 'কবিকাহিনী,' 'মানস-বিকাশ' প্রভৃতি ইঁহার কবিতাগ্রন্থগুলির এক সময়ে যথেষ্ট আদর ছিল। (পৃষ্ঠা—১১৪)।

১৩। ৺দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় :—

নদীয়া জেলার অন্তর্গত 'উলা' (বীরনগর) গ্রামে জন্ম। 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' ইহাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। বর্ণনা অতি প্রাঞ্জল। (পৃষ্ঠা—৪৩)।

১৪। ৺নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, এম.এ., বি.এল :—

ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ছিলেন। জন্ম ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার আলমপুর গ্রামে। কালিদাস কৃত 'রঘুবংশ,' ভারবিকৃত 'কিরাতার্জ্জুন,' মাঘের 'শিশুপাল বধ' প্রভৃতি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া ও 'আকাশ-কুসুম' প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া বাঙ্গালাসাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। (পৃষ্ঠা—১৩০)।

১৫। ৺নবীনচন্দ্র সেন :—

১২৫৩ সালে চট্টগ্রাম জেলায় নয়াপাড়া গ্রামে জন্ম। ১২৭৩ সালে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ হন। বঙ্গভাষাকে তিনি এক অপূর্ব্ব কবিত্ব-ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ; যথা :—অবকাশরঞ্জিনী ১ম ও ২য়, পলাশীর যুদ্ধ, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, খৃষ্ট, অমিতাভ, অমৃতাভ, রঙ্গমতী, ভানুমতী, প্রবাসের পত্র, আমার জীবন (স্বরচিত আত্মজীবন চরিত—পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ) ইত্যাদি। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন (পৃষ্ঠা—১১৭)।

১৬। শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী :—

ময়মনসিংহ সন্তোষের প্রসিদ্ধ জমিদার। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে জন্ম। অল্প বয়স হইতেই ইনি কবিতা রচনায় নিপুণ। 'পদ্মা', 'গৌরাঙ্গ,' 'গীতিকা' প্রভৃতি ইঁহার কাব্যগ্রন্থগুলি সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত ও সর্ব্বত্র প্রশংসিত। (পৃষ্ঠা - ৮১)।

১৭। শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার :—

আধুনিক সুলেখক ও কবি। 'শিশুরঞ্জন ভারতইতিহাস,' বিদ্যাসাগর জননী 'ভগবতী-দেবীর জীবনী' প্রভৃতি কতিপয় পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। (পৃষ্ঠা—৫৩)।

১৮। ৺ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় :—

একজন সুলেখক ছিলেন। ইঁহার 'মৈথিলী মিলন' নাটক ও অন্যান্য অনেক কবিতা পুস্তক আছে। (পৃষ্ঠা—১০৭)।

১৯। শ্রীমহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী :—

আধুনিক লেখক ও সুকবি। 'কবিতাপাঠ' গ্রন্থত্রয়ের লেখক ও 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতার' প্রসিদ্ধ অনুবাদক। (পৃষ্ঠা—২৭, ৬৭)।

২০। ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত :—

যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম। বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক, আধুনিক প্রসিদ্ধ কবি। 'মেঘনাদ-বধ' প্রভৃতি অনুত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। (পৃষ্ঠা—৭৯, ৯৫, ১১২, ১২৭)।

২১। ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ—

বর্দ্ধমান জেলায় কালনার নিকটবর্ত্তী বাকুলিয়া গ্রামে ১৭৪৮ শকে জন্ম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মে মাসে পরলোক-প্রাপ্তি হয়। (পৃষ্ঠা—১০১)।

২২। ৺রজনীকান্ত সেন ঃ—

বঙ্গের আধুনিক প্রসিদ্ধ কবি। রাজসাহীতে ওকালতী করিতেন। 'বাণী,' 'কল্যাণী,' 'অমৃত' প্রভৃতি গীতিকা গ্রন্থ ও কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন (পৃষ্ঠা—৮)।

২৩। সার্ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ—

১২৬৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা যোড়াসাঁকোর বাটীতে জন্ম। মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। 'রাজর্ষি,' 'নৌকা'ডুবি' প্রভৃতি উপন্যাস, 'রাজা ও রাণী' প্রভৃতি নাটক এবং বহু সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। (পৃষ্ঠা—৪, ২৪)।

২৪। ৺রাজকৃষ্ণ রায় ঃ—

১২৬২ সালে জন্ম। আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলায় রামচন্দ্রপুর। 'অবসর সরোজিনী' প্রভৃতি অনেক উৎকৃষ্ট কবিতাপুস্তক এবং 'নরমেধ যজ্ঞ,' 'ঋষ্যশৃঙ্গ' প্রভৃতি কতিপয় নাটক রচনা করেন। ইঁহার পদ্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' বঙ্গসাহিত্যের আদরের সামগ্রী। ১৩০০ সালে দেহান্তর ঘটে। (পৃষ্ঠা—১১, ১০৪)।

২৫। কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন :—

১৭২৩ খৃষ্টাব্দে হালিসহরে বৈদ্যবংশে জন্ম। সাধক কবি। শ্যামা বিষয়ক অসংখ্য গীত ও পদাবলী রচনা করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রদান করেন। ইনিও 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করিয়া রাজাকে উপহার দেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। (পৃষ্ঠা—১২৪)

২৬। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সি. আই. ই. :—

অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ও কবি। ২৪-পরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে ১২৪৫ বঙ্গাব্দে (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে) জন্ম। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম বর্ষ বয়সে এক দিনেই তিনি বাঙ্গালা বর্ণমালা শিক্ষা করেন। ১২৬৫ বঙ্গাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর বৎসর ছোটলাট হালিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ। ১৩০০ বঙ্গাব্দে ২৬এ চৈত্র তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। (পৃষ্ঠা—৫৬)

২৭। শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী :—

বর্দ্ধমান জেলায় কালনা মহকুমার অন্তর্গত পূর্ব্বস্থলী থানার অধীন মোয়াইল গ্রামে জন্ম। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী সুখ্যাতির সহিত বহুকাল নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। 'Junior Text-Book of Translation', 'Manual of Translation,' 'ছাত্রশিক্ষা,' 'বালিকা রঞ্জন' প্রভৃতি তাঁহার স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলি সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। আধুনিক ভক্ত কবি ও ভাবুক লেখকগণের মধ্যে অন্যতম। (পৃষ্ঠা—১৩, ৩৭)।

২৮। ৺বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় :—

নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেটিরী গ্রামে ১৭৫৪ শকাব্দে জন্ম। 'মেটিরী' কাটোয়ার পরপারে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ ভক্ত ভাবুক কবি। 'গীতিমালা' প্রভৃতি কয়েকখানি কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ৬৯ বৎসর বয়সে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে ২৪শে ফাল্গুন পরলোক গমন করেন। (পৃষ্ঠা—১৩৫)।

২৯। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী, এম. এ. :—

চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুরে জন্ম। মেজ-বৌ, প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'নির্ব্বাসিতের বিলাপ,' 'পুষ্পমালা' প্রভৃতি কাব্য প্রণয়নে বঙ্গসাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত। (পৃষ্ঠা—৪৮, ৯৩)।

৩০। ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্র :—

কাব্য ও বিবিধ নীতিপূর্ণ কবিতা লিখিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা নগরীতে ইঁহার বাসস্থান ছিল। 'মিত্রপ্রকাশ' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল দেহান্তর হইয়াছে। (পৃষ্ঠা—৫৯)।

৩১। ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলি জেলায় গুলিটা গ্রামে ১২৪৫ বঙ্গাব্দে জন্ম। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি। 'বৃত্রসংহার,' 'দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি কাব্যগুলি বঙ্গ-সাহিত্যভাণ্ডারে তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। শেষ বয়সে অন্ধ হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পান। ১৩১০ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন। (পৃষ্ঠা—১৬, ৪০, ৪৫, ৮৫, ১২২)।